উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৯২৬.৭৫ (+১৩৬.৬৩)
নিফটি : ২৫,১০৮.৩০ (+৩০.৬৫)

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এখনও সংশয়
রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে। ৫

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি
কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩২°	৩১°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৪°	২৪°	২১°

বিহার নির্বাচনে চিরাগ-পিকে জোট নিয়ে জল্পনা ৭

২১ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 8 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 138

ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই দফায় দফায় বৈঠক করেছি।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

এই অঞ্চলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে তার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে।
কিরেন রিজিজু

দুর্যোগ ‘পর্যটন’

মিরিকে শুভেন্দু, দুধিয়ায় মমতা

রণজিৎ ঘোষ ও রাহুল মজুমদার

মিরিক, ৭ অক্টোবর : আশ্বাস আর সান্ত্বনা। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে এটুকুই শুনল মিরিক। শাসক ও বিরোধী উভয় শিবিরের শীর্ষ নেতাদের আনাগোনায় অবশ্য দিনের শেষে আশ্বস্ত হতে পারলেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। মিরিক থেকে বেশ কিছুটা দূরে দুধিয়ায় মঙ্গলবার শেষ হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় যাত্রা। দু'দিন শিলিগুড়িতে থাকলেও তিনি শেষপর্যন্ত মিরিকমুখী হননি। দুধিয়ায় তাঁর কর্মসূচি বলতে ধসে চাপা পড়ে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের চেক বিলি ও হোমগার্ডের চাকরির প্রতিশ্রুতি দান।

বিজেপি নেতারাও কল্পতরুর ঢংয়ে ‘সব হবে’ প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়িয়ে গেলেন। কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মিরিক পৌঁছেছিলেন। যেখানেই গিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা শুনেছেন ‘ত্রাণ চাই না, বাড়িঘর তৈরি করে দেওয়া হোক।’ বিধ্বস্ত মিরিকে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু শুধু ভাঙা রেকর্ডের মতো বলেছেন, ‘হবে, হবে, সব হবে।’

অল্প কথার মানুষ রিজিজু যেন আরও অল্প কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হয়ে এসে তাঁর দায়িত্ব সেরে গেলেন। তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, ‘কেন্দ্রীয় সরকার পাশে থাকবে।’ কীরকম পাশে থাকা? তাঁর ব্যাখ্যা কোনও বিজেপি নেতাই দেননি। দুধিয়ায় সেতু ভেঙে থাকায় সোজা পথে মিরিক যাওয়ার উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রী না গেলেও বিজেপি নেতারা সেখানে গিয়েছেন ঘুরপথে। যে মিরিকেই শুধু মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের।

মুখ্যমন্ত্রী এদিনও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন। পালটা শুভেন্দু বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে টাকা দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেটা স্বীকার করছে না। এ রাজ্যে নৈরাজ্য চলছে। ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব বুঝে নেব।’

দুধিয়ায় পৌঁছে মৃতদের পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মিরিকের পাশাপাশি সুখিয়াপোখরি ও বিজনবাড়ির মোট ১৬ জন মৃতের পরিবারকে। দুধিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের হাতে তিনি ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। তিনি অবশ্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অস্থায়ী সেতু তৈরি করে মিরিকের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের আশ্বাসও দিয়েছেন।

এর আগে প্রশাসন বলেছিল, ওই কাজে এক মাস সময় লাগবে। সেই দুর্ভোগের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে যেন মমতা ১৫ দিনের মধ্যে কাজটা শেষ করার নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর পাশে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ কংক্রিটের সেতুটিও এক বছরের মধ্যে তৈরি করে ফেলার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। দুধিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত লোহার সেতু এবং নদীবাঁধ ঘুরে দেখেন তিনি।

সেখানে মমতা বলেন, ‘ভুটান, নেপালের দুজনের মৃত্যু হয়েছে পাহাড়ে। দুই দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে মুখ্যসচিবকে বলেছি।’ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করা ও তাঁদের পাশে থাকার বার্তার পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বের কথায় ঘুরেফিরে এসেছে তাদের নেতাদের ওপর হামলার নিন্দা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু মৃত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে থাকার আশ্বাস দিয়ে সমস্ত রিপোর্ট কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। কিরেনের বক্তব্য, ‘এই অঞ্চলে ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়েছেন। সমস্ত রিপোর্ট তিনি দিতে বলেছেন। তাছাড়া আমাদের সাংসদ এবং

এরপর দশের পাতায়

শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (নীচে) মিরিকের কমিউনিটি হলে দুর্গতদের কথা শুনছেন বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার। -পিটিআই

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুঝতে ভুল হয়নি যে, উত্তরবঙ্গে পরিস্থিতি বেগতিক। ডুয়ার্সের দুর্গত এলাকায় সোমবার বুড়িছোঁয়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার দুধিয়া পর্যন্ত গিয়েই তাঁর যাত্রা শেষ হল। ৭২ ঘণ্টা আগের দুর্যোগে সবচেয়ে বিপর্যস্ত পাহাড়ে গেলেনই না। বদলে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন ড্যামেজ কন্ট্রোলের উদ্দেশ্যে। তারপরই উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক সাফাই দিতে মরিয়া হলেন।

গত শনিবার রাতে পাহাড়-সমতলে ওই দুর্যোগ সত্ত্বেও রবিবার কলকাতায় কার্নিভালের জাঁকজমক

এরপর দশের পাতায়

ফিরব কোথায়, প্রশ্ন বানভাসিদের

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ অক্টোবর : জলপাইগুড়ির বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি। ত্রাণশিবিরে রয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। তাঁদের অনেকে জানেন না কোথায় ফিরবেন। কারণ তাঁদের গ্রামটাই আর নেই।

প্রশাসনের উদ্যোগে ভাঙাচোরা পরিকাঠামো সংস্কারের কাজ অবশ্য জোরকদমে চলছে। বহু স্থানে খোলা হয়েছে কমিউনিটি কিচেন। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরাকাটা ব্লকে ছয়টি কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে ৪০০০ বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রতিদিন খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিন বিধ্বস্ত বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগান পরিদর্শনে আসেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। ওই বাগান থেকে দু'দিনে ৯ জনের দেহ উদ্ধারের পর মঙ্গলবার নতুন করে আর কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তবে নিখোঁজ রয়েছেন সরস্বতী বড়াইক (৪৭) এবং লিবিয়াস নায়েক নামে বছর চারেকের এক শিশু। লুকসান থেকে নিখোঁজ এক মহিলারও এখনও সন্ধান মেলেনি।

জেলা শাসক বলেন, ‘শুধু বামনডাঙ্গাতেই প্রায় ২০০০ মানুষ বন্যাদুর্গত। তাঁদের প্রত্যেকের পাশে প্রশাসন রয়েছে। এখানে বুনো জন্তুর হামলার আতঙ্ক থাকায় বন বিভাগের তরফে একটি ক্যাম্প চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, নিখোঁজদের খোঁজে জোর তল্লাশি চলছে। পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও বনকর্মীরা একাজে হাত লাগিয়েছেন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।

এদিন জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার আর্থমুভারে গাঠিয়া নদী পেরিয়ে বামনডাঙ্গায় যান। গত ৫ অক্টোবর থেকে সেখানে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর তরফে বোট চালু করা হলেও নদীর জলস্তর কমে যাওয়ায় তা এদিন সকাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ জল না থাকলে বোট চালানো সম্ভব নয়।

এরপর দশের পাতায়

গভীর রাতে নদী-জঙ্গল পেরিয়ে জীবনের গান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ অক্টোবর : জঙ্গলের মধ্যে গর্জন করে বয়ে চলেছে গাঠিয়া। তার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন। রাত দেড়টা, জানাচ্ছে ঘড়ি। জনাদুয়েক লোক বোটটাকে পাড়ে লাগাতেই তাঁরা উঠে বসলেন। তাঁদের মোবাইলে আলোগুলোও ক্রমে মিলিয়ে গেল নিকষ অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে নদীপথে। কোনও ওয়েব সিরিজের অপারেশন নয়, বন্যাবিধ্বস্ত নাগরাকাটায় ঠিক এভাবেই এক অন্তঃসত্ত্বাকে বিচ্ছিন্ন খেরকাটা গ্রাম থেকে উদ্ধার করে আনলেন বিএমওএইচ সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা এবং সিভিল ডিফেন্সের জনাকয়েক জওয়ান।

শনিবার রাতে প্রবল বৃষ্টিতে গাঠিয়া নদীর উপর সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড উড়ে গিয়েছে। তারপর থেকেই বিচ্ছিন্ন খেরকাটা গ্রাম। যেখানে রাস্তা ছিল সেখানে এখন গর্জন করে বইছে নদী। সোমবার গভীর রাতে খবর আসে, খেরকাটা গ্রামে ২০ বছর বয়সি অন্তঃসত্ত্বা শিলা খাড়িয়ার প্রসবযন্ত্রণা উঠেছে। তাঁর স্বামী তুহিন খাড়িয়া কোনওমতে ফোন জোগাড় করে খবর পাঠিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মী রাখি বর্মনকে। আর দেরি করেননি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। বিএমওএইচ ইরফান মোল্লা, ডাঃ কৃষ্ণেন্দু সরকার, আশা প্রকল্পের ব্লক প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটার মুন্না হক, অ্যাম্বুল্যান্সচালক আশরাফুল সরকার বেরিয়ে পড়েন খেরকাটার উদ্দেশে।

এরপর দশের পাতায়

প্রকৃতির কাছে সকলেই যে অসহায় তা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে মিরিকে। দুর্যোগের সবথেকে বেশি ক্ষত বইছে পাহাড়ি শহরটি। গ্রাউন্ড জিরো থেকে সেই দুর্দশার কথা।

প্রলয়ের সাক্ষী দেবতা আর তাজা ফুল

দীপ সাহা ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মিরিক, ৭ অক্টোবর : পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ ছুঁতে চায় চোখ। যতই ওপরে তাকাই, গড়িয়ে আসা অসংখ্য ছোট-বড় পাথর আর পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি ছাড়া কিছুই নজরে আসে না। চোখ দু'খানা মাটিতে ফেলতেই বিস্ময় জাগে। এ তো রীতিমতো ধ্বংসস্তূপ!

মিরিক শহরের ঠিক গা ঘেঁষেই ফুগুরি চা বাগানের মেচি ডিভিশন। জায়গাটার নাম ডারাগাঁও। পথের ঢাল বেয়ে মূল রাস্তা থেকে কয়েকশো মিটার এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাশাপাশি গোটা ছয়েক বাড়ি। ইতিউতি আরও বেশ কয়েকটা। প্রতিটিই এখন জনমানবহীন। খাড়া পথ বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয় কাদামাখা লেপতোশক কিংবা পড়ে থাকা খেলনায়। যেন বেড়ি হয়ে বলতে চায়, ‘আমায় আর মাড়িয়ে যেও না প্লিজ...।’

ঠিক মাঝখানে ধ্বংসের দগদগে ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে টিনের চাল দেওয়া একটা ঘরের অর্ধেক অংশ। ধসে যাওয়া পাশের ঘরেই ‘মৃত্তিকাসমাধি’ হয়েছে একই পরিবারের চারজনের। কেউই অবশ্য বাড়ির সদস্য নন। স্বজন। বেড়াতে এসেছিলেন দশেরায়। কিন্তু প্রলয় প্রাণ কেড়েছে তাঁদের। কেউ বাঁচাতে পারেননি।

যে ঘরটা এখনও মাটি আঁকড়ে কোনওমতে দাঁড়িয়ে, সেই ঘরের দরজার বাইরে টাঙানো আরাধ্য দেবতার ছবি। সামনে ছোট্ট কাঠের পাটাতনে পোড়া সলতে বুকে নিয়ে প্রলয়ের সাক্ষী মাটির প্রদীপ।

এরপর দশের পাতায়

ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে মিরিক। মঙ্গলবার। ছবি : দীপ সাহা

স্মৃতিচিহ্ন আগলে শপথ রাই হাউসে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও দীপ সাহা

মিরিক, ৭ অক্টোবর : আটপৌরে তক্তপোশের উপর জমেছে কয়েকশো সাদা খাদা। একঝলক দেখলে মনে হচ্ছে সুন্দর করে যেন কেউ সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। তার পাশেই রাখা তুলসী গাছের তলায় টিমটিম করে জ্বলছে একটি তেলের প্রদীপ। যেন ঠাকুরঘর। অবশ্য, ঈশ্বরের দেশে যাঁরা পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের ঠাকুরঘরেই থাকার কথা। তক্তপোশটা বিজেন্দ্র রাই ও ঊষা রাইয়ের বিয়ের স্মৃতি। টিনের চালাঘর ভেঙে পাকা দোতলা বাড়ি তৈরির সময় অনেককিছুই বদলেছে মিরিকের রাই পরিবারে, কিন্তু বদল হয়নি তক্তপোশটির। বড় মেয়ে নিশার আবদারে শনিবার রাতে নিজের ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন বিজেন্দ্র ও ঊষা। তখনও জানতেন না প্রিয় তক্তপোশে আর ঘুমোনোর সুযোগ মিলবে না। ধসে চাপা পড়ে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের সঙ্গেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ছোট মেয়ে সতমা। বাবা-মাকে আর ফিরে পাবেন না নিশা। প্রিয় তক্তপোশই এখন তাঁর কাছে স্মৃতিচিহ্ন।

মঙ্গলবারও মিরিক লেকের ধারে থানা লাইনের রাই হাউসে দগদগে ছিল ধসের ক্ষত। কাদামাটি সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছিলেন এনডিআরএফ-এর কর্মীরা। শোকের আবহে সান্ত্বনা দিতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ আর একবার করে মাথা ঠেকাচ্ছিলেন তক্তপোশে। সেই তক্তপোশই যেন রাই দম্পতির জীবাশ্ম।

এরপর দশের পাতায়

স্ত্রীর স্মৃতিতে শ্মশানে বাগান

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ অক্টোবর : এ যেন এক অন্য দশরথ মাঝির গল্প। বালুরঘাটের ৬০ বছরের গণেশ বর্মন। না, তিনি স্ত্রীর স্মৃতিতে দশরথের মতো পাহাড় কাটেননি। তবে শ্মশানের ভেতরে তৈরি করে চলেছেন বিশাল ফুল ও ফলের বাগান। এই পর্যন্ত সব মিলিয়ে গণেশ অন্তত ৮০০টি গাছের চারা রোপণ করেছেন বালুরঘাট ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা শ্মশানে। এই বাগানই যেন হয়ে উঠেছে এক জীবন্ত স্মৃতিসৌধ। এখানেই শেষ নয়, একসময় এই শ্মশানে যাওয়ার রাস্তা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই জঙ্গল নিজের হাতে পরিষ্কার করে রাস্তা নির্মাণ করেছেন গণেশ।

গল্পের শুরু ৩ মাস আগে। যখন বালুরঘাটের বাওধারা গ্রামের বাসিন্দা গণেশের স্ত্রী সীতা বর্মন মারা যান। পরিজন ও প্রতিবেশীরা শেষকৃত্য করতে শ্মশানে দেহ নিয়ে যান বটে। কিন্তু দাহকার্যের জায়গায় পৌঁছাতে বেগ পেতে হয়েছিল সকলকে। কারণ তখন ভরা বর্ষা। বেড়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। এর মধ্যে দিয়ে রাস্তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে দুজনের কাঁধে করে তাঁর স্ত্রীর শব নিয়ে যাওয়া হয়। বাকিরা সাপ ও পোকামাকড়ের ভয়ে আর যেতে চাননি। বিষয়টি গণেশের মনে গভীর দাগ কাটে। স্ত্রী যখন চিতায় জ্বলছে, ঠিক তখনই সংগোপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন- স্ত্রীর স্মৃতিতে এই শ্মশানে এক মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলবেন তিনি। দূর করবেন শ্মশান যাতায়াতের সমস্যা।

দেরি করেননি তিনি। কয়েকদিন পরই গণেশকে দা, কোদাল হাতে শ্মশানে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন অনেকে। যখন কয়েকদিনের মধ্যেই শ্মশানের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেল, কারণটি আন্দাজ করতে পারলেন স্থানীয়রা। সকলের চোখের সামনেই শ্মশানের মধ্যে দিয়ে এক রাস্তা তৈরি করে ফেললেন তিনি। এখানেই থেমে থাকেননি গণেশ। তার পরে শুরু হয় শ্মশানের সৌন্দর্যায়ন। একে একে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ নিয়ে শ্মশানে হাজির হতে থাকেন গণেশ। এমন উদ্যোগ দেখে তাঁর দু'-তিনজন বন্ধুও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই তিনি বকুল, শেফালি, গাঁদা সহ নানান ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। সঙ্গে আম, রাজকুল সহ বিভিন্ন ফলের গাছ। নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করেই তাঁর এই উদ্যোগ।

আজ থেকে ২৮ বছর আগে গণেশের বিয়ে হয়েছিল। দম্পতির ৩ ছেলে। কেউ রাজমিস্ত্রি, তো কেউ কৃষিকাজী। এক মেয়ে ছিল, মারা গিয়েছেন। অভাবের সংসারে নামসংকীর্তন, গানবাজনা করেই দিন কাটত তাঁদের। ঈশ্বরে মগ্ন দুই প্রাণে ভালোবাসা ছিল অটুট। কিন্তু বিধি বাম। চলতি বছরেই সীতাদেবীর ক্যানসার ধরা পড়ে। তারপর আর বেশি সময় পাওয়া যায়নি।

শ্মশানে বাগান তৈরিতে ব্যস্ত গণেশ বর্মন।

> কোনও ফুলের চারা ১০০ টাকায় তো কোনও ফলের গাছ ২০০ টাকায় কিনে লাগিয়েছি। অর্থ শেষ হয়ে এলে ভিক্ষা করে হলেও স্ত্রীর স্মৃতিতে বাগান তৈরি করে যাব।
>
> **গণেশ বর্মন**

সাফারি খুলতেই পর্যটকদের ভিড়

ডলোমাইটে ক্ষতিগ্রস্ত ঘাসজঙ্গল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : দু'দিন বন্ধ থাকার পর বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ফের জঙ্গল সাফারি শুরু হল। মঙ্গলবার রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী দুই কাউন্টার থেকে সাফারি হয়। সকাল ও বিকেলে সাফারির প্রায় সবগুলি গাড়ি পর্যটকে ভর্তি ছিল। তবে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের হাতি ও জিপসি সাফারি নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কবে সাফারি খুলবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জঙ্গল পর্যবেক্ষণের পর সাফারি চালু নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। কারণ জলদাপাড়ায় যেমন সাফারির রাস্তা বৃষ্টিতে বেহাল হয়েছে, তেমনি কয়েকটি গাছ ভেঙেছে। এছাড়া হলং নদীর উপর সেতু ভেঙে গিয়েছে।

জলদাপাড়ার জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন জায়গায় ঘাসজঙ্গল নষ্ট হয়েছে। শিলতোর্ষা, শিসামারা, হলং ও কালজানি নদীতে ভুটান থেকে আসা ডলোমাইটমিশ্রিত জলে ঘাসজঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'ঘাসজঙ্গলের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ কতটা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবকিছু দেখার পর বিস্তারিত বলা যাবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলার যেসব বন্যপ্রাণী জঙ্গল থেকে বেরিয়েছিল সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোচবিহার জেলায় এখনও কয়েকটি বুনো থাকতে পারে বলে অনুমান। সোমবার সারারাত অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ঢোকা তিনটি গন্ডার বনকর্মীরা জঙ্গলে ফিরিয়েছেন।

বক্সায় ২৭ মাইল, ২৬ মাইল ও শিকারি রোডের সাফারির আরও বেশি বেহাল হয়েছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মার কথায়, 'কোন জায়গায় কী ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখা হচ্ছে।'

বক্সায় ফের জঙ্গল সাফারি।

বক্সার পর্যটন ব্যবসায়ীরা রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। বক্সার ট্যুরিস্ট গাইড শেখর ভট্টাচার্য জানান, রাস্তা খারাপের বিষয়টি বন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে এদিন বক্সায় সাফারি খুলতেই পর্যটকরা তা উপভোগ করেন। বেশ কয়েকজন পর্যটক সাফারি চালুর অপেক্ষা করছিলেন। এদিন সকালে সাফারি চালুর খবর আসতেই সাফারি কাউন্টারগুলিতে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়। এদিকে, জলদাপাড়ার বিভিন্ন কাউন্টারে দ্রুত সাফারি চালুর দাবি উঠছে।

অন্য রুটে ট্রেন

আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর : ভারী বৃষ্টি ও রেইনকাটজনিত সমস্যার জন্য তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, অমরনাথ এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল, ডিব্রুগড় লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত সহ ১১টি ট্রেন রুট বদল করে চালানো হবে। ট্রেনগুলিকে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে মেইন লাইনের বদলে মাথাভাঙ্গা-চ্যাংরাবান্ধা রুট দিয়ে চালানো হবে বলে খবর। অন্যদিকে, আলতাগ্রাম ও বেতগাড়ায় রেইনকাটে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বুধবার পরিদর্শন করবেন রেল আধিকারিকরা।

ইঞ্জিন বিকল

ইসলামপুর, ৭ অক্টোবর : ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় গুঞ্জরিয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। বিষয়টি জানতে পেরে রেল কর্তৃপক্ষ অন্য একটি ইঞ্জিন পাঠিয়ে দেয়। সেই ইঞ্জিন লাগানো হলে ট্রেন গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনের ম্যানেজার বিকে সিং বলেন, 'ইঞ্জিনের পাওয়ারে সমস্যা হয়েছিল। ফলে ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপে অন্য ইঞ্জিন পাঠিয়ে ট্রেনটি আবার রওনা করানো হয়।'

রবিনা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

নিউজ ব্যুরো, ৭ অক্টোবর : বলিউড আইকন রবিনা ট্যান্ডন ও তাঁর মেয়ে রাশা থাদানিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করল দেশের অন্যতম গয়না ব্র্যান্ড, রিলায়েন্স জুয়েলস। দীপাবলির আগে এই ঘোষণার মাধ্যমে রিলায়েন্স জুয়েলস বাজারে তাদের উৎসব সংগ্রহের সূচনা করতে চলেছে।

এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে গয়নার ব্যবহারকে তুলে ধরতে মা ও মেয়ের এই জুটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৯৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২০৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID	BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
171	WBMAD/DHUPGURI/05/2025-26	176	WBMAD/DHUPGURI/20/2025-26
	2025_MAD_910463_1		2025_MAD_916231_1
	2025_MAD_910463_2		2025_MAD_916231_2
208	WBMAD/DHUPGURI/06/2025-26		2025_MAD_916231_3
	2025_MAD_912434_1		2025_MAD_916231_4
	2025_MAD_912434_2	183	WBMAD/DHUPGURI/21/2025-26
209	WBMAD/DHUPGURI/07/2025-26		2025_MAD_916425_1
	2025_MAD_912550_1		2025_MAD_916425_2
	2025_MAD_912550_2		2025_MAD_916425_3
210	WBMAD/DHUPGURI/08/2025-26	184	WBMAD/DHUPGURI/22/2025-26
	2025_MAD_914628_1		2025_MAD_916465_1
	2025_MAD_914628_2		2025_MAD_916465_2
205	WBMAD/DHUPGURI/09/2025-26		2025_MAD_916465_3
	2025_MAD_914727_1		2025_MAD_916465_4
	2025_MAD_914727_2	173	WBMAD/DHUPGURI/23/2025-26
206	WBMAD/DHUPGURI/10/2025-26		2025_MAD_916550_1
	2025_MAD_914795_1		2025_MAD_916550_2
207	WBMAD/DHUPGURI/11/2025-26		2025_MAD_916550_7
	2025_MAD_915070_1		2025_MAD_916550_8
	2025_MAD_915070_2		2025_MAD_916550_9
178	WBMAD/DHUPGURI/12/2025-26		2025_MAD_916550_10
	2025_MAD_915339_1	174	WBMAD/DHUPGURI/24/2025-26
	2025_MAD_915339_2		2025_MAD_916859_1
179	WBMAD/DHUPGURI/13/2025-26		2025_MAD_916859_2
	2025_MAD_915365_1		2025_MAD_916859_3
	2025_MAD_915365_2		2025_MAD_916859_4
188	WBMAD/DHUPGURI/14/2025-26		2025_MAD_916859_5
	2025_MAD_915420_1		2025_MAD_916859_6
	2025_MAD_915420_3		2025_MAD_916859_7
189	WBMAD/DHUPGURI/15/2025-26	187	WBMAD/DHUPGURI/25/2025-26
	2025_MAD_915481_1		2025_MAD_916945_1
	2025_MAD_915481_2		2025_MAD_916945_2
177	WBMAD/DHUPGURI/16/2025-26		2025_MAD_916945_3
	2025_MAD_915656_1		2025_MAD_916945_4
	2025_MAD_915656_2		2025_MAD_916945_5
	2025_MAD_915656_3		2025_MAD_916945_6
193	WBMAD/DHUPGURI/17/2025-26		2025_MAD_916945_7
	2025_MAD_916111_1		2025_MAD_916945_8
	2025_MAD_916111_2	172	WBMAD/DHUPGURI/26/2025-26
194	WBMAD/DHUPGURI/18/2025-26		2025_MAD_916996_1
	2025_MAD_916122_1		2025_MAD_916996_2
	2025_MAD_916122_2		2025_MAD_916996_3
	2025_MAD_916122_3		2025_MAD_916996_4
195	WBMAD/DHUPGURI/19/2025-26		2025_MAD_916996_5
	2025_MAD_916127_1		2025_MAD_916996_6
	2025_MAD_916127_2		2025_MAD_916996_7
			2025_MAD_916996_8

Sd/ -Chairperson.
BOA, Dhupguri Municipality

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय
(नवोदय विद्यालय समिति की एक इकाई)
शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
(A Unit of Navodaya Vidyalaya Samiti)
Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt. of India
बारोबिशा, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल-736207 Barobisha, Alipurduar, West Bengal-736207
Email: jnvalipurduar@gmail.com UDISE: 19220707304

F.No.F.1-3/JNVA/2025-26/ Dated: - 07.10.2025

PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYABAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal is going to appoint suitable candidate against the following post on contract basis against purely temporary vacancy for the session 2025-26, for which interview will be conducted in the Vidyalaya on 14.10.2025 at 10:30 am. Interested candidates can attend the Walk-In-Interview in the Vidyalaya with all original certificates of educational qualification and experience alongwith one set of Xerox copy of educational qualification & 02 sets of colour passport size photograph.

Sl.No.	Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Duration
01.	PGT (Mathematics)	Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized institution, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed. component OR Master degree from a recognized institution with at least 50% marks in aggregate in the relevant subject concerned. AND B.E/d degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks. OR Three year integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50 % Marks. OR Four years integrated degree with at least 50% marks form NCTE recognized institution including B.Ed. component. Desirable:- 1. Experience as PGT in the recognized institution in concerned subject. 2. Experience of working in a residential school. 3. Knowledge of Computer application.	35,750/-PM	The contract will be for a period up to 31.03.2026 or till the regular incumbent joins whichever is earlier

PRINCIPAL

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৫ অব ২০২৫, তারিখ : ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ- চালখোয়া-ধামালগাঁও-মোরানহাট(এসএল)-টিএসআর(পি)-৪২.০০০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৯২,৯৭,৪৫৯ টাকা, বায়নার ধনঃ ৭,৪৬,৫০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টাপর্যন্ত http//www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৫৬ অব ২০২৫, তারিখ : ২৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনেঃ- ডিব্রুগড়-ধামালগাঁও-মোরানহাট-টিটিআর (ডিডব্লিওএস+ডব্লিওসিএমএসসি)-১১ সেট এবং ডিব্রুগড় টাউন-তিনসুকিয়া টিটিআর (এফএসটিডব্লিওএস+ ডব্লিওসিএমএসসি)-৭৪ সেট। টেন্ডার মূল্যঃ ১২,২০,০০,৯৮৬ টাকা, বায়নার ধনঃ ৭,৬০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৫-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ ০৪.১০.২০২৫। চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ৫-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের অধীনে কুমারহাটি, গঙ্গওয়ারা, গণপুরা ও পাঞ্জওয়ারা রোড স্টেশনে হল্ট স্টেশনকে ক্রসিং স্টেশনে পরিবর্তনের জন্য আর্থওয়ার্ক ইন এমব্যাঙ্কমেন্ট, ব্লাঙ্কেটিং, মাইনর ব্রীজের, ফুট ওভার ব্রীজের সম্প্রসারণ এবং পি.ওয়ে কাজের ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৪৩,৫৯,৬৬,৭৪০.৯৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ : ২৮.১০.২০২৫। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in (MLD-190/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিভিন্ন প্রকার বগের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ নিউ চ্যাংরাবান্ধা-নিউ কোচবিহার (এসএল)-টিএসআর (পি) র সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের বগের ব্যবস্থা করা- আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৩৬.০০০ টিকেএম। টেন্ডার রাশিঃ ১৯,১৬,৪২৬.০৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৮,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:
১) ই-টেন্ডার নম্বর : ডিবি২৫৫৬৬২, তারিখ : ২৬-০৯-২০২৫; আইটেমের বর্ণনা : প্রেরকের স্থানে কোচগুলিতে অ্যান্টি-থেফট মেকানিজম সহ (স্থানের তালিকা এবং তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সংযুক্তিতে সংযুক্ত করা হয়েছে) ০৬ কেজি পোর্টেবল স্টোরেজ প্রেসার ডিসিপি টাইপ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সরবরাহ এবং ফিটমেন্ট, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সহ অ্যান্টি-থেফট মেকানিজম সম্পূর্ণভাবে আরসিএফ স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস-৪৬২৭০ 'রেভ-০৩' অনুসারে যেটি নথি হিসেবে সংযুক্ত। দ্রষ্টব্য: দরদাতাদের আরসিএফ স্পেসিফিকেশন নং এমডিটিএস ৪৬২৭০ রেভ-০৩ -এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে চাওয়া অফার ডকুমেন্ট সহ জমা দিতে হবে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পরে ৮৪ মাস]। পিএল কোড (গ্রুপ) : ৮৬০১০৮৪৫০০১৩; মোট পরিমাণ : ২০০০ টি। বায়না মূল্য : ২,৪২,১৪০/- টাকা; ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ২২-১০-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়।
বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in দেখুন।

ডেপুটি সিএমএম/ডি/ডিব্রুগড় টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্মের সার্টিফিকেটে মায়ের নাম লুৎফা বিবি থাকায় দিনহাটা JM (1st cl.) কোর্টে 26/09/25, 1189 নং অ্যাফিডেভিট বলে গালো বেওয়া হল। রমজান আলী, বড় ফলিমারী, দিনহাটা। (S/M)

•

আমি সাব্বির হোসেন মোল্লা, পিতা মাহাবুর মোল্লা, গ্রাম দাউদপুর, পোঃ আঙ্গিনা, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার আধার কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে নাম সঠিক আছে। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশীট, সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার বাবার নাম মাহাবুর রহমান মোল্লা লেখা রয়েছে। এই অবস্থায় গত 18.08.2025 বালুরঘাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ দিনাজপুরের অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা মাহাবুর মোল্লা ও মাহাবুর রহমান মোল্লা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগনিত হয়েছেন। (C/118482)

•

I, Sikha Das (good name), W/o Suvash Chandra Das, am a resident of Shyam Sree Maa Sarani Road, near St Joseph School, Nabagram Road, Nabagram, Ward No. 33 of S.M.C., P.O. Bhaktinagar, P.S. Bhaktinagar, Dist Jalpaiguri, Pin 734007. I am also known as Rama Das (nick name). I declare before the court of Ld. Executive Magistrate Public at Siliguri vide affidavit no. 13AB 036456 dated 10.11.2017 that Sikha Das (good name) & Rama Das (nick name) both are same & one identical person. (C/118483)

NOTICE

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No. 20/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 dated 05.10.2025 Last date for Submission of Bids- 21/10/2025 at 03.00 P.M. And NIT No 21/DEV/PHD/APAS/JNGP/2025-26 NIT No- 22/DEV/PHD/APAS/PBGP/2025-26, Date- 06/10/2025. Last date for Submission of Bids- 24/10/2025 at 03-00 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/- Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৭৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/পি-ওয়ে/নর্থ লখিমপুর/ওয়েস্ট-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে ১৫.২ কিমি কাজের সেস মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯১,৬৭,২৫৬.৯৯ টাকা, বায়নার ধনঃ ৩,৪৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য M/F লোক চাই, লোকেসান শিবমন্দির -শিলিগুড়ি-বিধাননগর। M- 9679368850. (M/M)

•

শিলিগুড়ি লোকালে ও রায়-গঞ্জের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রি + খাওয়ার ব্য-বস্থা)। M -8797633557, 9832489908 (C/118327)

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Priyanka Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

•

আমার পুত্র Sangram Biswas র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra(Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

•

ভুলবশতঃ রেশন কার্ডে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Jahanaf Khatun. গত 25.9.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Kasim Ali নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য Kasim Ali ও Jahanaf Khatun একই ব্যক্তির নাম। -Kasim Ali.(S/N)

•

আমি রফিকুল ইসলাম। পিতা স্বর্গীয়, বিঃ মহম্মদ, গত 26.09.2025 শিলিগুড়ি নোটারি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে রফিকুল রহমান এবং পিতা স্বর্গীয় বিসারত মহম্মদ হলাম। Licence No- WB 7319900241847. (C/118481)

•

আমার পুত্র Anal Kumar Biswas-র জন্মের শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকার জন্য গত ইং ২২-০৯-২০২৫ তাং J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Amita Bhadra (Biswas) এবং Tandra Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118510)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/004/327083 আমার নাম ভুল ছাপায় গত 26.9.25, J.M, 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nani Gopal Bir এবং Gopal Chandra Bir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Nani Gopal Bir উল্লেখিত ভোটার কার্ডে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। বনচুকামারী, পোঃ খারিজা, কাকড়িবাড়ী, থানা- পুণ্ডিবাড়ী, জেলা- কোচবিহার। (C/118130)

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ১২.০০ গুরুদক্ষিণা, ২.৩০ তোমায় পাব বলে, বিকেল ৫.০০ শিমুল পারুল, রাত ১১.০০ শিবপুর

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ পরিবার, দুপুর ১২.৩০ মহাগুরু, বিকেল ৫.০০ বন্ধন, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ৯.৪৫ রণক্ষেত্র

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দিনী কমলা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ ক্র্যাক, দুপুর ২.২২ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৫৮ হিন্দুস্তানি জানবাজ, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ১০.২২ ভূতমামা

জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.০৮ সঙ্গম, বিকেল ৪.০৭ অন্ধেরি রাত মেঁ দিয়া তেরে হাত মেঁ, সন্ধে ৭.০০ পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ, রাত ৯.৫৯ চলতি কা নাম গাড়ি

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৮ ট্রেসার্স, ২.৩৩ এজ অফ টুমরো, বিকেল ৫.৪১ স্ট্রিট ডান্স-টু, সন্ধে ৭.০৬ ওয়েডিং ক্র্যাশার্স, রাত ৯.০০ স্পেকচার, ১১.২৩ গিয়ালো

পেয়ার ঝুকতা নেহিঁ সন্ধে ৭.০০ জি ক্লাসিক

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি রাত ৮.২৯ সোনি বিবিসি আর্থ

মহাগুরু দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : লটারিতে অর্থ নষ্ট। কোনও কারণে কাছের লোকের দ্বারা হেনস্তা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। মিথুন : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ থেকে সাবধান। ব্যবসায় অর্থলগ্নি না করাই ভালো। কর্কট : জীবিকার ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উসকানিতে সমস্যা হতে পারে। সিংহ : রাজনৈতিক নেতাদের সম্মান বাড়লেও খুব মেপে কথা বলুন। নিজের অধিকার লাভের জন্য সংসারে অশান্তি হবে। কন্যা : কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলুন। তুলা : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির প্ররোচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও, সুখবর পাবেন। বৃশ্চিক : বেহিসেবি খরচে রাশ টানার চেষ্টা করুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। ধনু : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মকর : মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হবেন। অর্থভাগ্য ভালো। কুম্ভ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পরিবারের সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। মীন : কোনও সম্পর্ক নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। সম্পদ নিয়ে কেনাবেচায় লাভবান হতে পারেন। সর্দিজ্বরে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১ আহিন, সংবৎ ১/২ কার্তিক বদি, ১৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৬। বুধবার, প্রতিপদ দিবা ৭।২৬ পরে দ্বিতীয়া শেষরাত্রি ৫।১০। অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ২।১০। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৮।৫১। কৈলবকরণ দিবা ৭।২৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৬।১৮ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৫।১০ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ২।১০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৭।২৬ গতে শেষরাত্রি ৫।১০ মধ্যে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ৭।২৬ গতে উত্তরে, শেষরাত্রি ৫।১০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বীতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্র্যহস্পর্শ, স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৭।৫৯ মধ্যে ও ৭।১৩ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৭ গতে ৬।৪৮ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩০ গতে ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : সোমবার রাতে এক বধূর পরিবার মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। মৃতার নাম মকসেদা খাতুন (২৬)। বাড়ি হলদিবাড়ি থানার বক্সিগঞ্জে। এদিকে, দেহ ময়নাতদন্তের পর মৃতের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়া হলে স্বামী সহ কাউকেই পাওয়া যায়নি। তাই বাবার বাড়িতে সেই বধূর দেহ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতার দাদা হায়দার আলি সরকার বলেন, '২০২২ সালের অক্টোবর মাসে গড়ালবাড়ির ডাঙ্গাপাড়ার রানা হুসেনের সঙ্গে বোনের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েকমাস পর থেকে বোনের উপর রানা সহ পরিবারের লোকজন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করে। বোনের শান্তির জন্য সোনার গয়না, মোটরবাইক সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করি। কিন্তু দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়েই চলে।' তাঁর সংযোজন, 'সোমবার বিকেলে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে দেখি, শ্বশুরবাড়ির কেউ সেখানে আর নেই। চিকিৎসক বোনকে মৃত ঘোষণা করেছেন।' অন্যদিকে, মৃতার স্বামীর সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

বিজেপির প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ অক্টোবর : বিজেপির সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে কোতোয়ালি থানা ঘেরাও কর্মসূচি করে। থানার সামনে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। পুলিশ আগুন নেভাতে গেলে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। ময়নাগুড়ি বিজেপির তরফে ময়নাগুড়ি থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিন মেটেলি থানাতেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপির মেটেলি আপার ও সমতল মণ্ডল কমিটি। অন্যদিকে, রাজগঞ্জ থানার গেটের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জলপাইগুড়ি জেলা সহ সভাপতি পুনিতা ওরাওঁয়ের নেতৃত্বে বানারহাট ব্লক বিজেপি নেতা-কর্মীরা থানা ঘেরাও করেন। মালবাজার থানায় প্রতিবাদ জানায় মাল টাউন মণ্ডল বিজেপি। বিজেপির মাল পূর্ব মণ্ডল-৪-এর তরফে লাটাগুড়ি ক্রান্তি মোড় লাটাগুড়ি মালবাজারগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয় দুপুর বারোটা থেকে। ধূপগুড়ি চৌপথিতে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতৃত্ব।

লক্ষ্মীপুজোর মেলা

মৌলানি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার মৌলানি নতুন হাটে শতাব্দীপ্রাচীন লক্ষ্মীপুজোর মেলা শুরু হয়। সোমবার রাতে এখানে প্রাচীন মন্দিরে লক্ষ্মীর পাশাপাশি সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিকের পুজো হয়। এটাই এই পুজোর বিশেষত্ব। লাটাগুড়ি, মৌলানি ও আশপাশের এলাকার মানুষ এই মেলায় আসেন। স্থানীয় মেলা ও পুজো কমিটির সভাপতি রঞ্জিত রায় জানান, মেলা শুক্রবার পর্যন্ত চলবে। প্রথম দিন থেকে মেলা জমে উঠেছে। দশমীর দিন বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেলা ভেস্তে গেলেও এখন আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়ায় মেলায় ভালো ব্যবসা হবে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

মৃত ১

গয়েরকাটা, ৭ অক্টোবর : পিকআপ ভ্যান ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল টোটোচালকের। মঙ্গলবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের মধুবনি সংলগ্ন এলাকায়। মৃত ওই টোটোচালকের নাম ভবে রাভা (৫০)।

'সামান্য আঘাত' মন্তব্যে বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটায় হামলায় জখম মালদা (উত্তর)-এর সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে মঙ্গলবার হাসপাতালে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই হাসপাতালে থাকলেও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে তিনি দেখতে যাননি। তবে, সাংসদের ছেলে হাসপাতালে থাকলেও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলেননি। মুখ্যমন্ত্রী সাংসদের কাছেই জানতে চান, 'কেমন আছেন।' মাথা নাড়িয়ে সাংসদ উত্তর দেন, 'ভালো নেই।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান ব্লাড সুগারের চিকিৎসা কোথায় করাচ্ছেন।' খগেন জবাব দেন, 'দিল্লি এইমসে।' মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, 'মালদায় এত বড় হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছি, সেখানে কেন চিকিৎসা করাচ্ছেন না?' ওই প্রশ্নের জবাব দেননি সাংসদ। এরপরই শুভকামনা জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, 'খুব সামান্য আঘাত লেগেছে। কানের পাশে হালকা লেগেছে। আসলে উনি ডায়াবিটিসের রোগী। তাই চিকিৎসকরা অবজার্ভেশনে রেখেছেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষ কোনও অসুস্থকে দেখতে এলে মনুষ্যত্বের খাতিরেও এসব কথা বলেন না। চিকিৎসকরা বলছেন আঘাত গুরুতর আর উনি বলছেন কিছু হয়নি।'

সোমবার নাগরাকাটায় বন্যায় বিপর্যস্ত এলাকা দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হন খগেন এবং শংকর। পাথরের ঘায়ে চোখের নীচে চোট লাগে খগেনের। তাঁর চোখের নীচে হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ছয় সপ্তাহ তাঁকে কথা না বলে থাকতে হবে। নয়তো অস্ত্রোপচার করতে হবে।

দলের সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। বামনডাঙ্গার যে এলাকায় সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলা হয়েছে সেই এলাকা দলের নাগরাকাটা-১ মণ্ডলের অধীনে। সেখানকার মণ্ডল সভাপতিকে মামলা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপির যুগ্ম অবজার্ভার তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে শিলিগুড়িতে পাঠিয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সব হিসেব বুঝে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপির দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই হামলায় জড়িত। সরাসরি বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা এই ঘটনায় যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথাকে সমর্থন করে এনআইএ কিংবা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার এবং রাজ্য পুলিশের

ভালো নেই, জানালেন খগেন

ডিজি দিল্লি যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। স্পিকার ডাকবেন আপনাদের।' শুভেন্দুর ধারণা, 'এই হামলার পেছনে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা জড়িত থাকতে পারে। ২০২৬-এ এই ঘটনার বদলা নেওয়া হবে। আমাদের সরকার আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদক্ষেপ করা হবে।' এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবও মাটিগাড়ার বেসরকারি হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, '২০২৬-এ মানুষ এর জবাব দেবে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দিয়ে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠা করেছি। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা বদল আনব।'

খগেন মুর্মুর খোঁজ নিচ্ছেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। মঙ্গলবার।

দুর্যোগের পরে

গত শনিবারেও টন্ডু বস্তিতে ঘরবাড়ি ছিল। মঙ্গলবার ধু-ধু প্রান্তরজুড়ে গাঠিয়ার আগ্রাসনের চিহ্ন।

মডেল ভিলেজ, টন্ডু বস্তি ধ্বংসস্তূপ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ অক্টোবর : জলঢাকা পাড়ের মডেল ভিলেজ ও গাঠিয়া পাড়ের টন্ডু বস্তি এখন ধ্বংসস্তূপ। যেদিকেই চোখ যায়, সেদিকেই বাড়িঘর নদীতে গিলে খাওয়ার মর্মান্তিক দৃশ্য। মডেল ভিলেজের বাসিন্দাদের সব হারিয়েছে। তবে সেই যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৯ প্রতিবেশীর চিরতরে ছেড়ে চলে যাওয়া। বাড়িঘরও মিশে গিয়েছে মাটিতে। অথচ ৪ অক্টোবরের রাত পর্যন্তও পরিস্থিতি এমন ছিল না। দুটি গ্রামেই ছিল জীবনের ব্যস্ততা। রাত ১টা নাগাদ শুরু হওয়া মুষলধারা বৃষ্টির পর ছন্দে বাঁধা সুখ-দুঃখের জীবনে এমন বিপর্যয় নেমে আসবে, তা ভাবেননি কেউ।

মডেল ভিলেজটি সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়ের শিকার। ২০১৪ সাল নাগাদ সরকারি উদ্যোগে বামনডাঙ্গা চা বাগানের নন ওয়ার্কারদের জন্য ওই আবাসন প্রকল্পটি চালু হয়। সেখানে ৫০০-র বেশি ঘর রয়েছে। যদিও সবাই সেখানে থাকতেন না। ২০০-র কিছু বেশি বাসিন্দা বসবাস করতেন। বেশিরভাগই চরম ক্ষতিগ্রস্ত। যেগুলি টিকে রয়েছে, প্রতিটিতেই তাণ্ডবের চিহ্ন স্পষ্ট। ওই বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তার ওপর টানাটানি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ভেঙে গিয়েছে। নদীতে জলস্তর কমে যাওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকে বোট চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। ট্র্যাক্টরে চেপে নদী পেরিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখা যায়, অনেকেই দুপুরবেলা ত্রাণশিবিরে খাওয়াদাওয়া সেরে এসে হারিয়ে যাওয়া নথিপত্র খুঁজতে ব্যস্ত। ওই ভিলেজের কিছুটা দূরে জলঢাকা। সেই চেনা নদীই কেমন অচেনা হয়ে ওঠে অভিশপ্ত রাতে। রমেশ মাঝি নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'সামান্য জল তো নয়। বিরাট জলরাশি। যে যার মতো করে বাঁচতে দৌঁড় লাগায়। যতদিন বেঁচে থাকব, এটা ভুলব না।'

> **নিশ্চিহ্ন গ্রাম**
>
> বামনডাঙ্গা বাগানের মডেল ভিলেজের ২০০ বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত
>
> ভেঙে গিয়েছে বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তার ওপর টানাটানি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড
>
> টন্ডু বস্তির শ-খানেক বাড়ি প্রায় নিশ্চিহ্ন
>
> হাজিপাড়ার ৩০-৩৫টি ঘরও ক্ষতিগ্রস্ত

ভেসে গিয়ে ওই গ্রাম থেকে মৃত্যু হয়েছে এতোয়ারি ওরাওঁয়ের। তাঁর মেয়ে ঢনি ওরাওঁ বলেন, 'সবার হইচইয়ের শব্দ কানে আসতেই ঘুম থেকে উঠতেই দেখি ঘরে এক কোমর জল। সবাইকে নিয়ে এরপর হাত ধরাধরি করে নিরাপদ স্থানে যাই। একটি গাছে আটকে যাই। ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারলেও মাকে খুঁজে পাইনি। পরদিন বাঁশঝাড় থেকে দেহ উদ্ধার হয়।' বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই মহিলা।

গাঠিয়ার ওপর টানাটানি সেতু পেরোলে টন্ডু বস্তি। অন্তত শ-খানেক বাড়ি ছিল সেখানে। সবই প্রায় নিশ্চিহ্ন। দীপক সাউ নামে এক স্থানীয় বলেন, 'নিজের ২০টি গোরু, ২৫টি ছাগল সহ শুয়োরের খোঁয়াড়, সবকিছুই ভেসে গিয়ে আমি নিঃস্ব।' শিলা মাঝি নামে এক মহিলা বলেন, কীভাবে ঘুরে দাঁড়াব জানা নেই। বিলো মাঝি, মণি ওরাওঁয়ের মতো বাসিন্দারাও থাকার ঠিকানা খুইয়ে আত্মীয়পরিজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। অলংকার সাউ নামে এক ট্র্যাক্টরচালক বলেন, বহু কষ্ট করে টাকা জমিয়ে নতুন বাড়ি বানিয়েছিলাম। গৃহপ্রবেশও হয়নি। গোটা গ্রামে একমাত্র আমার বাড়িরই কিছু অস্তিত্ব থাকলেও থাকার আর যোগ্য নয়।

টানাটানি সেতুর উলটোদিকে হাজিপাড়ার ৩০-৩৫টি ঘরও ক্ষতিগ্রস্ত। এখানেও সেই ফুলে ওঠা গাঠিয়ার আগ্রাসন। আবদুল হালিম নামে এক ক্ষতিগ্রস্ত এদিন ঘরের সমস্ত কিছু ভেজা জিনিসপত্র রোদে শুকোতে দিচ্ছিলেন। মহম্মদ ফিরোজ নামে আরেক ব্যক্তির কথায়, 'এমন বিপদ যেন শত্রুরও না হয়।' মহম্মদ ফিরোজ আলম বলছেন, 'গোরু বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ভেসে যাচ্ছিলাম। কীভাবে যে বেঁচেছি, ওপরওয়ালাই জানেন।'

ত্রাণ বিলি নিয়ে তর্জায় পদ্ম-ঘাসফুল

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ত্রাণ বিলি নিয়েও রাজনীতি! ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠিতে বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে শুরু হল তর্জা। বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন পঞ্চায়েত প্রধান।

শনিবার থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে রবিবার সকালে জলঢাকা নদীর মূল বাঁধ ভেঙে যায়। এরপরই বগরিবাড়ি, ঢুল্লাপাড়া এবং চরচরাবাড়িতে জল ঢুকতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়িঘর ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে ক্লাবের তালা ভেঙে আশ্রয় নেন। পরে অবশ্য প্রশাসনের তরফে দুর্গতদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় গধেয়ারকুঠি হাইস্কুলে। কয়েক জায়গায় আবার রেললাইনের ধারে তাঁবু তৈরি করে আশ্রয় নিয়েছেন বাসিন্দারা।

রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং উদয়ন গুহ এলাকা ঘুরে দেখার পর ত্রাণ নিয়ে শুরু হয় প্রশাসনিক তোড়জোড়। জেলা ও ব্লক প্রশাসনের তরফে ত্রিপল এবং খাবার পৌঁছে দেওয়া হয় বিপর্যস্ত এলাকায়। সমস্যার সূত্রপাত এরপরই। বিজেপির পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ধর্মনারায়ণ রায়। তাঁর অভিযোগ, 'বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি, এমন এলাকার মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, যাঁদের সত্যিকারের ত্রাণ দরকার, সেখানে সঠিকভাবে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না।'

তবে এই অভিযোগ মিথ্যা বলে পালটা দাবি পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় রায়ের। তিনি বলেন, 'নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়ায় তৃণমূল মিথ্যা অভিযোগ তুলছে। দাবিমতো ত্রাণ পায়নি। ছোট ছোট ইস্যুকে বড় করে রাজনীতি করা হচ্ছে।'

এদিকে ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায় সোমবার রাত পর্যন্ত গধেয়ারকুঠির বন্যাকবলিত এলাকায় থেকে দুর্গতদের সাহস জুগিয়েছেন। এ নিয়েও কটাক্ষ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য আগুন রায়ের কথায়, 'ভোটের কথা মাথায় রেখে তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করছে। মানুষকে দেখাচ্ছে তারা পাশে রয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্ব, সাংসদ এবং বিধায়কের ওপর হামলা চালাচ্ছে।' ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

কিশোরীর শ্লীলতাহানিতে ধৃত

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ৭ অক্টোবর : চিকিৎসা করাতে আসা কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক হাতুড়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি বানারহাট ব্লকের একটি গ্রামের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ বান্ধবীদের নিয়ে বছর চোদ্দোর এক কিশোরী এক হাতুড়ের কাছে যায়। অভিযোগ, চিকিৎসার নামে কিশোরীকে চেম্বারের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ব্যাড টাচ করে। ভয় পেয়ে কিশোরী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসে। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানালে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এরপর স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে কিশোরীর পরিবার হাতুড়ের কাছে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করতে যায়। কিন্তু হাতুড়ে কোনও সদুত্তর না দিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে উত্তমমধ্যম দিয়ে তাঁর ফার্মাসিতে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে আটকে রাখেন। খবর পেয়ে বানারহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

বানারহাট থানার আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। কিশোরীর পরিবারের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাওয়ায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।'

> অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। কিশোরীর পরিবারের তরফে তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পাওয়ায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।
>
> **বিরাজ মুখোপাধ্যায়**
> আইসি, বানারহাট থানা

কিশোরীর পরিবার অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়েছে। কিশোরীর এক আত্মীয় জানান, মেয়ে পেটব্যথা নিয়ে ওই হাতুড়ের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি চেম্বারের ভিতর নিয়ে গিয়ে কুকীর্তির চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে, এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল বেহাল হওয়ায় স্থানীয়রা বাধ্য হয়ে হাতুড়ের কাছে চিকিৎসা করাতে ছুটছেন। সেই সুযোগে ঘটছে নানা অপকর্ম। সরকারি বিধিকে উপেক্ষা করে গ্রামগঞ্জে গড়ে উঠছে এসব চেম্বার। এদের অনেকেরই লাইসেন্স পর্যন্ত নেই।

তবে অভিযুক্ত হাতুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। ওই সময় কিশোরীর সঙ্গে তার বান্ধবীরাও ছিল। এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সূর্য ডোবার পালা।। *কোচবিহারের হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ রায়।*

উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ক্রান্তির ভাণ্ডারী মন্দির

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৭ অক্টোবর : ডুয়ার্সের অন্যতম জনপ্রিয় মন্দির ক্রান্তির ভাণ্ডারী মন্দির। প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো এই মন্দিরের বাবা ভাণ্ডার দেব রাজবংশীদের কাছে জাগ্রত দেবতা। অথচ এই মন্দিরের উন্নতিতে প্রশাসন কিংবা সরকার, কাউকেই সেভাবে দেখা যায়নি। জল্পেশের পর লোকসমাগমের দিক থেকে চেকেন্দা ভাণ্ডারী মন্দিরের মেলা ডুয়ার্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা। কিন্তু বছরের একটা বড় সময় অযত্ন এবং অবহেলায় পড়ে থাকে এই মন্দির। মন্দির উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়নি পূর্বতন বাম কিংবা বর্তমান রাজ্য সরকার কেউই।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোট এলেই ভাণ্ডারী মন্দিরের মাঠটি রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই জায়গায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করে গিয়েছেন। সভা করেছেন বিজেপির হেভিওয়েট নেতারাও। কিন্তু মন্দিরের উন্নয়নে প্রশাসনের তরফে বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা না দেখায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

ক্রান্তি বাজারের অদূরেই রয়েছে মন্দিরটি। স্থানীয় বাসিন্দা যোগেন সরকারের অভিযোগ, 'ছোটবেলা থেকে যেমনটা দেখে আসছি, ঠিক তেমনই রয়েছে মন্দিরটি। একটুও উন্নত হয়নি। মন্দিরের চারপাশে সীমানা প্রাচীর নেই। বরং রয়েছে ঝোপঝাড় কিংবা আবর্জনা। দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই।'

চেকেন্দা ভাণ্ডারী মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি উঠেছে।

ময়নাগুড়ির জল্পেশ মন্দিরকে আধুনিকীকরণ করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তুলতে সরকার উদ্যোগী, কিন্তু তার সিকিভাগও ভাণ্ডার দেবের মন্দিরের কপালে জোটেনি। অথচ সরকারি উদ্যোগে পরিকাঠামোর সংস্কার করা গেলে অনায়াসে এটিও জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন ক্রান্তির মানুষই।

ক্রান্তির কল্যাণ রায়, কৈলাস রায়, দীনেশ রায়রা জানালেন, লক্ষ্মীপুজোর পর ভাণ্ডার দেবের এই মেলাকে কেন্দ্র করে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। ভাণ্ডার দেবের কাছে কিছু চাইলে সেই ইচ্ছাপূরণ হবেই বলে বিশ্বাস স্থানীয়দের। শুধু তাই নয়, মেলাতে কেউ দোকান দিলেও নাকি খালি হাতে ঘরে ফেরেন না। নিজেদের শুভদিনে তাই ক্রান্তি ব্লকের বহু মানুষ ভাণ্ডার দেবের মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় উন্নয়ন না হওয়ার নেপথ্যে জমিজটের কথা বললেন। তাঁর বক্তব্য, 'পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে ভাণ্ডার দেবের মন্দিরটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। বিষয়টি আমরা উর্ধ্বতন মহলেও জানিয়েছি। তবে জমিজটের কিছু সমস্যা রয়েছে।'

জমিজটের সমস্যাই যখন রয়েছে, তাহলে সেটা সমাধানে প্রশাসন উদ্যোগ কেন নিচ্ছে না, প্রশ্ন তুলল বিরোধীরা। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি কমলেন্দু দেবশর্মার কটাক্ষ, 'প্রতিবছর ভাণ্ডারীমেলা তৃণমূল নেতাদের মেলায় পরিণত হয়। অথচ জমিজটের সমস্যা কাটিয়ে মন্দির উন্নয়নে কেন উদ্যোগ নিতে পারলেন না তৃণমূলের নেতারা।'

বর্জ্য সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ

বেলাকোবা, ৭ অক্টোবর : যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ করা হল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা অঞ্চলে। এবার থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় জঞ্জাল ফেলার জন্য একটির ওপর একটি সিমেন্টের রিং গেঁথে আলাদাভাবে পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে দুটি জায়গা। এর মধ্যে একটিতে ফেলতে হবে পচনশীল, অন্যটিতে অপচনশীল বর্জ্য পদার্থ। ইতিমধ্যে বর্জ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই ধরনের রিং বসানো হয়েছে শারিয়াম প্রাইমারি স্কুল, বড়বাড়ি হাটখোলা, তেলিপাড়া জল ফ্যাক্টরির পাশে, বড়বাড়ি আইসিডিএস সেন্টার সহ একাধিক এলাকায়।

জেলা পরিষদ থেকে এই কাজে বরাত পেয়েছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনের কর্মকর্তা আলতাফ হোসেন জানান, বেলাকোবা অঞ্চলে মোট ১২৫টি এমন রিং বসানো হবে। ১১৬০টি

পরিবারে দুটি করে বালতি দেওয়া হয়েছে পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য দুটো বালতিতে রাখার জন্য। বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা রায় বলেন, 'দূষণমুক্ত করতে জেলা পরিষদের এই উদ্যোগ।'

প্রস্তুতি সভা

চালসা, ৭ অক্টোবর : নাগেশ্বরী চা বাগানের ময়দানে ১২ অক্টোবর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য মঙ্গলবার মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ির ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি প্রস্তুতি সভা হয়। তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি জানালেন, প্রস্তুতি সভার পাশাপাশি এদিন সাংগঠনিক আলোচনাও হয়েছে।

Lucky Coupon Draw-2025
Organised By :-
Patkata Colony Agrani Sangha O Pathagar
Draw Date-05/10/2025
1st Prize -3503,
2nd Prize-5347,
3rd Prize -7996
Consolation Prize -
Last 3 (Three) Digit- 289

বন্যা পরিস্থিতিতে জেলাজুড়ে শুধুই লোকসান

ব্যাপক ক্ষতির মুখে ক্ষুদ্র চা চাষ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৭ অক্টোবর : বন্যা পরিস্থিতির জেরে ময়নাগুড়ি ব্লকের ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিঘার পর বিঘা চা বাগান তলিয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ চা বাগানের পাতা পলিতে ঢেকেছে। অনেক জায়গায় চা বাগান জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। চা বাগানের ছায়াগাছ উপড়ে গিয়েছে। কোথাও জল দাঁড়িয়ে থাকায় গোটা চা বাগান নষ্ট হওয়ার মুখে। চা চাষিদের সংগঠন সূত্রে খবর, ময়নাগুড়ি ব্লকে প্রায় ২ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষির বাগান ক্ষতির মুখে। এর ফলে শুধু ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিকরা নয়, শ্রমিকরাও সমস্যায় পড়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের সাহায্য চাইছে। কনফেডারেশন অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'ময়নাগুড়ি ব্লকে ক্ষুদ্র চা চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই এলাকার অন্যতম মূল ভিত্তি ক্ষুদ্র চা বাগান। অবিলম্বে প্রশাসনের তরফে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সহযোগিতার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

টি বোর্ডের হিসেবের নিরিখে ময়নাগুড়ি ব্লকে ক্ষুদ্র চা চাষির সংখ্যা ৮ হাজার ৬৪৬ জন। গোটা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে এই ব্লকের ক্ষুদ্র চা বাগানে সবথেকে বেশি চা উৎপাদিত হয়। বন্যা পরিস্থিতির জেরে ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই, আমগুড়ি ও চূড়াভাণ্ডার- এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশি প্রভাব পড়েছে। চূড়াভাণ্ডারের ক্ষুদ্র চা চাষি অরবিন্দ রায়ের কথায়, 'আমার তিন বিঘা চা বাগানের পুরোটাই জলে ভর্তি। গাছ পুরোপুরি পলিতে ঢাকা। এভাবে বেশিদিন জলের নীচে থাকলে গাছের মৃত্যু অবধারিত। তখন ক্ষতি সামলানো আরও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।'

কোনও কোনও জায়গায় নদীর কয়েক টন আবর্জনা চা বাগানের আটকে আছে। কোথাও জলের স্রোতে ভেসে আসা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চা বাগান নষ্ট করেছে। কোথাও আবার নদীর গতি পরিবর্তন করে চা বাগান ভাসিয়ে নিয়েছে। জলঢাকা বাঁধের ওপর আশ্রয় নেওয়া জীবন সরকারের বক্তব্য, 'বাড়িঘর সব ভেসে গিয়েছে। চা বাগানের অধিকাংশ গাছ স্রোতে ভেঙে গিয়েছে। কীভাবে ক্ষতি সামাল দেব জানি না।'

আমগুড়ি, রামশাই, চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার যেসব স্থানে বন্যার জল ঢোকেনি, সেখানেও ক্ষুদ্র চা বাগানের চাষিরা সমস্যায় পড়ছেন। কারণ চা পাতা তোলার শ্রমিকের দেখা মিলছে না। রাস্তা, কালভার্ট ভেঙে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ায় চা পাতা কারখানায় নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান তথা জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায় কার্জির মন্তব্য, 'ময়নাগুড়ি ব্লকে ক্ষুদ্র চা চাষিদের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করে প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাব।'

ক্ষুদ্র চা বাগানে পলির আস্তরণ। -সংবাদচিত্র

সাহায্যের আর্জি

- ময়নাগুড়ি ব্লকে প্রায় ২ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষির বাগান ক্ষতির মুখে
- শুধু ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিকরা নয়, শ্রমিকরাও সমস্যায় পড়েছেন
- পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের সাহায্য চাইছে

বড় বাগানে ক্ষতি প্রায় ১২ কোটি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে ডুয়ার্স-তরাইয়ের ৯টি চা বাগানে প্রায় ১২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কারখানায় মজুত তৈরি চা থেকে শুরু করে চা গাছ, শেড ট্রি ও রাস্তাঘাট জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। এমনিতে চলতি বছর চায়ের উৎপাদন গত বছরের তুলনায় কম। তার ওপর ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতি হওয়ায় চা বাগানগুলির গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পরিস্থিতি। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে ক্ষতির কথা জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারকে চা বাগানগুলির পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছে। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, 'তরাই-ডুয়ার্সের চায়ে ১২ কোটি টাকার ক্ষতির একটা প্রাথমিক হিসেবে এসেছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় নদীভাঙনে ধীরে ধীরে চা বাগানগুলি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এখনই সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা না হলে আগামীতে আরও বেশি ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, চা বাগানের ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য একটি সমীক্ষা টিম তৈরি হোক। সেই টিমের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক।'

টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার প্রাথমিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ডুয়ার্স-তরাইয়ের বন্যা পরিস্থিতিতে ৯টি চা বাগান সব থেকে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার মেচপাড়া চা বাগান, জলপাইগুড়ি জেলার চ্যাংমারি, কুর্তি, নাগরাকাটা, মোরাঘাট, রিয়াবাড়ি ও কলাবাড়ি চা বাগান রয়েছে। এছাড়া দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত দাগাপুর ও মাটিগাড়া চা বাগানও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত।

অনাথ শেল্টার

প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ জেলা জলপাইগুড়ি। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা জলে যে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে, গত শনি ও রবিবারের ঘটনাতেই স্পষ্ট। জল নেমে গেলেও বিপর্যয়ের ক্ষত এখনও শুকিয়ে যায়নি। সাধারণ মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে সরকারি ত্রাণশিবির বা ফ্লাড শেলটারে। কেমন দশা সেই ফ্লাড শেলটারগুলির? আদৌ কি সেগুলি ব্যবহারযোগ্য? খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

ময়নাগুড়ি ব্লক

- **এলাকার নাম :** মাধবডাঙ্গা আলসিয়া মোড়ের ফ্লাড শেলটার
- **স্থাপিত :** ১৯৬৯ সালে

- **কী কী সুবিধা :** দোতলা ফ্লাড শেলটারে প্রায় ৫০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে কিছুই নেই সেখানে।
- **বর্ণনা :** বর্তমানে ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটি পুরোপুরি বেহাল হয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ভবনের বিভিন্ন অংশ থেকে সিমেন্টের আস্তরণ উঠে গিয়ে লোহার রড দেখা যাচ্ছে। ভবনের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে বড় গাছ। ফ্লাড শেলটার ভবনের অংশে সীমানা প্রাচীর না থাকায় দখল হচ্ছে জমি।
- শেষ ব্যবহার : তৈরির প্রথমদিকে সরকারি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হলেও, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে গোটা বিল্ডিংটি ব্যবহার করার পরিস্থিতিতে নেই।

- **এলাকার নাম :** ময়নাগুড়ি দক্ষিণ মৌয়ামারি ফ্লাড শেলটার
- **স্থাপিত :** ১৯৮২ সালে
- **কী কী সুবিধা :** একতলা, ৩০০০ লোকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে নেই।
- **বর্ণনা :** বেহাল দশায় রয়েছে ঝোপঝাড়ে ভরা। দরজা, জানলা কিছু নেই, সব চুরি হয়ে গিয়েছে। দেওয়ালে ফাটল রয়েছে। সীমানা প্রাচীর নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পানীয় জলের কল ছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
- **শেষ ব্যবহার :** আনুমানিক বছর ২৫ আগে শেষ ব্যবহার করা হয়েছিল।

ক্রান্তি ব্লক

- এলাকার নাম : উত্তর খালপাড়া ফ্লাড শেলটার
- স্থাপিত : ১৯৮১ সালে
- কী কী সুবিধা : দোতলা, ১০০০ লোকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে নেই।
- বর্ণনা : বেহাল দশায় রয়েছে, ঝোপঝাড়ে ভরা। দরজা, জানলা কিছু নেই। সব চুরি হয়ে গিয়েছে। আগাছা জন্মেছে গোটা ফ্লাড শেলটারজুড়ে। গোরু, ছাগলের আস্তানা। দেওয়ালে ফাটল রয়েছে। সীমানা প্রাচীর নেই। ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ নেই।
- শেষ ব্যবহার : তৈরি হওয়ার পর কোনওদিন ব্যবহারই করা হয়নি।

- **এলাকার নাম :** মৌলানি আদাবাড়ি ফ্লাড শেলটার
- **স্থাপিত :** ১৯৮৩ সালে
- **কী কী সুবিধা :** একতলা, ২০০০ লোকের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই।
- **বর্ণনা :** বেহাল দশায় রয়েছে। বর্তমানে স্থানীয়রা সেখানে গবাদিপশু থেকে শুরু করে নিজেদের জ্বালানির কাঠ রাখেন। দরজা, জানলা সব চুরি হয়ে গিয়েছে। আগাছা জন্মেছে গোটা ফ্লাড শেলটারজুড়ে। সীমানা প্রাচীর নেই। ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।
- **শেষ ব্যবহার :** আনুমানিক বছর ২৫ আগে শেষ ব্যবহার করা হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি সদর

- **এলাকার নাম :** সেনপাড়া বাঁধ ফ্লাড শেলটার
- **স্থাপিত :** ২০১৫ সাল
- **কী কী সুবিধা :** দোতলা ফ্লাড শেলটারে প্রায় ৫০০ মানুষ থাকতে পারবেন। পানীয় জল এবং শৌচালয় রয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। প্রয়োজনের সময় অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়।
- **বর্ণনা :** সারাবছর যেহেতু ব্যবহার হয় না সেকারণে অপরিচ্ছন্ন থাকে। তবে জানলা, দরজা সবই ঠিকঠাক রয়েছে। তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে।
- **শেষ ব্যবহার :** চলতি বছর সুকান্তপল্লিতে তিস্তার জল ঢোকার পর সেখানে ত্রাণশিবির করা হয়েছে। পুরসভার তরফে ফ্লাড শেলটারে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

- এলাকার নাম : ২৫ নম্বর ওয়ার্ড ফ্লাড শেলটার
- স্থাপিত : ২০১৫ সাল
- কী কী সুবিধা : দোতলা ফ্লাড শেলটারে প্রায় ৫০০ মানুষ থাকতে পারবেন। পানীয় জল এবং শৌচালয় রয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। প্রয়োজনের সময় অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়।
- বর্ণনা : সারাবছর তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে।
- শেষ ব্যবহার : ২০২৪ সালে পরেশ মিত্র কলোনি এলাকায় করলার জলে প্লাবিত হওয়ায় ফ্লাড শেলটারটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

মাল ও ধূপগুড়ি ব্লক

মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি ও বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আক্ষরিক অর্থে ফ্লাড শেলটার বলতে কিছুই নেই। যা আছে সেটা হল মেক শিফট (অস্থায়ী) শিবির। প্রয়োজনে কোনও প্রাথমিক স্কুল অথবা কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কিছুদিনের জন্য বন্যাদুর্গতদের আশ্রয় শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়। যেমনটি করা হয়েছিল টটগাঁওতে। এলেনবাড়ি প্রাথমিক স্কুলে অস্থায়ী শিবির করে টটগাঁওয়ের দুর্গতদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই মুহূর্তে শিবিরে একজনও নেই। কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণ কান্তদিঘি নলবাড়ি অস্থায়ী ত্রাণশিবির করা হয়েছিল। একদিনে ২৫টি পরিবারকে কান্তদিঘি কুমারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয়েছিল। নথিপত্র হারানোর কোনও অভিযোগ নেই।

নির্দিষ্টভাবে ধূপগুড়িতে ফ্লাড শেলটার নেই। বন্যাকবলিতদের উদ্ধার করে প্রায়ই বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবগুলিকেই বেছে সেখানে রাখা হয়। এবারে যেমন গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবাড়ি, ঢুল্লাপাড়া ও চরচরাবাড়ির বন্যার্তদের উদ্ধার করে গধেয়ারকুঠি হাইস্কুলে আশ্রয় দেওয়া হয়। একইভাবে ফ্লাড শেলটার না থাকায় দ্বিতল ভবনের স্কুলগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়। গধেয়ারকুঠি হাইস্কুলে বিদ্যুৎ নিয়ে এবার সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

পরিদর্শনে শুভঙ্কর

নাগরাকাটা, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার বন্যা বিপর্যস্ত নাগরাকাটার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। এদিন তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান। তিনি বলেন, 'আর কত মানুষের মৃত্যু হলে উত্তরবঙ্গের বন্যাকে জাতীয় বিপর্যয় বলে ঘোষণা করা হবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সরকার সেটা স্পষ্ট করুক।' বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি দ্রুত সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানান। ত্রাণ বিলির ক্ষেত্রে যাতে রাজনৈতিক রং প্রাধান্য না পায়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যাপারে এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মৃতদের পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন। সমস্ত ক্ষতি মূল্যায়ন করে স্পেশাল প্যাকেজ এর ব্যবস্থা করা হোক।'

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এদিন নাগরাকাটার ক্ষতিগ্রস্ত কূর্তিঝোরা নদীর সেতু পরিদর্শন করেন। কথা বলেন সুভাষপল্লির বন্যাদুর্গতদের সঙ্গে। অশোক মিত্র নামে এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী শুভঙ্করকে বলেন, 'সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ এখনও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসেনি।'

কাজ শুরু

চালসা, ৭ অক্টোবর : রবিবার থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় অনেকটাই জল কমেছে নেওড়া নদীতে। তবে ভাঙন অব্যাহত। আতঙ্ক কাটেনি নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের। নদীভাঙন রোধে আর্থমুভার লাগিয়ে নেওড়া নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। মঙ্গলবার সকাল থেকেই নেওড়া নদীতে দুটি আর্থমুভার লাগিয়ে ওই কাজ শুরু করা হয়। ভাঙন রোধে সেচ বিভাগের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সেখানকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দা হাবিবুল ইসলাম বলেন, 'যেভাবে নেওড়া নদীর ভাঙন হচ্ছিল তাতে আমরা আতঙ্কিত ছিলাম। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়েছে। এতে কিছুটা হলেও খুশি আমরা।'

কুয়োয় জমেছে পলি, ভেঙেছে টিউবওয়েল

পানীয় জলের তীব্র সংকট ডুয়ার্সে

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৭ অক্টোবর : ডুয়ার্সে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই পানীয় জলের সমস্যা প্রকট হয়েছে। জলের তোড়ে যেমন সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিছু এলাকার টিউবওয়েল, তেমনই কোথাও প্লাবনের জল এবং পলিতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাড়ির কুয়ো। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) ট্যাংকের জল এবং পাউচ দিয়ে আপাতত মিটছে তেষ্টা। তবে পরবর্তীতে কীভাবে পানীয় জল মিলবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় বন্যাকবলিতরা।

অন্যদিকে, এলাকায় পানীয় জলের যে উৎসগুলো এখনও অক্ষত, সেগুলোর ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। জলবাহিত রোগে যাতে মানুষ আক্রান্ত না হয়ে পড়েন, সেজন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে হ্যালোজেন ট্যাবলেট জলে মিশিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন কর্তারা। স্বাস্থ্যকর্মীরা এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষকে হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিলি করছেন। জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার সোমনাথ চৌধুরী বলেন, 'আমরা নাগরাকাটা সহ ডুয়ার্সের বন্যাকবলিত এলাকায় প্রায় ২০টি ট্যাংক থেকে নিয়মিতভাবে জল সরবরাহ করছি। এছাড়াও যেখানে রাস্তা খারাপের জন্য জলের ট্যাংক নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে জলের পাউচ সরবরাহ করছি। জেলা প্রশাসনের নির্দেশমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।' অন্যদিকে, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'জলবাহিত পেটের রোগের এখনও সেভাবে দেখা যায়নি। তবে আমরা সতর্ক রয়েছি। স্বাস্থ্যকর্মীদের হ্যালোজেন ট্যাবলেট দেওয়া রয়েছে। সাধারণ মানুষকে এক লিটার জলে একটি হ্যালোজেন ট্যাবলেট মিশিয়ে খাবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

শনিবার রাতে অতিবৃষ্টির ফলে ফুলেফেঁপে ওঠে তিস্তা, জলঢাকা, ডায়না সহ একাধিক নদী। এই নদীর জলে প্লাবিত হয় নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, বানারহাট, ময়নাগুড়ি সহ একাধিক ব্লক। অতিবৃষ্টির কারণে মৃত্যুও হয় কয়েকজনের। গৃহহীন কয়েক হাজার মানুষ। কিন্তু পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হতে প্রশাসনের ত্রাণশিবির থেকে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন তাঁরা। সেখানে ফিরে পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন সাধারণ মানুষ। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই তারাবাড়ির বাসিন্দা দীনেশ সরকার বলেন, 'আমার বাড়ির কুয়ো জলের তলায় চলে গিয়েছিল। এখন বাড়ি ফিরে দেখছি কুয়ো পলি দিয়ে ভরে গিয়েছে। এখন সরকার থেকে গ্রামে জল দিচ্ছে। কিন্তু জল দেওয়া বন্ধ হলে তারপর কীভাবে জল পাব, জানি না। খাটেরবাড়ির রমণী রায়ের বাড়ির উঠোনে থাকা টিউবওয়েলটা জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে। রমণী বলেন, আমাদের পানীয় জলের একমাত্র ভরসা ছিল টিউবওয়েলটি। বাড়ি ফিরে দেখছি সেটি ভেঙে পড়ে রয়েছে।

অন্যদিকে, কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল লাগোয়া এলাকায় পিএইচই-র জল ট্যাংকে তোলা যাচ্ছে না। ফলে আমগুড়ি ও চূড়াভাণ্ডার এলাকার বড় অংশে পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। ধূপগুড়ির বগরিবাড়ি, ঢুল্লাপাড়া ও চরচরাবাড়ির অনেকে বাড়ি ছেড়ে হাইস্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। এই তিনটি গ্রামে পানীয় জলের সংকট। যাঁরা এখনও বাড়িতে রয়েছেন, তাঁরা পানীয় জলসংকটে ভুগছেন।

নাগরাকাটায় পানীয় জলের সংকট তীব্র। কুয়ো, টিউবওয়েল থাকলেও সেগুলির জল যে আপাতত ব্যবহারযোগ্য নয়, এমনটাই জানাচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহল। তাই জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর বামনডাঙ্গা, টন্ডু, খয়েরবাড়ি, ঘাসমারি, ছাড়টন্ডু বস্তি, পাটোয়ারিপাড়ার মতো নানা গ্রামে জলের পাউচ বিলি করছে।

ছবি : প্রতীকী

বাড়ছে উদ্বেগ

- ত্রাণশিবির থেকে বাড়ি ফিরতেই জলসংকট
- জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েল
- কোথাও বন্যার জলে এবং পলিতে বন্ধ হয়েছে বাড়ির কুয়ো
- কিছু জায়গায় ট্যাংক থেকে জল দিচ্ছে পিএইচই, কোথাও জলের পাউচ বিলি
- পেটের রোগ থেকে বাঁচতে হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিলি

চলছে টহলদারি

ধূপগুড়ি, ৭ অক্টোবর : বন্যা পরিস্থিতি হলেও বর্তমানে কিছুটা জল নেমেছে। মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য জানান, রবিবার থেকে একটানা মোরাঘাট রেঞ্জ ও বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা ধূপগুড়ি, নাথুয়া, জলঢাকা এলাকাতেও টহলদারি চালাচ্ছেন।

দুর্ভোগের ক্ষত সারানোর আর্জি

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ৭ অক্টোবর : ডুয়ার্সে দুর্যোগ কাটলেও দুর্ভোগ মেটেনি। ভারী বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। আংরাভাসার জলে বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা, জ্যোতির্ময় কলোনি জলে প্লাবিত হয়েছিল। জল নেমে গেলেও সাপ সহ বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। প্রবল স্রোতে গয়েরকাটা-বীরপাড়া এশিয়ান হাইওয়ের ওপর থাকা আংরাভাসার দু'ধারের গার্ডওয়াল ভেসে গিয়েছে। সেতুর ওপরের অংশে ফাটল ধরেছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে বাসিন্দাদের আশঙ্কা।

সমস্যা মেটাতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসন অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রশাসন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। আমরা প্রত্যেকেই দুর্গতদের পাশে রয়েছি।'

সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিয়াঝোরা এলাকায় হাতিনালার জলে এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাশিয়াঝোরার বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। প্রধানপাড়া, রায়পাড়া যাওয়ার রাস্তা বেশ কয়েকটি জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। পলি পড়ে প্রায় সাত বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা রফিক আলি বলেন, 'প্রতি বছরই বন্যা পরিস্থিতিতে এই এলাকার বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েন। আমাদের খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই। কেউ আমাদের খোঁজ নিতে আসেননি।'

অন্যদিকে, শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিয়ালি, ফটকটারি এলাকায় জল নেমে যেতেই বাসিন্দারা ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরা শুরু করেছেন। প্রকৃতির রোষে এখানে রাস্তাঘাট ভেঙেছে। গবাদিপশু ভেসে গিয়েছে। তাও সব মেনে নিয়ে এলাকা ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। এখানকার বাসিন্দা দীনেশ বর্মন বললেন, 'এই এলাকায় এমন বন্যা আগে কখনও দেখা যায়নি। ভাগ্য ভালো যে দিনের বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। নইলে আরও বড় সমস্যা হত।' ফের যাতে এমন ঘটনা না ঘটে সেজন্য বাসিন্দারা দিনরাত এক করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে চলেছেন।

ক্ষতের খতিয়ান

- গয়েরকাটা-বীরপাড়া এশিয়ান হাইওয়ের ওপর থাকা আংরাভাসার দুই ধারের গার্ডওয়াল ভেসে গিয়েছে
- কাশিয়াঝোরা এলাকায় হাতিনালার জলে এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কাশিয়াঝোরার বাঁধে ফাটল
- প্রধানপাড়া, রায়পাড়া যাওয়ার রাস্তা কয়েক জায়গায় ভেঙেছে, পলি পড়ে প্রায় সাত বিঘা জমির ধান নষ্ট

ময়নাগুড়িতে অমিল মাটি, চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৭ অক্টোবর : বন্যা পরিস্থিতির জেরে মিলছে না প্রতিমা তৈরির মাটি। সমস্যায় জেরবার ময়নাগুড়ির মৃৎশিল্পীরা। কালী প্রতিমা তৈরি করতে রীতিমতো হিমসিম অবস্থা মৃৎশিল্পীদের। দুর্গাপুজোর আগে যার ঘরে যতটুকু মাটি মজুত ছিল তাতেই চলছে কাজ। নতুন করে মাটি মিলবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। মাটি সরবরাহকারীদের খোঁজও মিলছে না।

ময়নাগুড়ি শহরে প্রতিমা তৈরির জন্য মাটি আসত রামশাই এলাকার কালামাটি, আমগুড়ি এবং সিঙ্গিমারি থেকে। সমস্তটাই এখন জলের তলায়। দুর্গাপুজো পরবর্তী সময়ে কালী প্রতিমা তৈরির মাটি আসত কুমোরটুলিতে। মাটি সরবরাহকারীই সেই মাটি নিয়ে আসতেন ভ্যানরিকশা বা পিকআপ ভ্যানে।

প্রবীণ মৃৎশিল্পী সুধীরচন্দ্র পাল শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড দেবীনগরপাড়ার বাসিন্দা। বাড়িতেই তাঁর প্রতিমা তৈরির কারখানা। মাটির সংকট নিয়ে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'কালী প্রতিমা গড়ার মাটি নেই। দুর্গাপুজোর আগে যতটুকু মাটি নিয়েছিলাম তার কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে। তা দিয়ে মুখ আর আঙুল গড়া যাবে। সব জায়গায় জল জমে রয়েছে। আগে কখনও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি।' আরেক মৃৎশিল্পী বুলেট রায় বললেন, 'দুর্গাপুজোর পরেই আমরা কালী প্রতিমার মাটি নিয়ে আসি। এবার পুজোর শেষদিকে বৃষ্টি শুরু হয়। সমস্ত মাটির জায়গায় জল জমে রয়েছে। কিছুটা মাটি সংগ্রহে ছিল বলেই রক্ষা।' একই সমস্যায় পড়ছেন মৃৎশিল্পী বলরাম পাল, নারায়ণ সেনগুপ্ত ও বিকাশ রায়ও। মাটি সংকট নিয়ে বিকাশের বক্তব্য, 'এদিকে মাটি না পাওয়ায় ফালাকাটায় শ্বশুরবাড়ি থেকে মাটি নিয়ে এসেছি। এবার এগারোটি কালী প্রতিমার বায়না হয়েছে।' ভ্যানরিকশায় নিজের জমি থেকে মাটি সরবরাহ করেন ঝাঝাঙ্গির স্বপন মণ্ডল। তিনি জানালেন, যেখান থেকে তিনি মাটি আনেন সেখানে এখন জল জমে গিয়েছে।

শুধু মাটিই নয়, খড়ের আঁটি এক একটির দাম তিন টাকা থেকে বেড়ে ছয় টাকা হয়েছে। তেমনি সুতলির দাম প্রতি কেজি একশো তিরিশ টাকা থেকে বেড়ে একশো পঁয়ষট্টি টাকা হয়েছে।

বাড়তি দাম দিয়েও মিলছে না প্রতিমা তৈরির মাটি। ময়নাগুড়িতে।

মেট্রো বিভ্রাট

ফের বিভ্রাট মেট্রোয়। দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়ার মাঝে মঙ্গলবার সকালে থমকে যায় পরিষেবা। এক ঘণ্টার পর স্বাভাবিক হয়। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকেও পরিষেবায় সমস্যা হয়েছে।

খুদের নালিশ

ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় মায়ের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে কান্দি থানার পুলিশের কাছে নালিশ জানাল ৯ বছরের মেয়ে। শেষপর্যন্ত তার অভিমান ভাঙিয়ে বাড়ি ফেরায় পুলিশ।

নিয়োগ শুরু

আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ফর্ম ফিলআপ। ১৩৪২১টি শূন্যপদ রয়েছে। আগেই জারি হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর হামলার প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কলকাতার কাশীপুর থানার হাতে গ্রেপ্তার ১৪ বিজেপি কর্মী। গড়িয়াহাটে বিক্ষোভ দেখাল দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি।

বিদায়... *মঙ্গলবার কলকাতায় লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জনের ছবিটি তুলেছেন রাজীব মণ্ডল।*

এনআইএ তদন্তের দাবি

৩৫৬'র দিকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই, বলছে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : নাগরাকাটার পর কুমারগ্রাম। সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে গুরুতর জখম হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তা করা হয় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাওয়ের ওপর হামলা হল একই ধাঁচে। দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলায় এনআইএ তদন্তের দাবি করেছে বিজেপি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা আরও একদফা সুর চড়িয়ে বলেছেন, 'ভোটের আগে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে তৃণমূল।'

সোমবার নাগরাকাটার ঘটনার পর এদিন উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি ও ত্রাণবণ্টন নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসে বিজেপি। সেই বৈঠক চলাকালীনই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর ফোন আসে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কাছে। নাগরাকাটায় দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হওয়া সাংসদ খগেন মুর্মুর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাজনাথ। ইতিমধ্যেই কুমারগ্রামের দলীয় বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের ওপর হামলার খবর এসে পৌঁছোয় কলকাতায় রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শমীক বলেন, 'বারবার এই ঘটনা চলতে পারে না। কেউ যদি মনে করে থাকেন কোনও সাংসদকে আক্রমণ করে, রক্তাক্ত করে বিজেপিকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যাবে, তাহলে তাঁরা ভুল করছেন।' হামলার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অপরাধীদের কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যারা গতকাল এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা যদি পাতালেও থাকে, কেন্দ্রের সরকার তাদের পাতাল থেকে টেনে এনে শাস্তি দেবে।'

সম্প্রতি রাজ্যে এসআইআর হতে দেব না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ভেস্তে যেতে পারে এমন আশঙ্কা করে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির জন্য কমিশনের কাছে দরবার করেছিল বিজেপি। এবার ত্রাণবণ্টনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে ৩৫৬ ধারা জারি করা দরকার বলেই মনে করছে বিজেপি।

> আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূল।
>
> **রাহুল সিনহা**

প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা দলের সাংসদ, বিধায়কদের ওপর উপর্যুপরি হামলার ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা জানি, এই সরকারকে ক্ষমতায় রেখে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। কিন্তু ত্রাণবণ্টন করতে গিয়েও যদি সাংসদ, বিধায়কদের হামলার মুখে পড়তে হয়, তাহলে ভোটের সময় কী হবে? আমার তো মনে হচ্ছে ৩৫৬ ধারা জারির দিকে রাজ্যকে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূলই।'

সাংসদ হামলার অভিযোগ পেয়ে এদিনই রাজ্যের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন লোকসভার স্পিকার। ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, রাজ্যের কাছে তা জানতে চেয়েছে জাতীয় এসসি-এসটি কমিশন। সোমবার রাতে নাগরাকাটার ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাতে দলের কর্মীদের ক্ষোভ মেটেনি। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের থেকে ক্ষোভের অভিমুখ ঘুরে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-র দিকে। বিজেপির সমাজমাধ্যমের একাধিক গ্রুপে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। দলের নীচুতলার কর্মীরা সরাসরি শীর্ষনেতৃত্বের কাছে জানতে চেয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা কি শুধু ঘটনার নিন্দা করেই ক্ষান্ত হবেন, রাজ্যের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে কবে দেখব?' দলের একাংশের মতে, নীচুতলার এই ক্ষোভে মলম দিতেই এনআইএ তদন্ত বা রাষ্ট্রপতি শাসনের তোপ দেগে কর্মীদের আশ্বস্ত করতে চাইছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

এসআইআর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে সব জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করবেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। জাতীয় কমিশনের ৫ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলে জ্ঞানেশ ছাড়াও আছেন কমিশনের অন্যতম ডিজি (আইটি) সীমা খান্না। জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য উত্তরবঙ্গের জেলা শাসক ও নির্বাচন আধিকারিকদের এই বৈঠক থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের শেষে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে তাঁরা যোগ দেবেন।

সব ঠিকঠাক থাকলে দেওয়ালির পরই বাংলা সহ বাকি রাজ্যে এসআইআর শুরুর ঘোষণা করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি সেরে ফেলতে সব জেলার নির্বাচনি আধিকারিকদের ৩০ সেপ্টেম্বর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা যায়নি। তবে খবর, অধিকাংশ জেলাই এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত। সেটা খতিয়ে দেখতে এসেছেন জ্ঞানেশ ভারতী।

এসআইআর-এর প্রস্তুতির শুরুতেই ম্যাপিংকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জেলায় জেলায় এই দুই তালিকা মিলিয়ে ম্যাপিংয়ের কাজ চূড়ান্ত করা চলছে। বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে জেলা নির্বাচনি আধিকারিক ও অন্যান্য নির্বাচনি আধিকারিকদের কাছে এই বিষয়েই নির্দিষ্টভাবে জানতে চাইবে কমিশন। এই বৈঠকের পর রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার এসআইআর-এর কাজ দেখতে যাওয়ার কথা কমিশনের প্রতিনিধি দলের। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে এখানেই কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল ৪ আধিকারিকের বিরুদ্ধে।

রাজারহাট জেলা পরিষদ ভবনে এই বৈঠকে দুই বিধানসভার ইআরও, এইআরওদের সঙ্গে বৈঠক করবেন জ্ঞানেশ। থাকবেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক এবং সিইও। দ্বিতীয় বৈঠকটি হবে বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসকের দপ্তরে। পরের দিন কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রামের এসআইআর-এর প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তাঁরা।

শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : শিক্ষাকর্মী নিয়োগে গতি আনতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। রাজ্য সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের আবেদন গ্রহণ শুরু হবে পুজোর ছুটির পরই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অনলাইনে এই আবেদন গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

মাসিক ভাতা থেকে শিক্ষাকর্মীরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, তাই তাঁদের শীঘ্র সুরাহার জন্য ব্যবস্থা নিতে চাইছে এসএসসি। যদিও শিক্ষাকর্মীদের পুনর্নিয়োগের বিষয়ে আদালত কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা এখনও নির্ধারণ করে দেয়নি। চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মী অমিত মণ্ডলের ক্ষোভ, শিক্ষকদের জন্য সরকার এত তৎপরতা দেখাচ্ছে, এদিকে শিক্ষাকর্মীদের দিকে তাদের কোনও নজর নেই। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, পুজোর ছুটি শেষে ৭ অক্টোবর অফিস খুললে শিক্ষাকর্মীদের সরকার অনুমোদিত স্কুলগুলিতে পুনর্নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। সেখানে অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার বিস্তারিত সময়সূচিও উল্লেখ করা হবে। সম্প্রতি এসএসসি মারফত চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নোটিফিকেশন ও 'অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেই আশ্বাসের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন চাকরিহারারা। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে তাঁদের। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের কথা থাকলেও বিভিন্ন জটিলতায় তা তখন স্থগিত হয়ে যায়। তাছাড়াও শিক্ষাকর্মীদের ভাতা দেওয়ার বিষয়ে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। সমস্ত জট কাটিয়ে নির্বিঘ্নে পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়া এবারও সম্ভব হবে কি না, সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীরা।

স্নেহের ছোঁয়া... *মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।*

শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ বঙ্গে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাস্তাঘাটে যতই বিজ্ঞাপন পড়ুক 'গোপনে মদ ছাড়ান', সুরারসিকদের তাতে থোড়াই কেয়ার। জীবনের দুঃখ বা আনন্দ মদের গ্লাসে ডোবানোতেই তাঁদের যত সুখ। আর যদি তাতে ব্যাঘাত ঘটে, তখন বলে বসেন, 'একটু মদ খাব না আমরা, খাবনা আমরা একটু মদ।'

সারা বছর এর প্রভাব অর্থনীতিতে বিশেষ দেখা না গেলেও পুজোয় ঠিক জানান দেয়। তার ফলাফল শরতে সুরায় লক্ষ্মীলাভ রাজ্যের। পুজোর চারদিনে প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মদ বিক্রির রেকর্ড করেছে রাজ্য। আর তাতেই ভাঁড়ার ভরেছে রাজ্য আবগারি দপ্তরের। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর। মদ বিক্রির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। এখানে প্রায় ৩৪ কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে।

মদ বিক্রি দেড়শো কোটির

উৎসবের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবারই রেকর্ড অঙ্কের মদ বিক্রি হয়। এবছর দশমী ও গান্ধি জয়ন্তী একই দিনে থাকায় ড্রাই ডে পালিত হয়েছে। মদের দোকান বন্ধ ছিল। ফলে ষষ্ঠী থেকে নবমীর হিসেব অনুযায়ী এবারে বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর বেশ কয়েক বছর ধরে মদ বিক্রিতে টেক্কা দিচ্ছে অন্য জেলাগুলিকে। পুজোতেও তা ছাপিয়ে গিয়েছে। ওই জেলার আবগারি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি মদকে টেক্কা দিয়েছে দেশীয় মদ। আইএমএফএল বা এদেশে তৈরি বিলিতি মদ বিক্রি হয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫১০ লিটার, এফএল বা বিদেশি মদ বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৬ লিটার, বিয়ার বিক্রি হয়েছে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২০৫ লিটার।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দিঘা, তাজপুর, মন্দারমণি, শংকরপুরের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলি থাকায় সারা বছরই পূর্ব মেদিনীপুরে মদ বিক্রির পরিমাণ বেশি থাকে। পুজোয় অনেকেই শহরের ভিড় এড়িয়ে সমুদ্র সৈকতে যান। ফলে রেকর্ড গড়েছে ওই জেলা। তবে এখনও উৎসবের মরশুম বাকি রয়েছে। ফলে সমস্ত জেলা মিলিয়ে মদ বিক্রির পরিমাণ আরও অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে আবগারি দপ্তর। গত বছর মদ থেকে প্রায় ১৪৮ কোটি টাকা আয় হয়েছিল। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে এক লাফে ২০ শতাংশ মদের ব্যবসা বেড়েছিল।

খগেন মুর্মুকে মারধরের ঘটনায় রামপুরহাটে বিজেপির টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

দাম্পত্যকলহে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে নির্দেশিকা

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদে সন্তানকে অনেক সময় শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার করেন বাবা-মা। এবার সন্তানের মানসিক বিকাশ, নিরাপত্তা ও অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রথম কোনও মামলায় সন্তানের অভিভাবকত্ব ও তার হেপাজতের বিষয় নিয়ে গাইডলাইন মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। অনেক সময় বাবা-মায়ের দাম্পত্য লড়াইয়ে বা বিবাহবিচ্ছেদের সময় সন্তানের হেপাজত, তার নিরাপত্তা, অভিভাবকত্ব নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়।

এই বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ২০২১ সালে মামলা করেছিলেন রাতুল রায়। পরে এই মামলায় আরও একটি সংগঠনও যুক্ত হয়। সেই মামলাতেই আদালত সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, 'চাইল্ড অ্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন ও প্যারেন্টিং প্ল্যান ২০২৫' নামক নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। হাইকোর্টের

রেজিস্ট্রার জেনারেল রাজ্যের জেলা আদালতগুলিতে ও বিচারকদের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠাবেন। হাইকোর্টের ওয়েবসাইটেও এই নির্দেশিকা প্রকাশ করতে হবে।

আবেদনকারীদের দাবি ছিল, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তৈরি নির্দেশিকা অবলম্বন করে গাইডলাইন তৈরি করা হোক। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব হাইকোর্টের রুল মেকিং কমিটিকে বিষয়টি বিবেচনা করে নির্দেশিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে ওই কমিটি খসড়া নির্দেশিকা পেশ করে। এই নির্দেশিকা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাতে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে, মামলা চলাকালীন সন্তানদের দেখভালের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা, মামলার নিষ্পত্তির পর অভিভাবকদের ভূমিকা, সন্তান ও মা-বাবার মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন, দীর্ঘ দূরত্ব ও স্বল্প দূরত্বে থাকা অভিভাবকদের ভূমিকা, আদালত নিযুক্ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা সহ আরও নানা বিষয়। রুল মেকিং কমিটির পর্যবেক্ষণ, 'বাবা-মায়ের লড়াইয়ে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানেরা। একজন শিশুর সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বাবা-মা ও পরিবারের ভালোবাসা। দাম্পত্য কলহ থেকে সন্তানদের রক্ষা করতে ও বেড়ে উঠতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেওয়া এবং অভিভাবকত্বের সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা জরুরি।'

ডিজির কাছে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটায় মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় তপশিলি উপজাতি কমিশন। রাজ্য পুলিশের ডিজি ও জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের কাছে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

সোমবার নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দুষ্কৃতী হামলায় আক্রান্ত হন সাংসদ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও। তিনিও রেহাই পাননি। আহত বিজেপি সাংসদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে কমিশন জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। সংবিধানের ৩৩৮এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে উত্তর না এলে কমিশন তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।

উপাচার্য নিয়ে এখনও সংশয় বঙ্গে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে দাঁড়ি টানল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার রাজ্যের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে আদালত অনুমতি দিলেও জট এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বিষয়টি ঘিরে সংশয় রয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি বুক বাঁধছে নতুন দাবি-দাওয়া নিয়ে, তার পাশাপাশি উপাচার্য মহলে চলছে জোর চর্চা। তাদের একাংশের মত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনামা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই খবরের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন যে সমস্যাগুলি দানা বেঁধেছে, তা আদৌ কতটা সমাধান হবে, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সংকেত মিললেও স্থায়ী উপাচার্যদের চূড়ান্ত নিয়োগপত্র দেবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সম্পূর্ণ মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় উপাচার্য নিয়োগে এখনও সম্পূর্ণ জট কাটেনি বলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে শিক্ষামহলের একাংশ। প্রায় দু'বছর স্থায়ী উপাচার্যহীন কাটিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে এবার স্থায়ী উপাচার্য পদে দায়িত্ব সামলানো কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের? তাঁর উত্তর, '৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ও শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত থেকেছি। ফলে ক্যাম্পাস আমার দ্বিতীয় বাড়ি। স্থায়ী উপাচার্য না থাকায় একাধিক উত্থানপতনের সাক্ষী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ফলে যে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনব। নিজস্বতাকে বজায় রেখে প্রতিটি সমস্যাকে আলাদাভাবে বিচার করে ক্যাম্পাসকে সর্বসেরা করে তোলার অঙ্গীকার নিচ্ছি।' তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত দের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশিকাই হাতে আসেনি, তাই উপাচার্য বদলের খবর নিয়ে হইচই করার এখনও কোনও মানে হয় না। গত ১৯ অগাস্ট উপাচার্য নিয়োগের ইন্টারভিউ হওয়ার পরের দিনই আমার কাছে আশুতোষ ঘোষের নামে চিঠি আসে। এটা কীভাবে সম্ভব? ইন্টারভিউয়ের পর নতুন উপাচার্য নিয়োগের দীর্ঘ প্রক্রিয়া থাকে। তাহলে একটি বেসরকারি সংস্থার তরফে আমার কাছে ২০ অগাস্ট আশুতোষের উদ্দেশে চিঠি এল কেন? রাজ্যপালকে তখনই অভিযোগ জানিয়েছিলাম।'

এছাড়াও বিশ্ববাংলা, সাধু রামচাঁদ, গৌড়বঙ্গ, কাজী নজরুল ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়েও স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সবুজ সংকেত মিলেছে বলে সূত্রের খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধেছে, তা নতুন উপাচার্যরা সমাধান করতে পারবে বলে ইতিমধ্যেই আশা দেখছেন পড়ুয়ারা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই লোকাল কমিটির সভাপতি রাসেল পারভেজের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ইসি মিটিংয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। নতুন উপাচার্যকে সেদিকে নজর রাখার দাবি জানাব। এছাড়াও ছাত্র, কর্তৃপক্ষ ও সরকার পক্ষের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সমস্যা নিয়ে আমরা সেখানে কথা বলতে পারি।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক অমিত কুমার ঘোষের দাবি, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাদাগিরি যেন কড়া হাতে দমন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্যাম্পাসে নিজস্ব প্রিন্টিং মেশিন, জেরক্স মেশিন নিয়মিতভাবে চালু করার পাশাপাশি ছাত্রদের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হোক।'

পরিবার, কর্মক্ষেত্রে বাড়ছে পুরুষ নির্যাতন

রিমি শীল

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ঘটনা এক: সদ্য একবছর হল বিয়ে করেছেন। অথচ পুরুষসঙ্গীকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকতেন স্ত্রী। নিজের বাড়িতেই একপ্রকার তৃতীয় পক্ষ হয়ে উঠেছেন স্বামী। ঘটনা দুই: বীরভূমের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অসীম চক্রবর্তী (নাম পরিবর্তিত)। তাঁর বাবার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন অসীমের স্ত্রী। অপমানে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধ। এরকম প্রচুর কাহিনী শুনিয়ে গেলেন সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। পুরুষদের অধিকার নিয়ে বহু বছর কাজ করছেন তিনি।

তাঁর মতে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের পুরুষরা এই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। কখনও পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্রবধূর দ্বারা, কখনও কর্মক্ষেত্রে মহিলা সহকর্মীর দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন তাঁরা। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও আইনি গেরোয় আটকে পড়ছেন তাঁরা। ফলে শেষমেশ পুরুষ অধিকার নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁরা।

অল বেঙ্গল মেনস ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, ৬৩৩ জন পুরুষ চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন ডেমোক্রেটিক অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান শুভাশিস দেব বলেন, 'আমাদের কাছে আসা অভিযোগগুলির মধ্যে বিয়ের পরে পুরুষদের হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনা বেশি। কখনও স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক হেনস্তা করছে।'

নন্দিনী ভট্টাচার্য বলেন, 'গত বছর আমাদের সংস্থার কাছে এই রাজ্য

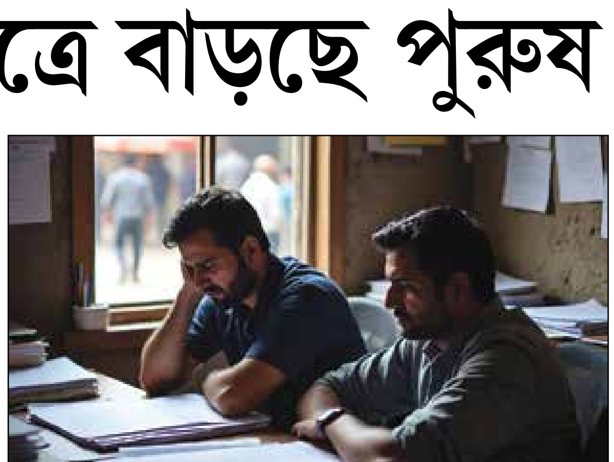

থেকে ১০৭২ জন পুরুষ অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এবছর মাত্র ৯ মাসেই সংখ্যাটা ৭০০-র কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে ৩০-৪৫ বছরের পুরুষরা অভিযোগ করছেন।'

পুরুষাধিকার নিয়ে হৃদয়া নামক সংস্থার কর্মী কৌশিক ভৌমিক বলেন, 'নারী বা শিশুদের জন্য কমিশন থাকলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে তা নেই। আমাদের বিচারব্যবস্থার এই ত্রুটি তো রয়েছেই। আইনি জটিলতায় পড়ার ভয়ে অনেকে মুখ খোলেন না।' দম্পতির অশান্তির প্রভাব শুধুমাত্র তাঁদের পরিবৃত্তেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিষয়টি নাড়া দেয় শিশু মনকেও।

রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস বলেন, 'শিশুমনে তৎক্ষণাৎ এর প্রভাব না পড়লেও পরবর্তীতে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়। তখন ওই ব্যক্তিকে দোষারোপ করা হলেও আদতে তাঁর দোষ থাকে না।' ৭০-৮০ বছর আগেও পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি সোনার পাথরবাটি ছিল। সময় বদলের সঙ্গে পরিস্থিতিও বদলেছে। মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মহিলারা স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাংসারিক চাহিদার বাইরেও বাহ্যিক লোভ-লালসা তৈরি হচ্ছে। সীমারেখা লঘু হচ্ছে।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ২১ আশ্বিন ১৪৩২

সফরের প্রতিযোগিতা

মৃত্যু, ক্ষতির খবর ক্রমশ আড়ালে। শিরোনামে ঝাঁকে ঝাঁকে নেতা, মন্ত্রীদের সফর। যাঁদের আনাগোনা শুরু হয়েছে বিপর্যয়ের ২৪ ঘণ্টা পর। দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা যেন। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ। পাশাপাশি বেলাগাম খিস্তিখেউড়। উত্তরবঙ্গ যেন দুর্যোগকেন্দ্রিক পর্যটনের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। সেই পর্যটকরা প্রায় সবাই ভিভিআইপি। যাঁদের নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশের ব্যস্ততায় পিছনে পড়ে গিয়েছে বিপর্যয় পরবর্তী ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য।

প্রবল বর্ষণে পাহাড়ে ধস ও সমতলের নদীতে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্লাবনের পর ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। বীভৎস ক্ষতচিহ্ন নিয়ে কোনও কোনও জায়গা এখনও হয় বিচ্ছিন্ন, নাহয় দুর্গম হয়ে আছে। জল নেমে যাওয়ায় ত্রাণশিবির প্রায় ফাঁকা। কিন্তু বাড়িঘর অনেক জায়গায় থাকার অনুপযুক্ত। কাদা, পলিতে ওই বিপর্যয় থেকে বাঁচতে নিজেদের মতো মরিয়া প্রয়াস করে চলেছে সাধারণ মানুষ।

ধ্বংসের এই চিহ্ন এখন আরেক ধরনের পর্যটনের জন্ম দিয়েছে উত্তরবঙ্গে। উৎসাহী, কৌতূহলী মানুষ, জীবিকার তাগিদে ব্লগার, ইউটিউবার কিংবা সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা তো আছেনই। বিশেষ করে তৃণমূল নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকায় যাওয়ার জন্য। যত না স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন বা ত্রাণ দিচ্ছেন তাঁরা, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি তৈরি করছেন রিল বা ভিডিও। যা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জন্ম হচ্ছে বিনোদনের আরেক ধরনের। সাধারণ মানুষের দুর্গতি হয়ে উঠছে সেই বিনোদনের উপকরণ। অনেকটা যেন 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি'র দশা। দুর্যোগের পরের সন্ধ্যায় সরকার মেতে থাকল কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে। বিরোধীরা তার সমালোচনা করল। কিন্তু কেউ উত্তরবঙ্গমুখী হল না। কিন্তু যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরসূচি ঘোষণা হল, অমনি বিশেষ করে বিজেপি নেতৃত্ব যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মমতার আগে উত্তরবঙ্গে উড়ে এলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছানোর আগে তিনি দলীয় সতীর্থদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখে সন্ধ্যায় ফিরে গেলেন। তাঁর কাজ শেষ। পরদিন এলেন তাঁর দলের শুভেন্দু অধিকারী। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মালদা থেকে এসে আবার তৃণমূলের হাতে মার খেলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তার শিকার হলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ।

এই হামলা নিয়ে কথার যুদ্ধ চলল শাসক ও বিরোধী শিবিরের। এক্স হ্যান্ডেলে মন্তব্য করে তাতে জড়িয়ে পড়লেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। নৌকা ভ্রমণে দেখা গেল নেতা, মন্ত্রীদের। কোথাও লাইফজ্যাকেট পরে শমীকের সঙ্গে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়, কোথাও রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। ছবি উঠল, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ল। বিপর্যয়ের চেয়ে মুখ্য হয়ে উঠল এইসব সফরনামা।

উত্তরবঙ্গের কতটা লাভ হল? মানুষের ভোগান্তি কতটা দূর হল? ক্ষতির পুনরুদ্ধার আদৌ হল কি? ভবিষ্যতে এমন দুর্যোগের পুনরাবৃত্তি হলে, তার মোকাবিলা করার পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা হল কি? শাসক-বিরোধীর কোন্দল, কেন্দ্র-রাজ্যের তর্জায় সেসব প্রসঙ্গ আড়ালেই চলে গেল। মৃতদের পরিবার রাজ্য সরকারের দেওয়া ৫ লক্ষ টাকার চেক ও চাকরির আশ্বাস পেল। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন প্রাণহানি ঠেকানোর কর্মসূচি অজানাই থাকল।

শুধু প্রতিশ্রুতি মিলল। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, রাজ্য পাশে আছে। কেন্দ্র সবরকম সহায়তা করবে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী। যা প্রায় সব দুর্যোগের পর দেখে এসেছে উত্তরবঙ্গ। বিপর্যস্ত হওয়ার পর এই দুর্যোগ-পর্যটনে যে অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, তা দিয়ে পুনর্নির্মাণ, পুনরুদ্ধার ও দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকাঠামো উন্নয়ন হতে পারে কিছুটা। কিন্তু ভোটের তাগিদের কাছে সফরের প্রতিযোগিতাটাই যেন বড় হয়ে ওঠে।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী

আলোচিত

কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতাদের। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।

- সুকান্ত মজুমদার

ভাইরাল

জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ডজন ডজন গাড়ি। বুলগেরিয়ার এলেনাইটের এমনই এক ভয়াবহ বন্যার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। জলের বেগ এতটাই যে, গাড়িগুলি খেলনার মতো ভেসে চলেছে। কৃষ্ণসাগর উপকূলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ

১৮৬২

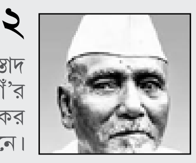

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৬

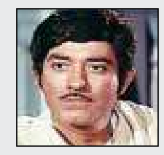

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রাজকুমার।

সোজা-সাপটা

ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা।

বাবার দুই চেহারা আবিষ্কারের লোভে উঁকি

পি সি সরকার

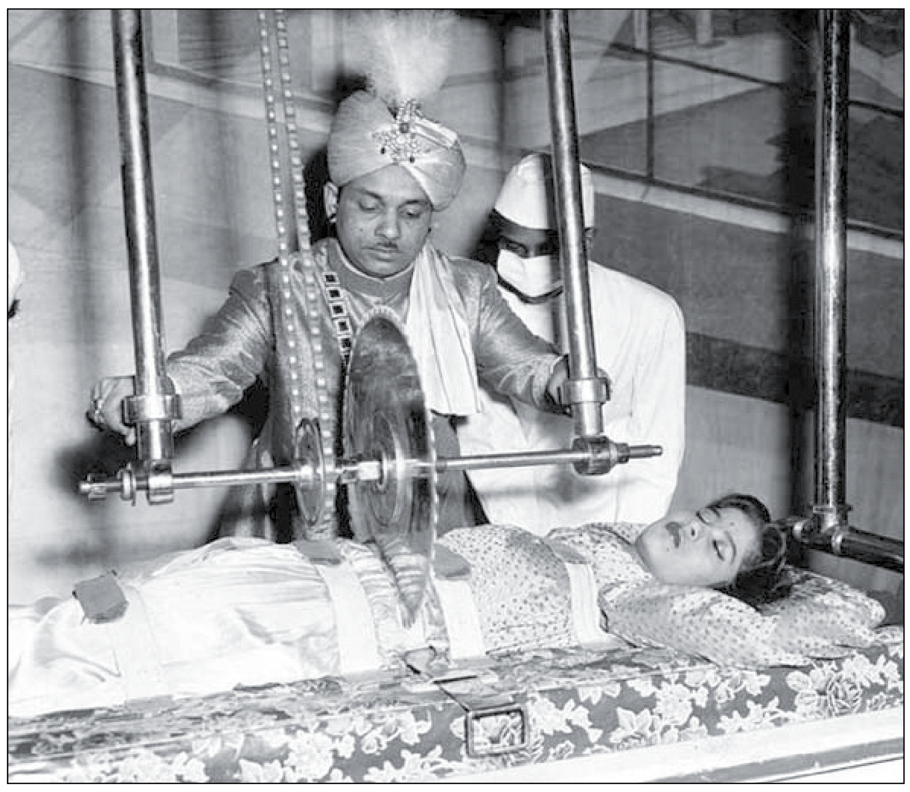

রিহার্সাল রুমের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে প্রতুলচন্দ্রের সচেতনতা ছিল দেখবার মতো। তিনি মনে করতেন, মঞ্চে পারফেকশন আনার জন্য রিহার্সালের কোনও বিকল্প নেই। আমাকে যেমন অনেকে প্রশ্ন করেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে কী করতে হবে, তেমনই ওঁকেও এই প্রশ্ন অনেকবারই শুনতে হয়েছে।

তিনি বলতেন, ভালো জাদুকর হতে গেলে তিনটি জিনিস খুব দরকার। এক নম্বর হল প্র্যাকটিস। দুই নম্বর হল প্র্যাকটিস। আর তিন? তিন নম্বরেও ওই প্র্যাকটিস। আসলে ম্যাজিকের শতকরা তিরিশভাগ হল বিজ্ঞান, বাকিটা শিল্প বা দেখাবার কায়দা। অর্থাৎ সাধারণ ম্যাজিশিয়ানকেও তার ম্যাজিক দেখানোর জন্য একভাগ বিজ্ঞানের আর বাকিভাগ অভিনয়ের বা উপস্থাপনার সাহায্য নিয়ে করতে হয়। এই ব্যাপারটা ছোট-বড় মাঝারি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এর সঠিকভাবে ব্যবহার এবং প্রয়োগই তাকে সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানকে যে যত বেশি শিল্পসম্মতভাবে, শৈল্পিক রাংতা দিয়ে মুড়ে পরিবেশন করতে পারে, তার তত সুনাম। সে তত জনপ্রিয়। তার জাদু তত ভুবনমোহিনী। এবং এই ব্যাপারটা আয়ত্ত করার জন্য দরকার প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস দেবে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস দেবে সাবলীলতা। আত্মবিশ্বাস আনে দর্শকের মুগ্ধতা, সেই মুগ্ধতার ওপরই তৈরি হয় জাদুময় পরিবেশ। তাছাড়া বড় মাপের ম্যাজিক মানেই তো একটা টিম গেম।

এই মানসিকতা থেকেই বাবার রিহার্সাল রুমের দরজা সবার জন্য খোলা ছিল না। বা আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকত ওই বন্ধ দরজার ভেতরে। চুপচাপ এক কোণে বসে থাকারও অনুমতি মিলত না।

ওখানে ছেলেমানুষির স্থান নেই। সব কিছুই যেন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের মতোই কড়া, কঠিন, গম্ভীর। প্রবেশ নিষেধ। শুধু কি ওই মানসিকতা? মোটেই না। আসলে বাবা ভয় পেতেন স্টেজের ঝলমলে জগৎ আমাদের মাথা বিগড়ে না দেয়। মঞ্চমায়ার জগতের রাস্তা নাকি ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক।

একবার ঢুকলে শুধু সেদিকে এগুতেই হবে। পিছন ফিরে আসা যায় না। লেখাপড়ার হবে জলাঞ্জলি। সেজন্য ওখানে ঢোকা তো দূরের কথা, উঁকি মারাও নিষেধ। কিন্তু আমি দেখতাম ওই বিহার্সাল। দেড়তলার ছোট ঘরের জানলা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি সবকিছু দেখতাম। পেট কেটে জোড়া লাগাবার খেলায় নিরীহ সহকারীর কাজ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা জেনেছিলাম। ফাঁসিকাঠ থেকে কী করে অদৃশ্য হতে হয় তাও জেনেছিলাম। আরও জেনেছিলাম কোন ম্যাজিকে কোন জায়গাটা বেশি করে নজর রাখতে হয় এবং ঢাকতে হয়।

তখন কেমন করে অভিনয় করতে হয়, কখন হাসাটা জরুরি, কখন নয়। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তখন ম্যাজিক করা তো কল্পনাও করা যায় না। আমি যে একক কোনও অনুষ্ঠান করেছি, তাও নয়। কিন্তু মনে মনে আমি সবকিছুই করতাম। বিভিন্ন সহকারী হিসেবে হ্যাঁ। সেই দেখাটা রিহার্সাল দেখা বা ম্যাজিক দেখার লোভে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল আমার বাবার দুই চেহারা কেমনভাবে এক হয়ে যায় সেটা আবিষ্কার করতে।

বাড়ির বাবাই যে আমার স্টেজের বাবা সেটা তখন সবে বুঝতে শুরু করেছি। বাড়ির বাবাকেও ভালোবাসতে শুরু করেছি। তিনি আড়ালে কী করেন সেটা দেখতে গিয়েই আমার জাদুশিক্ষার শুরু। কাছাকাছি হতে না পেরে নিজেকে তাঁর পাশাপাশি রয়েছি বলে কল্পনা করতাম।

মাঝে মাঝে আমি যতীনবাবু হতাম, এককেবার হতাম মাধববাবু, কখনও-বা বীরেনবাবু, নন্দীবাবু বা পলান। শুধু তা-ই নয়, দুঃসাহসীর মতো নিজেকে বাবা ভেবে মাঝে মাঝে কল্পনাও করতাম যে ম্যাজিক দেখাচ্ছি। প্রচুর দর্শক ছিল আমার, মঞ্চ তো ছিল বিরাট।

সেই মঞ্চে পর্দা, আলো এবং বাজনা সবই ছিল। প্রতিটি প্রদর্শনীই আমার হাউসফুল যেত। কত হাততালি, মজা হত সেই প্রদর্শনীতে। কিন্তু কেউই সেটা জানতেন না। পুরো জগৎটাই তো আমার মনের ভেতরে। ভয় পেতাম, কারণ আমি যে মনে মনে ম্যাজিক দেখাই সেটা জানতে পারলে বাবা প্রচণ্ড বকাবকি করবেন।

বিকেল হলেই বাবা গাড়ি নিয়ে বড়বাজার, অথবা চাঁদনি চক, নয়তো সরস্বতী প্রেস, তিমির প্রেস, কোথাও-না-কোথাও চলে যেতেন। ম্যাজিকের যন্ত্র তৈরি করতে, তাঁর কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে, বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্র তৈরিতে প্রয়োজনমাফিক কব্জা বা অন্য কিছু সংগ্রহ করা বা আলোচনা করা ছিল তাঁর নিত্যদিনের কাজ। বাবা বেরিয়ে গেলেই আমার রাজত্ব শুরু হত।

পা টিপে টিপে বাবার আপিসঘরে গিয়ে ঢুকতাম। বাড়ির অন্য একটা তালার চাবি দিয়েও যে এ ঘরের তালা খোলা যায় তা আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। সেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা চাপিয়ে লক করে দিতাম। বাইরে থেকে বোঝা যেত না যে ভেতরে কেউ আছে। ভেতরে যে কী তুলকালাম কাণ্ড চলছে তা কি কেউ জানে?

আমি ঘরে ঢুকতেই হাততালির ঝড় বয়ে যেত। ঢুকে বলতাম, 'আশা করি আমি বেশি দেরি করিনি, রাস্তা পরিষ্কার ছিল না তাই আসতে দেরি হল।'

আমার কাল্পনিক জগতের ম্যাজিক শুরু হত। মাঝেমধ্যে যখন দৃশ্যান্তর হত তখন দর্শকরা কেউ থাকতেন না। মনে মনে ভাবতাম, গুপ্তধনের খোঁজে জাদুগুহায় ঢুকেছি। চারদিকে সব মণিমাণিক্য ছড়িয়ে আছে। ওগুলো চোখ দিয়ে দেখতাম কিন্তু স্পর্শ করতাম না। ছুঁলেই বাবা বুঝে যাবেন কেউ ঘরে ঢুকে তাঁর জিনিসে হাত দিয়েছে। এভাবে পড়তাম বাবার লেখা বিভিন্ন 'নোট', প্ল্যানিং-এর অনেক কিছু।

কী কী উনি করতে চাইছেন এবং কোনটা সবার আগে করতে হবে। জাদুশিক্ষার্থী হিসেবে সে সব ছিল আমার আসল লেখাপড়ার জিনিস। তাছাড়া বাবার লাইব্রেরির বিভিন্ন ম্যাজিকের বই তো বটেই, টারবেল-এর কোর্স অফ ম্যাজিক পড়ে আত্মস্থ করলাম। কিন্তু মন ভরল না। ওতে শুধু কৌশল শেখানো আছে। উপস্থাপনার কথা শেখানো বিশেষ নেই।

এই সব কৌশল যে কেউই পয়সা খরচ করে ম্যাজিক বেচার দোকান থেকে কিনতে পারে। কিন্তু উপস্থাপনা, প্রদর্শন ভঙ্গি- সেটাই তো আসল। সেটা তো বই পড়ে শেখা যায় না। নইলে এই বই তো হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। হাজার হাজার উঁচু জাদুকর তো সৃষ্টি হয়নি। একই খেলা দেখিয়েও মানুষের মন জয় করতে পারে না। পড়লাম স্কার্নের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ কার্ড ট্রিক্স, বাইসের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ সিল্ক ম্যাজিক ইত্যাদি। কিন্তু মানুষের মন জয় করতে পারে না।

১৯৫৮ সালের কথা। ক্লাস এইটে পড়ি। নিউ এম্পায়ারে ম্যাজিক দেখাবেন বলে বাবা তৈরি হচ্ছেন। সব ঠিকঠাক। মনে আছে অনুষ্ঠানের ঠিক দু'দিন আগে নন্দীবাবু, পলান এবং আরও দু'-চারজন সহকারী বাবাকে এসে চাপ দিলেন মাইনে বাড়াবার জন্য। একটু-আধটু বাড়ানো নয়, ওঁদের দাবি একেবারে দ্বিগুণ।

ওঁদের বক্তব্য, মাইনে যদি বাড়ানো না হয়, ওঁরা এখনই দল ছেড়ে দেবেন। বাবাকে জীবনে কোনওদিন হারতে দেখিনি। সোজা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বেরিয়ে যাও। তোমাদের ছাড়াও চলবে। সেদিনের কথা আমি কখনও ভুলব না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। অগ্রিম টিকিটও বিক্রি হয়ে গেছে। এই সময়ে চাপ দিলে পি সি সরকার নিশ্চয়ই মাইনে বাড়াতে বাধ্য হবেন। কী চমৎকার চক্রান্ত!

কিন্তু ওঁদের চমকে দিয়ে পি সি সরকার ওঁদের বাদ দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভেবো না, তোমাদের ছাড়া আমার ম্যাজিক আটকাবে। একটু কষ্ট হবে প্রথম কয়েকটা দিন। কিন্তু আমার শো তোমরা নষ্ট করতে পারবে না।'

ঘটনাটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সে কথা অন্য আরেক দিন।

জনমন জনমত

কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক

সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গবাসী বিশেষত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বেশিরভাগ মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে তেমন কিছু বলেননি।

এই পরিস্থিতিতে আমন ধান সহ শীতকালীন অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে। ধানের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় আগামীদিনে তাঁরা কী খাবেন সেটাই এখন তাঁদের দুশ্চিন্তার বিষয়। তাই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শস্যবিমা যোজনার মাধ্যমে বা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করে তাঁদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হোক।

অন্যদিকে, বন্যার গ্রাসে অনেক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষত যেসব শিক্ষার্থীর বইখাতা সহ পড়াশোনার সামগ্রী নষ্ট হয়েছে

তাদেরও সরকারের সাহায্য ভীষণ দরকার, যাতে তারা অন্তত নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও 'ঘুমন্ত' জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভূপেশ রায়
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্ভোগের দেশে মানবতার আলো

বৃষ্টি যখন নামল, তখন কে জানত তার গায়ে এমন ভয়ানক শোকের গন্ধ লেগে আছে? উত্তরবঙ্গের আকাশটা তখনও শান্ত, কেবল দূরের মেঘে নীলচে ছায়া। কেউ জানত না, সেই মেঘের বুকের ভেতর জমে থাকা জল এক রাতে ছিঁড়ে ফেলবে পাহাড়, নদী, মানুষের বুকের বাঁধ।

ডুয়ার্স থেকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার- সব যেন জলমগ্ন শোকগাঁথা। তোর্ষা, জল্পেশ, ঘিস, মাল, জলঢাকা- সব নদী যেন পাগল হয়ে উঠেছে। ঘরবাড়ি গিলে নিচ্ছে, পথ নেই, সেতু ভেসে গিয়েছে, মাঠের ধান নষ্ট হয়েছে।

বৃদ্ধরা ছেঁড়া কম্বল মুড়ে বসে আছেন ত্রাণশিবিরে, চোখে একরাশ অবিশ্বাস। শিশুদের মুখে দুধ নেই, নারীরা পা ভিজিয়ে সারারাত কাটাচ্ছেন। নাগরাকাটা, বিন্নাগুড়ি, মেটেলি, বানারহাট - সব জায়গা থেকেই ভেসে আসছে একটাই শব্দ 'বাঁচাও'। এমন করুণ ছবিও এই মাটি আগে দেখেছে। কিন্তু এবার যেন আরও গভীর, আরও তীক্ষ্ণ।

তবু এর মাঝেও মানুষ জেগে রয়েছেন। হাঁটুজলে নেমে তরুণরা চাল-ডাল নিয়ে যাচ্ছেন অজানা গ্রামে। মেয়েরা রান্না করছেন ত্রাণের খিচুড়ি। কেউ ভাঙা স্কুলঘরে আশ্রয় দিয়েছেন আশিজন মানুষকে। কেউ নিজের একবেলা খাবার ছেড়ে দিয়েছেন অন্যের মুখে তুলে দিতে।

এই যে মানবতার আলোকবিন্দুগুলো- এগুলোই তো উত্তরবঙ্গের প্রকৃত চেহারা।

এই বন্যা শুধু ঘর ভাসিয়ে নেয়নি, সে কেটে দিয়েছে অহংকারের বাঁধও। কে শহরের, কে গ্রামের, কে গরিব, কে ধনী- এইসব প্রশ্ন জলে মিশে গিয়েছে। এখন সবাই শুধু মানুষ। আর মানুষ মানেই একজোট হওয়া, হাত বাড়িয়ে দেওয়া, দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো। যাঁদের ঘর ভেঙেছে তাঁদের ঘর আবার গড়ে তুলতে হবে, শিশুদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে হবে, তাদের মন থেকে ভয় দূর করতে হবে- এই দায় আমাদের সবার। শুধু আমরা যেন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে না ভুলে যাই।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

৫৭ বছর আগের ঘটনা মনে পড়ল

৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ধসে, জলে প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত ২৮' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে আজ থেকে ঠিক ৫৭ বছর আগের একটি ভয়াবহ ঘটনা মনে পড়ে গেল।

১৯৬৮ সালে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছিল। ফলে অনেক লোকের প্রাণহানি হওয়ার পাশাপাশি গবাদি পশু ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল। সেই সময়টাও ছিল লক্ষ্মীপুজোর আগে। এবারও সেই একই দিন এবং একই তারিখ। সেই সময় জলপাইগুড়ি শহরকে তিস্তার হড়পায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখনকার মানুষের আজও মনে রয়েছে তিস্তার সেই ভয়াল তাণ্ডবের কথা। আমি তখন অবশ্যই ছোট ছিলাম, বাবার কাছে শুনেছিলাম সেই কথা। আমাদের কামাখ্যাগুড়ির পূর্ব পাশের রায়ডাক নদীর জলে বারবিশা, চকচকা, তেলিপাড়া সহ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে জল বয়ে গিয়েছিল, যা কি না পুরোনো মানুষজন ভোলেননি। সেই সময়ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল। এবারও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে অনেক মানুষকে হারালাম। প্রশাসন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আশা করি, সকলেই আবার ঘুরে দাঁড়াবে।

দীপক বিশ্বাস
কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।

পানীয় জলের জন্য হাহাকার

জলঢাকা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জলপাইগুড়ি জেলার চারেরবাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। নদীর জল ঘরবাড়ি, খেত সব তছনছ করে দেয়।

বর্তমানে সেই অঞ্চলে কিছু কিছু ত্রাণের কাজ শুরু হলেও তা খুবই অপ্রতুল। বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যা খুবই গুরুতর আকার নিয়েছে। জলের জন্য হাহাকার করছেন সকলে। এই পরিস্থিতিতে বাসিন্দারা নলকূপ বসানোর আবেদন জানিয়েছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যত দ্রুত সম্ভব নলকূপ বসানো হলে উপকার হয়।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। অত্যাচারী শাসকের শাসনকাল ৫। অবিকল একই রকম দেখতে ৬। বাণভট্ট এঁর সভাকবি ছিলেন, থানেশ্বরের রাজা ৮। রাক্ষস অথবা পাখি, ফুলও হতে পারে ৯। মোটা সুতো ১১। এবড়োখেবড়ো ১৩। ১২টির মধ্যে একটি রাশির নাম ১৪। কাগজে ছাপা কোনও স্থানের নকশা।

উপর-নীচ : ১। শরৎচন্দ্রের গল্পে শ্রীনাথের পেশা ২। কোকিলের ডাক ৩। আহ্লাদিত ৪। কোনও প্রাণীর চামড়া ৬। ন্যায্য বা যথাযথ ৭। কড়িকাঠের চেয়ে পাতলা কাঠ যার ওপর ছন্দ তৈরি হয় ৮। কাচের পাত্র ৯। যে গাছের ফল গানে থাকে ১০। লাল রংয়ের পদ্মফুল ১১। যে মেয়ে উপযুক্ত হলেও এখনও বিয়ে হয়নি ১২। তিরস্কার করা ১৩। শত্রু নয়।

সমাধান ■ ৪২৫৯

পাশাপাশি : ১। দরকচা ৩। বেতস ৫। আড়ম্বরপূর্ণ ৬। নকল ৭। রায়ত ৯। ঝাড়াইবাছাই ১২। লাঞ্ছিত ১৩। রত্নাকর।

উপর-নীচ : ১। দশানন ২। চাগাড় ৩। বেকার ৪। সম্পূর্ণ ৫। আল ৭। রাই ৮। তৎপর ৯। ঝামেলা ১০। ইজ্জত ১১। ছাপর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রিয়াংকার প্রতিবেশী কেজরি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : শিশমহল অবশেষে নতুন ঠিকানা পেলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৯৫ নম্বর লোধি এস্টেটের একটি টাইপ-৭ বাংলোয় থাকবেন আপ সুপ্রিমো। কেজরির জন্য নতুন বাংলো বরাদ্দের বিষয়টি সোমবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়। নতুন ঠিকানায় উঠে এলে আপ সুপ্রিমোর প্রতিবেশী হবেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তিনি থাকেন ৯৭ নম্বর বাংলোয়। সামান্য দূরে ৮১ নম্বর বাংলোয় থাকেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। টাইপ-৭ বাংলোয় চারটি বেডরুম, বড় লন, একটি গ্যারাজ, কর্মচারীদের জন্য তিনটি কোয়ার্টার, অফিসের জন্য জায়গা থাকে। কেজরির প্রায় ৫ হাজার বর্গফুটের বাংলোয় দু'টি সাইড লন এবং অফিসও রয়েছে। সোমবার নতুন বাংলো দেখতেও গিয়েছিলেন আপ সুপ্রিমো এবং তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল।

হত নেপালের দুষ্কৃতী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী ভীম বাহাদুর জোরার। আদতে নেপালের লালপুরের বাসিন্দা ভীম বাহাদুরের বিরুদ্ধে দিল্লি, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু ও গুজরাটের একাধিক জায়গায় খুন ও ডাকাতির বেশ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। গত বছর মে-তে যোগেশচন্দ্র পাল নামে জাংপুরা এলাকার এক চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় ভীম বাহাদুরকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্তের হদিস পেতে একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির আস্থাকুঞ্জ পার্ক এলাকায় তাকে ঘিরে ফেলে দিল্লি ও গুরুগ্রাম পুলিশের যৌথ বাহিনী। পুলিশকে দেখে গুলি চালাতে শুরু করে ভীম বাহাদুর। জবাব দেয় পুলিশও। সংঘর্ষে প্রাণ যায় দুষ্কৃতীর।

বন্ধুকে শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ৭৩-এ পা রাখলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বন্ধুকে ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চলতি বছরের শেষ দিকে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন হবে দিল্লিতে। সেই উপলক্ষ্যে পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, শুভেচ্ছা বিনিময়ের ফাঁকে দুই শীর্ষনেতা ইউক্রেন ইস্যুতেও মতবিনিময় করেছেন।

দিল্লিতে বৃষ্টি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার ভোরে দিল্লিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় তাপমাত্রা নেমে যায় ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দিনভর উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হালকা বাতাস বইবে। বুধবার আংশিক মেঘলা আকাশ ও বৃহস্পতিবার পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তাপমাত্রা থাকবে প্রায় স্বাভাবিক সীমায়।

নিষিদ্ধ সিরাপ

বেঙ্গালুরু, ৭ অক্টোবর : দু'বছরের নীচে শিশুদের কাশির সিরাপ দেওয়া যাবে না বলে সোমবার জানিয়ে দিল কর্ণাটক সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এই নির্দেশ জারি করেছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কাশির ওষুধ খেয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর। সব হাসপাতাল, ফার্মাসি ও ওষুধ বিক্রেতাকে সতর্ক করা হয়েছে যেন এসব সিরাপ বিক্রি না করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডুরাও জানান, কর্ণাটকে ওই নিম্নমানের সিরাপ সরবরাহ হয়নি। তবে সব নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে।

ফের হামলা

করাচি, ৭ অক্টোবর : বিদ্রোহী থেকে সন্ত্রাসবাদী। পাকিস্তানের সরকারবিরোধী সশস্ত্র সংগঠনগুলির সফট টার্গেটে পরিণত হয়েছে জাফর এক্সপ্রেস। সম্প্রতি বালুচিস্তানে একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে ট্রেনটি। যাত্রী সহ গোটা জাফর এক্সপ্রেস অপহরণের ঘটনাও ঘটেছিল। মঙ্গলবার সেই ট্রেনে হামলা হয়েছে সিন্ধু প্রদেশে। এদিন শিকারপুর জেলার সুলতান কোটের কাছে সোমারওয়ায় পেশোয়ারগামী ট্রেনের লাইনে বিস্ফোরক রেখে দেওয়া হয়েছিল। ট্রেনটি ওই জায়গায় আসতেই ঘটে বিস্ফোরণ। ট্রেনের ৬টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। ৭ জনের আঘাত গুরুতর। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পাক সেনা এবং পুলিশ।

বিজেপির ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির কয়েকশো কর্মী-সমর্থক। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা।

চিরাগ-পিকে জোট জল্পনা

আসনরফায় জট এনডিএ, মহাগঠবন্ধনেও

পাটনা, ৭ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের রাজনীতিতে আসন ভাগাভাগি নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে, তাতে এক নতুন 'টুইস্ট' যুক্ত হল। এনডিএ-র শরিক চিরাগ পাসোয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) ইঙ্গিত দিয়েছে— ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) 'জন সুরাজ'-এর সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না! রাজনৈতিক মহল মনে করছে, চিরাগের এই অবস্থান ক্ষমতাসীন বিজেপি-জেডিইউ জোটের ওপর চাপ বাড়াতে এবং আসন সমঝোতায় নিজের দাবি আদায়ের এক সুস্পষ্ট কৌশল।

সূত্রের খবর, ২৪৩টি আসনের মধ্যে চিরাগ পাসোয়ান তাঁর দলের লোকসভা নির্বাচনের ১০০ শতাংশ স্ট্রাইক রেটকে ভিত্তি করে ৪০টি আসন দাবি করছেন। এদিকে বিজেপি এবং জেডিইউ উভয় শিবিরই সমসংখ্যক আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে ২০৫টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে বিজেপি-জেডিইউ। বাকি ৩৮টি আসনের মধ্যে ২৫টি এলজেপি (রামবিলাস), ৭টি হাম এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএমকে ৬টি আসন ছাড়া হতে পারে। এদিন চিরাগের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বিনোদ তাওড়ে। এই পরিস্থিতিতে চিরাগ প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছেন ঠিকই। তবে জোটসঙ্গীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি'—অর্থাৎ জোট ছেড়ে আসার বিকল্প সবসময়ই তাঁর হাতে খোলা। এলজেপি শিবির এই জল্পনা তৈরি করে বিজেপিকে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে, তারা কেবল 'ফালতু' আসন নিতে রাজি নয়, তাদের 'গুণগত মানের' আসন চাই।

আমি সবজির নুনের মতো, প্রতিটি আসনে ২০ থেকে ২৫ হাজার ভোট প্রভাবিত করতে পারি

চিরাগ পাসোয়ান

যদিও প্রশান্ত কিশোরের 'জন সুরাজ' একাই লড়ার ঘোষণা করেছে, তবুও তাঁর একটি শক্তিশালী সামাজিক ভোটব্যাংক রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, জন সুরাজের সঙ্গে হাত মেলালে চিরাগের দল বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে এবং এনডিএ থেকে বেরিয়ে এলেও তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বজায় থাকবে।

চিরাগ এই মুহূর্তে নিজেকে 'আব কি বার, যুবা বিহারি' স্লোগানের মাধ্যমে নীতীশ কুমারের উত্তরসূরি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তবে শুধু এনডিএ-তেই নয়, আসন জট রয়েছে বিরোধী মহাগঠবন্ধনেও। সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনকে ১৯টি আসন ছাড়তে চাইছে আরজেডি। ২০২০ সালেও তাদের একই সংখ্যক আসন ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু সেবার তারা ১২টি আসন জিতেছিল। এদিকে সংগীতশিল্পী মৈথিলি ঠাকুরকে বিজেপি আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিহারে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। রাজনীতিতে যোগদান ঘিরে মৈথিলি বলেন, 'আমি বিহারের সেবা করতে চাই।' মধুবনি এবং আলিগড় আসনের মধ্যে একটিতে মৈথিলিকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি।

মমতার বৈষম্যের অভিযোগ খারিজ কেন্দ্রের

বন্যা রোধে বঙ্গকে ১,২৯০ কোটি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। রাজ্য সরকারের দাবি, কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। অন্যদিকে কেন্দ্রের বক্তব্য, আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগে বিপর্যয় মোকাবিলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বৈষম্যের অভিযোগ তোলেন। এবার সেই অভিযোগের জবাব দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক মঙ্গলবার জানিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মোট ১,২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। না হলে উত্তরবঙ্গ বারবার বন্যার কবলে পড়বে। কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি। কেন্দ্র বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও অর্থ দেয়নি, এমনকি গঙ্গা পরিশোধনের কাজও বন্ধ করে দিয়েছে। এটা বাংলার সঙ্গে বৈষম্য ছাড়া কিছু নয়।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পরেই কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রক এক্স পোস্টে জানায়, মুখ্যমন্ত্রীর দাবি 'ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর'।

মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত সরকার ইতিমধ্যে ভুটান সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে নদীভাঙন, পলি জমা, বন্যা ও ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে। দু'দেশের মধ্যে কাজ করছে জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস, জয়েন্ট টেকনিক্যাল টিম ও জয়েন্ট এক্সপার্টস টিম। এই সংস্থাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন।

সম্প্রতি ভুটানের পারো শহরে অনুষ্ঠিত ১১ তম জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্টস বৈঠকে আটটি নতুন নদীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, হাসিমারা ঝোরা, যোগীখোলা, রোকিয়া, ধবলঝোরা, গাবুর বসরা, গাবুর জ্যোতি, পানা ও রায়ডাক। কেন্দ্রের দাবি, এই নদীগুলিতে ক্ষয় ও পলি জমার সমস্যা নিয়ে যৌথভাবে সমীক্ষা চালানো হবে।

বস্তার দশেরা উৎসবে আদিবাসীদের অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের জগদলপুরে।

ট্রান্সজেন্ডার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : দিল্লি হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছে, ২০১৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা সত্ত্বেও কেন এখনও ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামীদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ কার্যকর হয়নি। সোমবার আদালত জানায়, দিল্লি সরকার এই বিষয়ে কোনও নীতিগত পদক্ষেপ করেনি, তাই মামলাটি জনস্বার্থ মামলা (পিআইএল) হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও গেদেলার ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১০ দিনের মধ্যে বয়স ও যোগ্যতার শিথিলতার সুবিধা ট্রান্সজেন্ডারদের দিতে হবে এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

আদালত মনে করিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের 'নালসা রায়' (ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-এ ট্রান্সজেন্ডারদের সমাজ ও শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করে চাকরিতে সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এত বছর পরও সেই নীতি কার্যকর হয়নি।

বেঞ্চ বলেছে, 'সম-অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারের উচিত ছিল সংরক্ষণের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া।' আদালত আরও জানিয়েছে, 'যদি বয়স ও নম্বর শিথিলতার সুবিধা দেওয়া হয়, তবে আবেদন জমার সময়সীমা এক মাস বাড়াতে হবে।'

হত্যার নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রায়বেরেলিতে হরিওম বাল্মীকিকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন, 'আমাদের দেশে একটি সংবিধান আছে, যেখানে মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। একটি আইন আছে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সুরক্ষা, তাঁদের অধিকার এবং অভিব্যক্তিকে সমদৃষ্টিতে দেখা হয়। রায়বেরেলিতে যা হয়েছে সেটা এদেশের সংবিধানের প্রতি অপরাধ, দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি অপরাধ এবং এই দেশ ও সমাজের ওপর লেগে থাকা একটি কলঙ্ক।' খাড়গে ও রাহুলের সাফ কথা, 'দেশের দলিত, সংখ্যালঘু এবং গরিবদের ওপর অপরাধের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। যাঁরা বঞ্চিত, বহুজন, যাঁদের পর্যাপ্ত ভাগীদারি বা প্রতিনিধিত্বও নেই তাঁদের ওপরই হিংসা সর্বাধিক হচ্ছে।' ২০১৪ সালের পর থেকে গণপিটুনিতে মৃত্যু, বুলডোজার অন্যায় এবং ভিড়তন্ত্রের মতো ঘটনা বর্তমান সময়ের ভয়াবহ পরিচিতিতে পরিণত হয়েছে বলেও জানান তাঁরা।

স্বজনদের বোমা মারে পাকিস্তান

রাষ্ট্রসংঘে তোপ ভারতের

নিউ ইয়র্ক , ৭ অক্টোবর : রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে ফের কড়া ভাষায় আক্রমণ করল ভারত। মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদের (ইউএনএসসি) বিতর্কসভায় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ বলেন, 'পাকিস্তান এমন একটা দেশ, যে নিজের জনগণকেই বোমা মারে এবং পদ্ধতিগত গণহত্যা চালায়।'

পর্বতনেনি হরিশ

নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিশ বলেন, 'যে দেশ নিজের জনগণকে বোমা মেরে গণহত্যা চালায়, তারা এখন মিথ্যা প্রচারে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।' হরিশ বলেন, 'প্রতিবছরই পাকিস্তানের বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা শুনতে হয় আমাদের — বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে, যে ভূখণ্ডের প্রতি তাদের লোভ অপরিসীম ও অহেতুক। আমাদের নেতৃত্ব নারী সুরক্ষা, শান্তি ও নিরাপত্তা ইস্যুতে আজও কলঙ্কহীন।'

হরিশ স্মরণ করান, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে নিজের নাগরিকদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল এবং চার লক্ষ মহিলার ওপর সংগঠিত ধর্ষণের মাধ্যমে নৃশংসতা ঘটিয়েছিল। তাঁর কথায়, 'বিশ্ব পাকিস্তানের প্রচারযন্ত্রের ভণ্ডামি বুঝে গিয়েছে।' একইসঙ্গে হরিশ জানিয়ে দেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবে।'

এসআইআরে হস্তক্ষেপ নয়

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : বিহারে ভোট-উত্তাপের মধ্যেই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। কারণ, ওই কাজটি পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হলে তা কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপের শামিল হবে।

আগামী দিনে বিহারের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম সহ সারা দেশে এসআইআর করা হবে বলে আগেই জানিয়েছে কমিশন। সেক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা কী, তা সর্বোচ্চ আদালতকে জানাতে বলা হয়েছিল। এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ বলেছে, 'আপনারা কেন চাইছেন যে আমরা সমস্ত কাজকর্ম নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিই? এসআইআর করাটা একেবারেই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। আমরা যদি তাতে মাথা ঘামাই, তাহলে বিষয়টি নাক গলানোর শামিল হবে।'

গাভাই কাণ্ডের জেরে জলঘোলা বিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের উদ্দেশে আইনজীবী রাকেশ কিশোরের জুতো ছোড়ার চেষ্টার ঘটনা আদালতের গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ভোটমুখী বিহারের রাজনীতিতেও। এক সাক্ষাৎকারে কিশোর মঙ্গলবার বলেন, 'আমি গভীরভাবে আহত হয়েছিলাম। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতির এজলাসে এক ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। তখন প্রধান বিচারপতি সেটিকে বিদ্রুপ করে বলেন, যাও, মূর্তির কাছে প্রার্থনা করো, ওর নিজের মাথা ওকেই ফিরিয়ে দিতে বলো। এই কথাতেই আমি অপমানিত ও আহত হই।' রাকেশ কিশোরের অভিযোগ, বিচারব্যবস্থা সনাতন ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। অভিযুক্ত আইনজীবীর বক্তব্য, 'প্রধান বিচারপতি এমন এক সাংবিধানিক পদে বসে আছেন, যেখানে তাঁর 'মাই লর্ড' শব্দের মর্যাদা বোঝা উচিত। আপনি মরিশাসে গিয়ে বলেছেন, দেশ বুলডোজার দিয়ে চলবে না। তাহলে আমি প্রশ্ন করি, যোগীজির বুলডোজার অভিযান, যা সরকারি জমি দখলমুক্ত করছে, তা কি ভুল? আমি আহত এবং এই আঘাত আমার মধ্যে থেকেই যাবে।'

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়ার ঘটনা ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ, তাঁর ওপর আক্রমণ বা অবমাননাকর মন্তব্যকে রাজনৈতিক মহল দলিত ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি আঘাত হিসেবেই দেখছে। সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রধান বিচারপতির সঙ্গে যা ঘটেছে তার তুলনা করতে গেলে তা গান্ধি হত্যার সঙ্গে করতে হয়। যে আইনজীবী প্রধান বিচারপতিকে অপমান করেছেন, তিনি আরএসএসপন্থী। এদেশে যেভাবে দলিতদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিহার নির্বাচনে পড়তে পারে। সেটা আঁচ করেই প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি আসরে নেমেছেন। বিজেপিও প্রধান বিচারপতির সমর্থনে কথা বলছে।'

'মুসলিম মহিলার প্রসব করাব না'

জৌনপুর, ৭ অক্টোবর : আসন্নপ্রসবা এক মহিলাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিতর্কে জড়াল উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা হাসপাতাল। জৌনপুরের বাসিন্দা শামা পরভিনের অভিযোগ, হপ্তাখানেক আগে প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছোলেও কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁর ধর্মের কারণে চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। তাঁর কথায়, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক নাকি বলেন, 'আমি কোনও মুসলিম মহিলার প্রসব করাতে পারব না।'

অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের সুপার (সিএমএস) মহেন্দ্র গুপ্ত জানান, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। অভিযোগ সত্য নয়।'

ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দুই সাংবাদিক—মায়াঙ্ক শ্রীবাস্তব এবং মোহাম্মদ উসমানের বিরুদ্ধে 'জোর করে প্রসবকক্ষে ঢুকে ভিডিও তোলার' অভিযোগ করা হয়েছে।

বিতর্ক যোগীরাজ্যে

ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সপা বিধায়ক রাগিণী সোনকরের বক্তব্য, 'প্রসবযন্ত্রণায় কাতর মহিলার মিথ্যে বলার প্রশ্নই ওঠে না। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করে সরকার সত্যিটা ঢাকতে চাইছে।' কংগ্রেস নেতা বিকাশ উপাধ্যায়ও ঘটনার নিন্দা করেন।

রেলযাত্রীদের সুবিধা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : রেলযাত্রীদের সফরের সুবিধার্থে নতুন পদক্ষেপ করল ভারতীয় রেল। এবার থেকে যাত্রীরা কোনওরকম ফি ছাড়াই অনলাইনে নিজেদের কনফার্মড টিকিট পরিবর্তন করতে পারবেন। জানুয়ারি থেকে এই পরিবর্তন চালু হবে। বর্তমানে টিকিট বাতিল করে নতুন টিকিট কাটতে গেলে ক্যান্সেলেশন চার্জ দিতে হয়। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, এই ব্যবস্থা যাত্রীস্বার্থের পরিপন্থী। তবে নতুন ব্যবস্থায় টিকিট বুক করলেও সেটা কনফার্মড হবে কি না. তার গ্যারান্টি থাকবে না। পাশাপাশি যদি নতুন টিকিটের দাম বেশি পড়ে, তাহলে অতিরিক্ত পয়সা গুনতে হবে যাত্রীকে।

শক্তির সুড়ঙ্গ খুলে সম্মানিত তিন বিজ্ঞানী

পদার্থবিদ্যায় নোবেল ২০২৫

জন ক্লার্ক মিশেল এইচ ডেভোরে জন মার্টিনিস

স্টকহোম, ৭ অক্টোবর : পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল তিন বিজ্ঞানীকে। তিনজনেরই বর্তমান কর্মক্ষেত্র আমেরিকা। মঙ্গলবার সম্মানিত বিজ্ঞানীদের নাম ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। তারা জানিয়েছে, ২০২৫ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারের জন্য যৌথভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ব্রিটেনের জন ক্লার্ক, ফ্রান্সের মিশেল এইচ ডেভোরে এবং আমেরিকার জন এম মার্টিনিসকে।

ঠিক কী কারণে পুরস্কার পেলেন তাঁরা? সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, বিদ্যুতের সার্কিটে কোয়ান্টাম কণাদের রহস্যময় আচরণ, অর্থাৎ 'টানেলিং' ও শক্তির ভাগ হওয়া বা কোয়ান্টাইজেশন প্রমাণ করেছেন এবারের পুরস্কারজয়ী বিজ্ঞানীরা। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতের কোয়ান্টাম প্রযুক্তির দরজা খুলে দিয়েছে— যেমন কোয়ান্টাম কম্পিউটার, গোপন তথ্যরক্ষা (ক্রিপ্টোগ্রাফি) এবং অদ্ভুতভাবে নিখুঁত সেন্সর তৈরি করা যাবে এতে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ওঁদের আবিষ্কার কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।'

সুইডিশ কমিটির নিয়ম অনুযায়ী ক্লার্ক, মিশেল এবং মার্টিনিস সমানভাবে ভাগ করে নেবেন ১ কোটি ১০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনরের (প্রায় ১১ লক্ষ ডলার) পুরস্কার।

'হিস্যা' চাই

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : জাতীয় নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এলে 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতি নিয়ে চলবে বিএনপি। ভারতের সঙ্গে জলচুক্তি এবং সীমান্তে উত্তেজনা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সেই অবস্থান বজায় রাখা হবে। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত দু-দশকে দেওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা খালেদা জিয়া-পুত্র। তবে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন, তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে তারেকের বক্তব্যের মূলগত তফাত নেই বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল। তারেক বলেন, 'বিএনপির মূলনীতি একটাই। সবার আগে বাংলাদেশ।' শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি আমার পানির হিস্যা (অংশ) চাই। আমি দেখতে চাইনা না যে, আরেক ফেলানি (সীমান্তের কাঁটা তারে) ঝুলে আছে। অবশ্যই আমরা এটা মেনে নেব না।'

পদ যাবে

ঢাকা, ৭ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে (আইসিটি) অভিযোগ দাখিল হলেই হারাতে হবে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা। আইসিটিতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়লে তিনি আর জাতীয় সংসদের সদস্য পদে বহাল থাকতে পারবেন না। ভবিষ্যতেও এই পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন অভিযুক্ত।

'ভাইচারা'র শহরে রক্তের দাগ

কটক ৭ অক্টোবর : সহস্রাব্দের ঐতিহ্য ভাঙল গুজবে। কাঠগড়ায় নতুন বিজেপি সরকার।

যে কটক শহর যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলিমের 'ভাইচারা' আর নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতির জন্য পরিচিত ছিল, গত সপ্তাহে সেখানেই লাগল রক্তক্ষরণের দাগ। বিসর্জন উপলক্ষ্যে বিবাদ কীভাবে গুজব আর ভিএইচপি-র বাইকর‍্যালির ইন্ধনে ভয়াবহ দাঙ্গায় পরিণত হল, তা দেখে হতবাক রাজ্যবাসী। প্রশ্ন একটাই, ২৪ বছরের শান্তির পর ওড়িশায় বিজেপির ক্ষমতা দখলের পরই কি পরিকল্পিতভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে অশান্তি? নবীন পট্টনায়েকের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০২৪-এর ১২ জুন মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বে প্রথম বিজেপি সরকার গঠিত হয় ওড়িশায়। এরপর থেকেই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, খ্রিস্টানদের ওপর হামলা এবং গো-রক্ষকদের বাড়বাড়ন্তের মতো অভিযোগ উঠতে শুরু করে।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। দার্গা বাজারে বিসর্জনে উচ্চস্বরের গান, 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান নিয়ে মুসলিমদের একাংশের সঙ্গে শুরু হয় সংঘাত, যা দ্রুত পাথর ছোড়ার ঘটনায় পরিণত হয়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হলেও সমাজমাধ্যমে গুজব ছড়ায়, দু'জন হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে—যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

গুজবেরই সুযোগ নেয় ভিএইচপি। রবিবার বিনা অনুমতিতে এক বাইকর‍্যালি বের করে তারা। পুলিশ দার্গা বাজারের দিকে মিছিল এগোতে বাধা দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উন্মত্ত ভিএইচপি কর্মীরা ভাঙচুর চালায়, দোকানে (বিশেষত মাংসের দোকানে) আগুন দেয় এবং একটি মলে ঢুকে তাণ্ডব করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ৩৬ ঘণ্টার কার্ফিউ জারি করে, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। বিরোধী দলনেতা নবীন পট্টনায়েক এবং কংগ্রেস বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌস শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। কটকের মেয়র সুভাষ সিং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'হিন্দু ও মুসলিম প্রজন্ম ধরে ভাই-ভাইয়ের মতো বসবাস করছে। বন্ধন নষ্ট করতে দেওয়া হবে না।' কিন্তু ঐতিহ্যবাহী এই 'ভাইচারা'য় যে ফাটল ধরল, তা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও ভবিষ্যতের জন্য এক গভীর অশনিসংকেত।

দিনে ঘরনি, রাতে সাপিনি

লখনউ, ৭ অক্টোবর : দিনের বেলা দিব্যি ঘরের কাজ করছেন। কিন্তু রাত হলেই নাকি রূপ বদলে যাচ্ছে তাঁর। তিনি তখন ফণাধর নাগিন। এক ছোবলেই ছবি করে দিতে চাইছেন ঘুমিয়ে থাকা নিজেরই স্বামীকে! বিখ্যাত বলিউড ছবি 'নাগিনা'র মতো গল্পই যেন সত্যি হয়ে যেতে বসেছে উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অজ গাঁ লোধসায়।

সমাধান দিবসে যখন বিদ্যুৎ, জল, র‍্যাশন কার্ড ইত্যাদি চেনা সমস্যা নিয়ে দরবার করছেন গ্রামবাসীরা, তখন সেখানকার আর এক বাসিন্দা মেরাজ অদ্ভুত সমস্যার সামনে ফেলে দিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তাদের।

মেরাজের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী নাসিমুন নাকি 'নাগিন'। দিনের বেলায় মানুষের রূপ ধরে থাকলেও রাত হলেই তিনি সাপের রূপ নেন এবং তাঁকে কামড়ানোর চেষ্টা করেন! মেরাজ বলেন, 'আমি মাঝেমাঝে ঠিক সময়ে জেগে উঠি, নাহলে মৃত্যু নিশ্চিত।' তাঁর অভিযোগ, 'মনে হয় স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে মেরে ফেলতে চায় বলেই এসব করছে।'

খবরটি ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর কেউ লিখেছেন, 'নাগমণিকে পেলে কোথায়?' কেউ লিখেছেন, 'তুমি নিজেও বরং সাপ হয়ে যাও। সাপ-সাপিনির সংসার জমে যাবে!' একজন এমন মন্তব্যও করেছেন, 'তুমি ভায়া ভাগ্যবান হে! বউ হিসেবে পেয়েছ শ্রীদেবীকে!'

তবে মেরাজের কাণ্ডকারখানা নিয়ে নেটাগরিকরা মশকরা করলেও বিষয়টা হালকাভাবে নেননি সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক। তিনি মেরাজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর মানসিক হয়রানির মামলা দায়ের করে খোঁজখবর শুরু করেছে সীতাপুরের পুলিশ।

ভারতের বাজারে বাংলার দেবী

শুভ্রজিত মিত্র পরিচালিত দেবী চৌধুরানী এবার সারা ভারতের বাজার দখল করতে আসছে। পুজোর মুখে বাংলার এই ছবির বক্স অফিস বেশ ভালো। এখনও রমরমিয়ে চলছে এই ছবি। এর মধ্যেই এডিটেড মোশন পিকচার, মানে এই ছবির প্রোডাকশন হাউস থেকে জানানো হয়েছে যে, ১০ অক্টোবর থেকে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে দেবী চৌধুরানী। কীভাবে টিকিট কাটা যাবে, সে কথা তারা তাদের পোস্টেই উল্লেখ করেছে।

এই খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা জানিয়েছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্য যাতে এই ছবি বুঝতে পারে, সেই কারণে ছবিটা সেখানকার ভাষায় ডাব করে দেখানো উচিত। অবশ্য এ বিষয়ে প্রোডাকশন হাউস এখনও মুখ খোলেনি।

প্রসঙ্গত, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হওয়া এই সিনেমা দেখে আরও একবার আপনার গায়ে কাঁটা দেবে। আবারও মনে করাবে, নারীশক্তি যদি চায় তাহলে পৃথিবীর যে কোনও অসাধ্যকে সাধন করতে পারে।

প্রসেনজিৎ এবং শ্রাবন্তী ছাড়া বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন কিঞ্জল নন্দ। প্রফুল্লর শ্বশুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। চিরকালের মতো দাপুটে চরিত্রে তিনি অসাধারণ। প্রফুল্লর সতীনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দর্শনা বণিক, রঙ্গরাজ চরিত্রে অর্জুন চক্রবর্তী এবং নিশি চরিত্রে বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়কে দেখে মুগ্ধ দর্শকরা।

জোর বাজি জিতে নিলেন অনীক দত্ত

রঘু ডাকাত বনাম রক্তবীজ ২ নিয়ে বাজার এখনো বেশ গরম। দেবী চৌধুরানী এইসব বিতর্কে না গিয়ে নিজেকে আরও বেশি করে ছড়িয়ে ফেলতে চাইছে। তবে দেব এবং শিবু-নন্দিতার মুখোমুখি টক্করের মধ্যে এই পুজোয় যেন অনীক দত্তের বাজার অনেকটাই ফিকে। এমনিতেই তিনি খুব একটা কথাবার্তার ধার ধারেন না। মানুষটি বেশ চুপচাপ। তারপর রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ ভালো জায়গায় নেই অনীক। তাঁর ছবি বড় একটা স্ক্রিন পায় না। সরকারি হল তো পায়ই না।

তাই যত কাণ্ড কলকাতাতেই ছবিটা নিয়ে দর্শক মহলে বিরাট তোলপাড় পড়েনি, বলাই বাহুল্য। তার ওপর আবার আবীর চট্টোপাধ্যায় এই ছবির প্রচার করেননি। কারণ

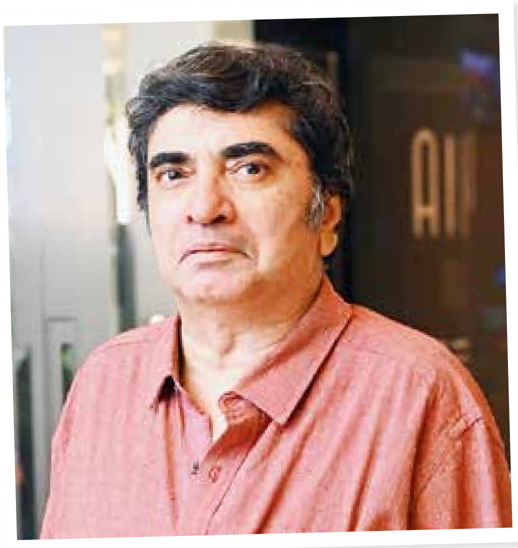

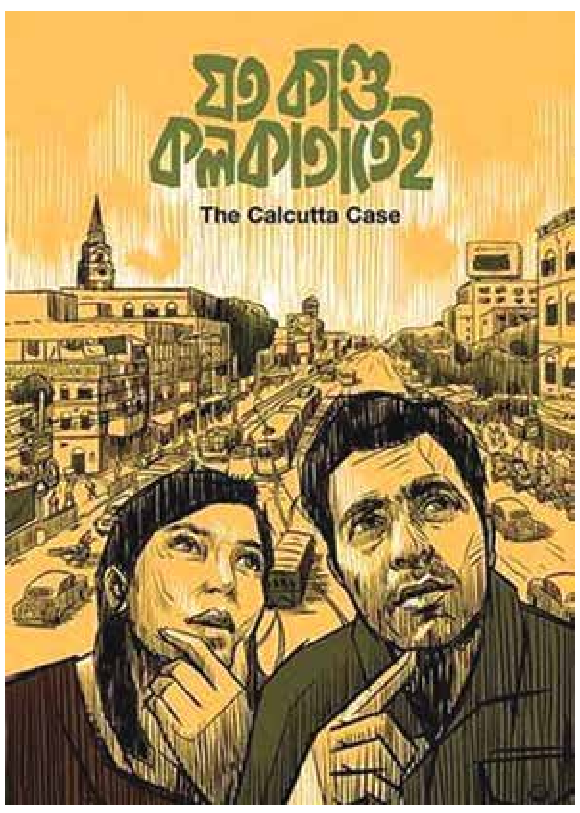

পুজোর ছবির প্রচারের জন্যে তিনি রক্তবীজ টিমের কাছে বাঁধা। তাই নিয়েই অনীক আর আবীরের মধ্যে ভালোই টক্কর লেগেছিল। যদিও আবীরের যুক্তি ছিল যে, অনীকের ছবি আসার কথা ছিল মে মাস নাগাদ। সে সময় প্রচার করতে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেই ছবি পিছোতে পিছোতে পুজোয় এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে তিনি নিরুপায়।

তবে এতসব সমস্যা সত্ত্বেও পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় একটা খুব দামি তথ্য তুলে ধরলেন। বক্স অফিসের রিপোর্ট উল্লেখ করে সৃজিত দেখিয়েছেন, বিনিয়োগের নিরিখে পয়সা উশুল হওয়ার ক্ষেত্রে পুজোর বাকি তিনটি বড় ছবিকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থানে আছে 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ছবি মেগাহিট। অবশ্য বেছেশুনে ছবি দেখেন যাঁরা, সেই সব দর্শকের বিচারেও অনীক দত্তের ছবিই এবার পুজোয় সেরা।

৬০ কোটির প্রতারণার জন্য শিল্পাকে জিজ্ঞাসাবাদ

মুম্বাই পুলিশের ইকোনোমিক অফেন্সেস উইং, এক ব্যবসায়ীকে ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার জন্য অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা এই জেরা চলেছে। জেরায় কি পাওয়া গেল, তা জানা যায়নি। এখনও পর্যন্ত এই মামলায় শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রা সহ পাঁচজনের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে এই দম্পতির জন্য এই উইং লুক আউট নোটিস জারি করেছিল।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে দীপক কোঠারি নমে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অন্য ব্যক্তি মারফত শেট্টি দম্পতি ৭৫ কোটি ঋণ নেন, তাঁদের কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট কোম্পানির নামে। সুদের হার ১২ শতাংশ। পরে তাঁরা কোঠারীকে বলেন এটা ঋণ নয়, ব্যবসায় বিনিয়োগ হিসেবে তিনি তাঁর টাকা বিনিয়োগ করেছেন, প্রতি মাসে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কোঠারী অবশ্য সেই টাকাও পাননি। এদিকে শেট্টিদের আইনজীবী কোঠারীর অভিযোগকে অসত্য বলে দাবি করে বলেছেন, তাঁরা 'সত্যি'টা উইংয়ের সামনে পেশ করবেন।

ইন্ডিয়ান আইডল থেকে রাজনীতির মঞ্চে?

তাঁর কণ্ঠের জাদুতে কেঁপে গিয়েছিল ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়ারের মঞ্চ। তিনি লোকসংগীত শিল্পী মৈথিলি ঠাকুর। এখনও তাঁর গান শুনে লোকে পাগলপারা হয়ে ওঠে। এবার কি তাঁকে অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে?

মৈথিলির জন্মস্থান বিহার। কিন্তু লালুপ্রসাদের সময়ে বিহার ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তাঁর পরিবার। সম্প্রতি বিহার ঘুরতে এসেছিলেন মৈথিলি। তাঁর পৈতৃক গ্রামেও গিয়েছিলেন। আর তার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই আর বিহার বিজেপির নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওড়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

জল্পনা এমনই, বিহার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মৈথিলি। বিজেপির আসনেই লড়বেন। কোথা থেকে? মৈথিলি জল্পনা উসকে দিয়ে বলেছেন, তাঁর নিজের গ্রামের প্রতিই তাঁর টান সবচেয়ে বেশি। সম্ভব হলে সেখান থেকেই দাঁড়াবেন।

তাহলে তাঁর রাজনীতিতে আসাটা কি নিশ্চিত? এখনও বলেননি মৈথিলি। 'দেখা যাক, ভগবানে ভরসা আছে। যা হবে, ভালোর জন্যেই হবে,' এমন উত্তরে আপাতত পাশ কাটিয়েছেন মৈথিলি ঠাকুর।

ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে ফিকি'র একটি আলোচনা সভায় বলিউড অভিনেতা অক্ষয়কুমার। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। - এএফপি

নতুন ইনিংস শুরু গোবিন্দার

৯০-এর দশকে তাঁর ও করিশমার জুটি ঝড় তুলেছিল বি টাউনে। তাঁর কমিক টাইমিং ও ডান্স স্টাইল বিশেষ করে ফেসিয়াল ডান্স মুভমেন্ট মানুষকে মুগ্ধ করেছিল। সেই গোবিন্দা দীর্ঘকাল পর্দার বাইরে আছেন। মাঝে স্ত্রী সুনীতার সঙ্গে বিচ্ছেদের জল্পনায় মশগুল হয়েছিল মিডিয়ায়। এবার তিনি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আবার পর্দায় তাঁকে দেখা যাবে। তেমনই নিজের ইন্সটাগ্রাম পেজে তিনি জানিয়ে লিখেছেন, নতুন ইনিংসের জন্য পুরো তৈরি। তবে ঠিক কোন প্রোজেক্টে তাঁকে দেখা যাবে, সে কথা তিনি বলেননি। তবে মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন কনসেপ্টের একটি শো, নাম লানে দেন—ইটস অল অ্যাবাউট বিজনেস। আশির দশকে গোবিন্দা তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। মূলত নাচের জন্যই তাঁর নাম হয়। পরবর্তীতে কমেডি নির্ভর ছবিতে তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছোন। রাজনীতিতেও তিনি পা দিয়েছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের এমপি ছিলেন। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে শিবসেনায় যোগ দেন।

হলিউড অভিনেতার সঙ্গে অনন্যা পান্ডে

অনন্যা পান্ডে এখন প্যারিস ফ্যাশন উইক ২০২৫-এর গালা বিজনেস অফ প্যাশন ৫০০ ক্লাস-এর জন্য সে দেশে। এখানে চ্যানেল ফ্যাশন ব্র্যান্ডের ডেবিউ হবে, এই ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন অনন্যা। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও নেটে ঘুরছে। তারই একটি ছবি অনন্যা ও দ্য মেটিরিয়ালিস্ট ছবির নায়ক পেড্রো পাসকালের। দুজন একসঙ্গে ছবি তুলেছেন এবং কথা বলেছেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে। অনন্যা পরেছিলেন কালো ভি নেক টপ, কালো স্কার্ট, পেড্রো পরেছিলেন কালো টি শার্ট ও প্যান্ট। এই শো হচ্ছে সাংগ্রি-লা-হোটেলে। চলতি বছর তিনিই এই শো-তে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ভারতীয় নায়িকা। এর আগে শো-তে অংশ নেন প্রিয়াংকা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, সোনম কাপুর।

একনজরে সেরা ৫

ইন্টারভিউয়ার অক্ষয়

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি নাগপুরের লোক, কমলালেবু কীভাবে খান—রস করে? তাঁর উত্তর, খোলা ছাড়িয়ে নুন দিয়ে। অক্ষয়ের কথায়, আমি নিশ্চয় খেয়ে দেখব। ২০১৯-এ প্রধানমন্ত্রীকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন আম কীভাবে খান? সেদিন অক্ষয় ট্রোলড হয়েছিলেন। এবারও আক্কি বলেছেন, আমি শোধরাব না। এমন প্রশ্ন ওঁদের করবই।

কাকা সানি

ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ তাঁদের সন্তানের জন্য প্রস্তুত। ভিকির ভাই সানিকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, আমরা শ্বাস বন্ধ করে সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করছি, যেদিন ওই বাচ্চাকে আমাদের পরিবারে ওয়েলকাম করব। কেমন কাকা হবেন? তাঁর উত্তর, আমি ওকে নষ্ট করে ছাড়ব—এমন মজার কাকাই হতে চাই।

ঘোড়ার সংগম

সলমন খানের সঙ্গে রাঘব জ্যুয়েল কাজ করেছেন 'কিসি কা ভাই কিসি কা জান' ছবিতে। সেই সূত্রে তিনদিন তিনি কাটিয়েছেন সলমনের পানভেলের ফার্মহাউসে। তাঁর কথায়, রাত তিনটে পর্যন্ত পার্টি করেছি। তারপর সলমন বলেন, চলো ঘোড়ার সঙ্গম দেখা যাক। দেখলাম আমরা। ওইরকম মজা আমি কখনও পাইনি। ফার্মহাউসে জিম, আস্তাবল, সুইমিং পুল সব আছে।

আবার সৌরভ

পরিচালক সায়ন্তন মুখোপাধ্যায় ১৯৫৪ নামে একটি সিরিজ বানিয়েছেন। এর বিষয়, ওই সময়কালে কলকাতায় বীরেন দত্ত নামে এক নারীলোলুপ সাইকো কিলার ছিল। সে বেলারানি নামে এক মহিলাকে কালীঘাটে খুন করে তার শরীরের টুকরো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। সেই ঘটনারই আবার তদন্ত শুরু হয়, নেতৃত্বে রুদ্রনীল ঘোষ। বীরেন-এর ভূমিকায় সৌরভ দাস।

অন্তঃসত্ত্বা ভারতী

টিভির লাফটার কুইন ভারতী সিংহ সমাজমাধ্যমে স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়ার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন, তাতে ভারতীর স্ফিতোদর স্পষ্ট। তাঁরা ক্যাপশন করেছেন, আমরা আবার অন্তঃসত্ত্বা। প্রথম সন্তান লক্ষ্যর বয়স তিন। ওঁদের কথায় দ্বিতীয় সন্তানের এটাই আদর্শ সময়। মেয়ের শখ এবার হয়তো পূরণ হবে।

সংকার সমিতির মাঠে প্যান্ডেল তৈরি শুরু। মালবাজারে।

তিন বছর আগের দাপুটে নেতা পাত্তাই পেলেন না 'দিদি'র কাছে

যেন পাহাড় থেকে খাদে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৭ অক্টোবর : তিন বছর আগে হড়পার সময় মাল পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার তৈরি করা ক্ষতিপূরণ তালিকা চূড়ান্ত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। সেই তালিকা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল মৃতের পরিবারকে। এমনকি সাহসিকতার জন্য যে চাকরি দেওয়া হয়েছিল সেই তালিকাও তৈরি করেছিলেন খোদ চেয়ারম্যান। সেই অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যানের যা প্রভাব ছিল তার ঠিক উলটো ছবি দেখা গেল সোমবার নাগরাকাটায়।

সোমবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে হেলিকপ্টারে হাসিমারা পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। তারপর সড়কপথে নাগরাকাটায় পৌঁছান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিহতদের পরিবারকে চেক বিতরণ করেন তিনি। সেই সময় সেখানে পৌঁছান স্বপন। কড়া নিরাপত্তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর অনেকটা কাছে পৌঁছে যান স্বপন। তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'আমাকে শাস্তি দিন, তবু আমাকে দলে নিন।' এতে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তারপরই মুখ্যমন্ত্রীকে দিদি বলে সম্বোধন করে প্রণাম করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন স্বপন।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী জানান, আজ তাঁর সময় নেই। সেইসঙ্গে মৃদুভাবে বলতে শোনা যায়, 'সেন্স নেই একটুও'। এই ভিডিওটি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। তারপরেই শুরু হয় স্বপনকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ।

২০২২ সালের ৫ অক্টোবর মাল নদীতে হড়পায় প্রাণ হারান আটজন। সে সময়ে মালবাজার শহরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আদর্শ বিদ্যাভবনে একটি সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সে সময়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বপনকে পাশে বসিয়ে জানতে চেয়েছিলেন মালবাজারে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার মতো কোনও জায়গা আছে কি না। স্বপন জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বাসযোগ্য কোনও রিসর্ট বা আবাস মাল শহরে নেই। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন মালবাজার শহরের কাছাকাছি কোথাও সরকারি আবাস নির্মাণের, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী এসে থাকতে পারেন। যদিও সেই আবাস তৈরি হয়নি এখনও।

তারপর কেটে গিয়েছে তিন বছর। দুর্নীতির অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন মালবাজারের একদা দাপুটে এই তৃণমূল নেতা। গত বছরের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিশেষ অডিট টিম আসে মাল পুরসভায়। অডিট চলাকালীন প্রচুর অনিয়ম ধরা পড়ায় দল থেকে বহিষ্কার করা হয় স্বপনকে। যদিও তারপরেও প্রায় ৫ মাস চেয়ারম্যান পদে বহাল ছিলেন তিনি। দলের বারবার অনুরোধের পরেও তিনি সরে আসেননি চেয়ারম্যান পদ থেকে। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ইস্তফা দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি চেয়ারম্যান পদে শপথবাক্য পাঠ করেন তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। তারপর থেকে কার্যত দিশেহারা হয়ে বারবার কলকাতা গিয়েছেন নেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু দলের স্পষ্ট নির্দেশ, দলে ফেরানো যাবে না স্বপনকে। সেই নির্দেশেই যেন আবার সিলমোহর পড়ল সোমবার দুপুরে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন দলে আর জায়গা নেই স্বপনের। যদিও তিনি বলেন, 'আমি এখনও তৃণমূলেই আছি। আমাকে শুধু তৃণমূলের কর্মসূচি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাগরাকাটায় আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বিজয়ার প্রণাম জানাতে গিয়েছিলাম।'

এ বিষয়ে মাল টাউন তৃণমূল সভাপতি পুলিন গোলদারের বক্তব্য, তৃণমূল দলকে ঢালের মতো ব্যবহার করতে চাইছেন স্বপন। অনেক পাওনাদার নিত্যদিন হাজির হচ্ছে স্বপনের বাড়িতে। সেটা থেকে রেহাই পেতেই সম্ভবত তাঁর এই কৌশল।

বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা জানান, নির্লজ্জতার চরম উদাহরণ দিলেন দল থেকে বিতাড়িত নেতা।

স্বপনের কাকুতিমিনতিকে যেমন গুরুত্ব দেননি তৃণমূল নেত্রী, একইভাবে তৃণমূলের অন্দরেও এই বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। উপরন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার করুণ অবস্থা দেখে এখন ট্রোল চলছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

আবাসিকদের পরিচর্যায় ভালো ফলন মাশরুমের

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : হোমের ছেলেদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে কোরক হোম কর্তৃপক্ষ। প্রায় দেড় বছর ধরে ১২ জন আবাসিককে নিয়ে শুরু হয়েছিল মাশরুম চাষ। যদিও এখন মাত্র পাঁচজন মাশরুম উৎপাদনের দায়িত্বে রয়েছে। এরা ভোকেশনাল নিয়ে পড়াশোনা করছে। আসলে ১৮ বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় কেউ কেউ বাইরের জগতে পা রেখেছেন, কেউ বা ফিরে গিয়েছেন নিজের বাড়ি। তাই ওই পাঁচজনই মাশরুম উৎপাদন সামলাচ্ছে। অন্য আবাসিকরা দাঁড়িয়ে চাক্ষুষ করে মাশরুম চাষ।

কোরক হোমে রয়েছে প্রায় ১০০টির মতো সিলিন্ডার, যেখান থেকে প্রায় ৫-৬ কেজি মাশরুম উৎপাদন হয়। যার মধ্যে থেকে কিছুটা হোমের আবাসিকদের খাওয়ানোর জন্য বরাদ্দ থাকে। বাকিটা হোম কর্তৃপক্ষের হাত ধরে বিক্রি হয়। জুন-জুলাই মাসে উৎপাদিত মাশরুম বিক্রি হয়েছে প্রায় ১২ হাজার টাকায়। বিক্রির টাকা মাশরুম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছেলেদের মধ্যে সম পরিমাণে ভাগ হয়ে তাদের অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

অগাস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭-৮ কেজি মাশরুম উৎপাদন হয়েছে। আগামীদিনে যাতে মাশরুম উৎপাদনের কাজ বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য আরও ১০০টির মতো সিলিন্ডার বসিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে মোট ২টি ইউনিটে ২০০টি সিলিন্ডার রয়েছে। এই প্রক্রিয়া যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য এই উদ্যোগ। পাশাপাশি ১৮ বছর বয়স হলে হোম থেকে বেরিয়ে স্বনির্ভরও হতে পারে ছেলেরা।

বাংলাদেশের একজন দীর্ঘদিন ধরে কোরক হোমে রয়েছে। তার ১৮ বছর হতে বেশি দেরি নেই। সে এই মাশরুম চাষের সঙ্গে যুক্ত। সে কোরক হোম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে, কীভাবে বাড়ি গিয়ে মাশরুম ফলাতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করতে। ইতিমধ্যে ইন্টারনেট দেখে বাংলাদেশের কোথা থেকে মাশরুমের বীজ পাওয়া যেতে পারে, ওই আবহাওয়ায় কী ধরনের ছাউনি প্রয়োজন তা জানানো হয়েছে ওই আবাসিককে।

কোরক হোমের সুপার গৌতম দাসের কথায়, 'ছেলেদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। বাড়ি গিয়ে কীভাবে মাশরুম চাষ করবে জানতে চাওয়ায় আমরা খুব খুশি। ওদের মধ্যে মাশরুম চাষের প্রতি যে আগ্রহ আছে তা বোঝা যায়। ওদের হাতের ছোঁয়ায়, পরিচর্যায় ভালো পরিমাণে ফলন হচ্ছে।'

'সুর সাম্রাজ্যে আলোর প্রাসাদ'

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৭ অক্টোবর : পশ্চিম ডুয়ার্সের বড় ও জনপ্রিয় শ্যামাপুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম সংকার সমিতি। এবার ক্লাবটি ৫৬তম বর্ষে পদার্পণ করছে এবং এই উপলক্ষ্যে বিশাল আয়োজন করা হচ্ছে। প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাজেট নিয়ে এগোচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

দিনকয়েক আগে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এবারের পুজোর থিম ও প্রচার হোর্ডিংয়ের আবরণ উন্মোচন করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এবারের দীপান্বিতা-বন্দনার থিম, 'সুর সাম্রাজ্যে আলোর প্রাসাদ'। বোঝা যাচ্ছে, এবারের পুজোয় থাকবে সুরের আবেশে মোড়া এক ঝলমলে আলোর রাজ্য। থিম অনুযায়ী মণ্ডপ, আলোকসজ্জা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকছে নানা অভিনবত্ব ও চমক।

প্রতিমা নির্মাণ করছেন ধূপগুড়ির খ্যাতনামা মৃৎশিল্পী দয়াল পাল। মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে থাকছে কোচবিহারের এক ডেকোরেটার্স। আলো ও ধ্বনি পরিকল্পনায় থাকছে মালবাজারের শিল্পীরা।

দু'দিনব্যাপী বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে ২২ ও ২৩ অক্টোবর। থাকবেন শিল্পী ও তারকা রিক বসু, অ্যানি আহমেদ, দীপ্তেন্দু রায় ও সঞ্জীব রাঠোর। রবিবার খুঁটিপুজো ও সান্ধ্যকালীন বিশেষ অনুষ্ঠান হয় রেলওয়ে ময়দানে। ১৮ অক্টোবর প্রতিমা আসবে মণ্ডপে। ১৯ তারিখে কালীপুজোর উদ্বোধন। ওইদিন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে ক্লাবের পক্ষ থেকে। কালীপুজো কমিটির সম্পাদক প্রভাত মণ্ডল বলেন, 'প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রদ্ধা, উৎসব এবং সংস্কৃতির এক অসাধারণ মেলবন্ধন উপহার দিতে প্রস্তুত সংকার সমিতি ক্লাব।'

প্রতিবছর মাল শহরের রেলওয়ে ময়দানে উপচে পড়া ভিড়, মেলা, আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে শহরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। দুর্গাপুজোর থেকেও শ্যামাপুজো জনপ্রিয়তা ও জনসমাগমের নিরিখে অনেক এগিয়ে এই এলাকায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, কলকাতা থেকেও পর্যটকরা মাল শহরে শ্যামাপুজোর টানে ছুটে আসেন। ফলে ব্যবসায়িক দিকেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শহরে। তবে চলতি বছরে বারবার প্রকৃতির বিরূপ আচরণ ও কিছু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কিছুটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শ্যামাপুজো কীভাবে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে নজর থাকবে শহরবাসীর। তবুও আশাবাদী সবাই, উৎসবের আনন্দে সমস্ত বাধা দূর হবে।

সংকার সমিতির শ্যামাপুজোর এবার ৫৬তম বর্ষ

প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাজেট

প্রতিমা নির্মাণ করছেন ধূপগুড়ির মৃৎশিল্পী দয়াল পাল

মণ্ডপ নির্মাণের দায়িত্বে থাকছে কোচবিহারের এক ডেকোরেটার্স

আলো ও ধ্বনি পরিকল্পনায় থাকছেন মালবাজারের শিল্পীরা

২২ ও ২৩ অক্টোবর বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অর্থাভাবে নমো-নমো করে পুজো

মালবাজার, ৭ অক্টোবর : মালবাজার শহরের অন্যতম বড় ও জনপ্রিয় এফসিসি ক্লাবের শ্যামাপুজো, এ বছর আর আগের মতো হচ্ছে না। শহরের বিগ বাজেটের এই পুজো প্রতিবছর আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিশাল আয়োজনের জন্য পরিচিত। মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের খেলার মাঠে আয়োজিত এই পুজো ছিল বহু যুগের আকর্ষণের কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, এ বছর আর্থিক সমস্যার কারণে শুধু নামমাত্র আয়োজন করা হচ্ছে। বন্ধ রাখা হয়েছে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা।

এদিকে এ খবরে মন খারাপ শহরবাসীর। স্থানীয় বাসিন্দা আকাশ রায় সাহা, বিট্টু দে-রা জানান, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, মালবাজার শহরের যে ক'টি বড় শ্যামা-আরাধনার আয়োজন হয় তার মধ্যে অন্যতম এফসিসি'র পুজো। এ বছর পুজো না হওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেল।

এফসিসি'র সদস্য উত্তম বিশ্বাস বলেছেন, 'শুধু পুজোর আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা হবে। বাজেট ঘাটতির কারণে অন্য আয়োজন বন্ধ রাখা হয়েছে।'

ঝোরা ফুঁসলে ভাসবে মাল

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৭ অক্টোবর : চা বাগান ঘেরা মালবাজারের বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে গুরজংঝোরা, সুখানিঝোরা, পাগলাঝোরা এবং একটি নামবিহীন ঝোরা। বছরের অধিকাংশ সময় এই ঝোরাগুলিতে জলপ্রবাহ সামান্যই থাকে। তবে বর্ষায় পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হলে ফুঁসে ওঠে এই ঝোরাগুলি। ঝোরা তখন রূপ নেয় দুরন্ত নদীর।

কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে, বর্ষা শুরু হলে মাল শহরের বিভিন্ন ঝোরায় জলস্তর আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। একদিকে পাহাড় থেকে আসা জলের তীব্র ধারা, অন্যদিকে ঝোরাগুলির সংকীর্ণতা এবং প্লাস্টিক-আবর্জনার স্তূপ, এই তিন কারণে দেখা দিচ্ছে প্লাবনের সম্ভাবনা। এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন মাল শহরের বাসিন্দা তথা পরিবেশপ্রেমীরা।

শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই বর্ষার জল ঢুকে পড়ার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। বিশেষত, নিম্ন অঞ্চলে বসবাসকারীরা এ নিয়ে প্রবল আতঙ্কে। যেমন শহরের সূর্য সেন কলোনি, পাকা লাইন ও এক নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শহরের জলে ভেসেছে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েত।

ঝোরার ধারে গড়ে উঠছে অবৈধ বসতি। তৈরি হয়েছে দোকানও। এতে সংকীর্ণ হয়েছে ঝোরার স্বাভাবিক গতি ও প্রশস্ততা। বিশেষত, পাগলাঝোরা ও গুরজংঝোরার আশপাশে এমন অনেক নির্মাণ হয়েছে, যেখানে আগে ঝোরার খোলা পাড় ছিল। এখন সেই জায়গা ভরেছে কংক্রিটে। এতে বৃষ্টির জল বেরোনোর পথ বন্ধ হয়েছে। ঝোরায় ক্রমাগত প্লাস্টিক ও কঠিন বর্জ্য ফেলায় বাধা পাচ্ছে জলের স্বাভাবিক প্রবাহ। শহরের নর্দমা ও নালাগুলি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার না হওয়ায় আবর্জনা সরাসরি গিয়ে পড়ছে ঝোরায়। ফলে বর্ষায় অল্প বৃষ্টিতেই উপচে পড়ছে জল। আশঙ্কা প্রকাশ করে পরিবেশপ্রেমী স্বরূপ মিত্রর মন্তব্য, ঝোরার সমস্যা প্রকৃতির নয়, এটি মানুষের তৈরি। সচেতনতা বাড়াতে না পারলে যে বিপদ আসছে, তা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ঝোরাগুলো পথ বদলালে শহরকে জলমগ্ন করতে পারে বলে আশঙ্কিত অভিজ্ঞ মহল। জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার নির্মল সাহা জানালেন, 'প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে নদী বা ঝোরা তার গতি বদলাতে পারে। এখন গুরজংঝোরা যদি তার পথ পরিবর্তন করে পাগলাঝোরার সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে শহরের প্রধান আবাসিক অঞ্চলগুলি জলের তলায় চলে যেতে পারে। সেটি হবে এক বিপর্যয়।

তাঁর সংযোজন, সঠিক পরিকল্পনা, সংস্কার ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ করলে শহরকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যাবে। ঝোরাগুলি সংস্কার ও ড্রেজিং করলে জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে। নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। ঝোরার পাশে অবৈধ নির্মাণ ও বসতি নির্মাণ বন্ধ করা উচিত। শহরজুড়ে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জোরদার করা।

বিষয়টি নিয়ে পুরসভার স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ বলেন, 'বিগতদিনে ঝোরাগুলোকে সংস্কার করা হয়েছিল। পুনরায় কী করা যায়, পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি উত্থাপিত করব।'

ঝোরায় প্লাস্টিক ও বর্জ্য ফেলায় বাধা পাচ্ছে জলের স্বাভাবিক প্রবাহ।

> প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে নদী বা ঝোরা তার গতি বদলাতে পারে। এখন গুরজংঝোরা যদি তার পথ পরিবর্তন করে পাগলাঝোরার সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে শহরের প্রধান আবাসিক অঞ্চলগুলি জলের তলায় চলে যেতে পারে। সেটি হবে এক বিপর্যয়।
>
> **নির্মল সাহা** *প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার, জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর*

পথকুকুরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ

ময়নাগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ময়নাগুড়ি শহরের প্রায় সর্বত্র পথকুকুরের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বাসিন্দারা। হাটবাজারে এবং বিভিন্ন পাড়ার মোড়ে জটলা বেঁধে থাকছে পথকুকুরের দল। দিনে ততটা সমস্যা না করলেও সন্ধ্যার পর পথ চলাই দুষ্কর।

১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজেন সরকার বলেন, 'বাজারে দোকান বন্ধ করে রাতে বাড়ি ফেরার সময় আতঙ্কে থাকতে হয়। পথে দুই-তিনটি জায়গায় পথকুকুর দলবেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো-কখনো মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে।' ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নৃপেন সাহার অবস্থা আরও করুণ। তিনি বলেন, 'পথকুকুরের ভয়ে সকালে রাস্তায় পায়চারি করা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছি।'

সমস্যার কথা স্বীকার করেন ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত। তিনি বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের চিন্তাভাবনা করা উচিত। না হলে কয়েকবছর পর ভয়ংকর পরিস্থিতি হবে।'

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের বক্তব্য, 'সমস্যা হল পথকুকুরের নির্বীজকরণের পরিকাঠামো বা ব্যবস্থা আমাদের এখানে নেই। তবে মানুষ যাতে আতঙ্কে না থাকেন, সেই ব্যাপারে দেখা হচ্ছে।'

রোদ উঠতেই বই শুকোতে দেওয়া। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির তিস্তার পাড়ে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩
ও নেগেটিভ	০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১৫

দুর্গতদের পাশে শিক্ষক-ছাত্ররা

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : টানা বৃষ্টিতে তিস্তার জলস্তর বাড়ায় জনজীবন বিপন্ন। ঘর ছেড়ে বাঁধে কিংবা ফ্লাড শেলটারে থাকতে বাধ্য হয়েছেন হাজারো মানুষ। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স-এর এনএসএস ইউনিট। শতাধিক দুর্গত মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি, জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষকরা তিস্তার বাঁধ সংলগ্ন বন্যাকবলিত এলাকায় খাদ্য, বস্ত্র সহ একাধিক ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়ার কাজ করেন।

পাড়ায় পাড়ায়

রাস্তার পাশে আবর্জনা

মালবাজার

মালবাজার, ৭ অক্টোবর : মাল শহরের রেলওয়ে ময়দান থেকে ঘড়ি মোড় যাওয়ার রাস্তায় তৈরি হয়েছে অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড। ফলে দুর্গন্ধ ও মশামাছির উপদ্রবে এলাকায় টেকা দায় হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে ওই আবর্জনা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পথচলতি মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। স্থানীয় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ এই পরিস্থিতির জন্য কিছু অসচেতন ব্যবসায়ী ও আশপাশের ওয়ার্ডের অসচেতন নাগরিকদের দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের ওয়ার্ডে সপ্তাহে দুইদিন আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।'

দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ জমা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা কাজল সাহা বলেন, 'রাস্তার পাশে এরকম আবর্জনার স্তূপ যেমন দেখতে খারাপ লাগে, তেমনি সেখান থেকে মশামাছিবাহিত রোগের আশঙ্কা রয়েছে।' এই এলাকায় রেলওয়ে ময়দান, ফরওয়ার্ড ক্লাবের খেলার মাঠ, স্টেশন বাজার রয়েছে। ফলে নিয়মিত ওই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন।

কলের পাশে জঞ্জাল

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : রাস্তার পাশে জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। রাতে এলাকাবাসী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আবর্জনা ফেলে দিয়ে যান। কথা হচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের। দিনবাজার এলাকার ছোট মসজিদের সামনের তিনমাথার মোড়ে একটি পানীয় জলের কল রয়েছে। আশপাশের এলাকার ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে জল নেন। ওই পানীয় জলের কলের পাশে আবর্জনার স্তূপ।

বাসিন্দা পবন চৌধুরী বলেন, 'প্রায়দিন আমি ওই এলাকায় আমার এক বন্ধুর দোকানে বসে আড্ডা দিই। তখন দেখতে পাই আশপাশের থেকে মানুষ এসে ওই জায়গায় আবর্জনা ফেলে দিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু মানুষের স্বভাব পালটায় না।' এবিষয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতাপ্রসাদ শা বলেন, 'বহুবার এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীদের বলেছি ওই জায়গায় যাতে কেউ আবর্জনা না ফেলে। ব্যবসায়ীদের ফের সচেতন করা হবে।'

তথ্য : সুশান্ত ঘোষ ও অনসূয়া চৌধুরী

দেবী চৌধুরানি মন্দিরে ১৫১টি মালসা ভোগ

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৭ অক্টোবর : ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানির গল্প সবার জানা। সেই দেবী চৌধুরানি পুজো দিতেন জলপাইগুড়ি শহর ঘেঁষা গোশালা মোড়ের কাছে অবস্থিত একটি কালী মন্দিরে। এই মন্দির দেবী চৌধুরানি কালী মন্দির নামে পরিচিত। মানুষের বিশ্বাসের পাশাপাশি এই মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে কয়েকশো বছরের ইতিহাস। লোকমুখে শোনা যায় সাড়ে তিনশো বছরের বেশি পুরোনো এই মন্দিরে একসময় নরবলি হত। নরবলি উঠে গেলেও বাকি সব আচার মেনে এখানে কালীপুজো হয়।

গল্পকথায় সমৃদ্ধ দেবী চৌধুরানির মন্দিরটি নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল রয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবছরও মন্দিরে বার্ষিক কালীপুজোর জন্য প্রস্তুতি চলছে। ভক্তদের বিশ্বাস মন্দিরে এসে মায়ের কাছে কিছু চাইলে তা পূরণ হয়। বার্ষিক এই পুজোর জন্য দেবী চৌধুরানি পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা বাইরে থেকে চাঁদা আদায় করেন না। ভক্তরা যা প্রণামি দেন তা দিয়ে মায়ের পুজোর আয়োজন করা হয়।

মন্দিরের পুরোহিত সুভাষ চৌধুরীর মতে, 'মা কালী এখানে চৌধুরানি কালী হিসেবে আরাধ্য। এই মন্দির কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্র নয়, বরং জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য ও ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে।'

মন্দিরের চারদিক বৃত্তের মতো ঘিরে রেখেছে বিশাল বট গাছ। মন্দিরের পাশে রয়েছে রুদ্রাক্ষের গাছ। এই গাছের বয়স প্রায় ২৫০ বছর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, ১৭৯২ সালে এই পথ দিয়ে দেবী চৌধুরানি যাতায়াত করতেন। তবে পাতকাটা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বছর ৯০-এর ভবতোষ রায় বলেন, 'ছোটবেলায় শুনেছিলাম জমিদারবাড়ির এক মহিলা স্বপ্নে মা কালীকে দেখতে পেয়েছিলেন। মায়ের স্বপ্নাদেশ অনুসারে গোশালার নিকটে ছোট এক মাটির মন্দিরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সেই থেকে এখানে পুজো শুরু হয়।' ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষের ভক্তি ও দানের অর্থ দিয়ে পাকা মন্দির তৈরি হয়।

মন্দির কমিটির সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'দেবীমূর্তিটি কষ্টিপাথরের তৈরি। এখানে তন্ত্রমতে দেবীর পুজো হয়। কালীর পুজোর রাতে পাঁঠাবলি হয়। পাঁঠার রক্ত দিয়ে শিবা ভোগ তৈরি হয়। এছাড়া ১৫১টি মালসা ভোগ দেওয়া হয়।' নরবলি প্রসঙ্গে তিনি জানান, নরবলির তথ্যপ্রমাণ জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল জেলে পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে নয়ন কাপালিককে ইংরেজ শাসকরা ফাঁসি দিয়েছিলেন। নয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল পাতকাটার পাতু দাস নামে একজনকে বলপূর্বক নিয়ে এসে দেবী চৌধুরানি মন্দিরে বলি দেওয়া হয়েছিল। দেবী চৌধুরানি মন্দিরকে হেরিটেজ ঘোষণা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি।

দেবী চৌধুরানি মন্দিরের ভেতরের দৃশ্য।

পৃথিবীর পাঠশালা

অবসরেও তুমিই স্বপ্নে

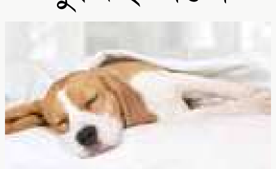

কুকুর কি স্বপ্ন দেখে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, সম্ভবত আপনিই তাদের স্বপ্নের নায়ক! মানুষের মতোই কুকুরদেরও ঘুমের কিছু পর্যায় আছে। আর তখনই তারা স্বপ্ন দেখে। এ সময় তাদের চোখ নড়ে, পা কাঁপে, আর মুখ থেকে ছোট ছোট শব্দ বের হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কুকুররা দিনেরবেলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঘুমের মধ্যে আবার মনে করে। তাই যখন আপনি খেলেন বা তাদের কিছু শেখান, তখন ঘুমের মধ্যেও তাদের মস্তিষ্কে সেই স্মৃতিগুলো ফিরে আসে। একজন হার্ভার্ড গবেষক বলেন, 'যেহেতু স্বপ্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাই কুকুররাও সম্ভবত তাদের চেনা-পরিচিত দৃশ্যগুলোই দেখে। যেমন, বল তাড়া করা, আপনার কণ্ঠস্বর শোনা, বা আপনার সঙ্গে খেলা করা। তাই পরের বার যখন আপনার প্রিয় পোষা প্রাণী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পা নাড়বে, বুঝবেন, তাদের ছোট্ট মস্তিষ্কে চলছে আপনার সঙ্গে খেলার মজার কোনও মুহূর্তের স্মৃতি।

ঘুমের পরে প্রেম

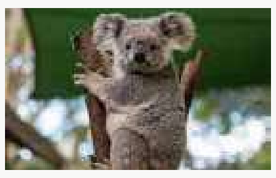

মর্দা কোয়ালারা প্রথমে জোরে ডেকে ওঠে, যাতে মাদি কোয়ালারা তাদের খুঁজে পায়। যদি কেউ সাড়া না দেয়, তবে তারা তাড়া করে না, বরং বিশ্রাম নেয়। কারণ, শক্তি সঞ্চয় করা তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরে আবার চেষ্টা করে। মাদি কোয়ালারা নিজেদের পছন্দমতো মর্দা কোয়ালাকে বেছে নিতে পারে। যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তারা তাকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা গাছের পাতলা ডাল বেয়ে ওপরে উঠে যায়, যেখানে মর্দা কোয়ালা যেতে পারে না। এমনকি বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর কিছু মর্দা কোয়ালাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছেন! কোয়ালারা ইউক্যালিপটাস পাতা খায়, যা থেকে খুব কম শক্তি পাওয়া যায়। তাই দিনে তারা প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটায়। তাই ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়া তাদের কাছে কোনও ড্রামা নয়, বরং একটা কৌশল। এভাবে তারা পরের সুযোগের জন্য শক্তি জমিয়ে রাখে।

সিলদের নতুন প্ল্যাটফর্ম

আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে। তাতে সেখানকার বন্যপ্রাণ, বিশেষ করে সিলদের জীবন বিপন্ন। কিন্তু নরওয়ের বিজ্ঞানীরা এর এক অভিনব সমাধান খুঁজে বের করেছেন। তাঁরা সিলদের জন্য ভাসমান বরফের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন। এই প্ল্যাটফর্মগুলো প্রাকৃতিক বরফের মতো কাজ করে, যা সিলদের বিশ্রাম ও প্রজননের জন্য নিরাপদ জায়গা করে দেয়। এগুলি টেকসই, বিষাক্ত নয় এমন বস্তু দিয়ে তৈরি, যা বছরের পর বছর জলে ভেসে থাকতে পারে। প্ল্যাটফর্মের ওপর খাঁজ কাটা আছে। এতে সিলদের সংখ্যা এবং পরিবেশের অবস্থা বোঝার জন্য স্মার্ট সেন্সরও লাগানো আছে। এটি সিল শিশুদের বেড়ে ওঠা ও সাঁতার শেখার জন্য উপযুক্ত স্থান। এটি শুধু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল নয়, বরং পরিবর্তিত পৃথিবীতে প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রতীক।

পরিষ্কার করতে গিয়ে ক্ষতি

ঘর পরিষ্কারের জন্য যে স্প্রে ব্যবহার করা হয়, তা আমাদের ফুসফুসের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তা কি আমরা জানি? ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেনের একটি ২০ বছরের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত রাসায়নিক পরিষ্কারক ব্যবহার করেন, তাঁদের ফুসফুসের ক্ষতি ২০ বছর ধরে দিনে এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার ক্ষতির সমান। এটি বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারণ তাঁরাই সাধারণত এই কাজগুলো বেশি করেন। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো শ্বাসনালিতে জ্বালা সৃষ্টি করে, যা শ্বাসযন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি করে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট এবং হাঁপানির মতো রোগ বাড়তে পারে। গবেষকরা পরামর্শ দিচ্ছেন, নিরাপদ বিকল্প যেমন- জল ও মাইক্রো ফাইবার কাপড় ব্যবহার করার জন্য। এতে আমরা নিজেদের ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখতে পারব।

স্মৃতিচিহ্ন আগলে শপথ রাই হাউসে

প্রথম পাতার পর

'প্রস্তর খসিয়াছে ভূমে প্রস্তরের পরে/ চারিদিকে ভগ্নস্তূপ, তাহাদের তলে/ লুপ্ত স্মৃতি; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী জলে/ ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে!'- প্রিয়জনদের স্মৃতি ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গে এভাবেই আক্ষেপ করেছিলেন কামিনী রায়। তবে চোখের জল মুছতে মুছতে নিশা বলেন, দোতলায় বাবা-মায়ের শোয়ার ঘরটিই স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সাজিয়ে রাখব আমরা। তক্তপোশটি সেখানেই থাকবে।'

মিরিক লেকের একশো মিটারের মধ্যেই রাই হাউস। বাড়ির পাশে এবং পেছনে খানিকটা ফাঁকা জমি রয়েছে। তবে বড় কোনও ঢাল বা বাঁকে বাড়িটি তৈরি হয়নি। বাড়ির সদস্যরা তো বটেই, রাই হাউসে ধস নেমে কারও মৃত্যু হতে পারে সেকথা প্রতিবেশীরাও কল্পনা করতে পারেননি। ঘটনার দু'দিন পরেও কারওই ধন্দ কাটছে না। প্রয়াত বিজেন্দ্রর প্রতিবেশী এটি রাইয়ের কথা, 'সকালে সব দেখে আমরা তো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। পাথর নেই, শুধুই মাটি ধুয়ে সব শেষ করে দিল।'

রাই দম্পতির দুই মেয়ে, নিশা এবং সতমা। ছেলে লোকেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত। নিশার বিয়ে হয়েছে মিরিকেই, আর সতমার নেপালে। দশেরা উপলক্ষ্যে দুই বোন সপ্তাহখানেক আগেই বাড়িতে এসেছিলেন। অন্যান্য সময় সন্ধ্যার মধ্যেই কার্যত ঘুমিয়ে পড়ে মিরিক। দুর্ঘটনার দিন সবাই মিলে আনন্দ করে রাত এগারোটা নাগাদ ঘুমোতে গিয়েছিলেন। রাতের আনন্দ পরের দিন সকালে বিষাদে পরিণত হয়। পাশের ঘরে ঘুমোলেও নিশা এবং তাঁর স্বামী ধস নেমে বাবা, মা, বোনের চাপা পড়ার বিষয়টি বুঝতেই পারেননি। সেই আক্ষেপ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাঁরা। নিশার কথায়, 'এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কথাও ভালোমতো শোনা যাচ্ছিল না। রাতে একবার হালকা আওয়াজ শুনেছিলাম। সেটা যে ধসের তা কল্পনাও করতে পারিনি। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর পাশের ঘরে মোবাইল চার্জার আনতে গিয়ে সর্বনাশের দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠি।' 'আগে টের পেলে হয়তো কিছু করা যেত'- বারবার সেকথাই আওড়াচ্ছিলেন নিশা। তাঁর স্বামী রিনচেন লামার গলাতেও আক্ষেপের সুর, 'পাশের ঘরে এতবড় ঘটনা কেন টের পেলাম না তা কোনও অঙ্কেই মেলাতে পারছি না। এই অপরাধবোধ সারাজীবনেও মিটবে না।'

স্মৃতিসুধায় ভরা বিদায়ের পত্রে কবিগুরু লিখেছিলেন, 'নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোক রেখা'। এই আলোক রেখা আসলে অন্ধকার থেকে মুক্তির ইঙ্গিত। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি করে নিজেদের ডেকে আনা বিপর্যয়ে কান্নার রোল উঠেছে মিরিকজুড়ে। এদিন পড়ন্ত বেলায় সেই কালো কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল নিশার চোখে। রাই হাউস ছাড়ার সময় বললেন, 'ধসের কারণে আমার মতো কেউ যেন আর মাতৃহারা না হন তারজন্য অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে বাড়ি তৈরি নিয়ে সবাইকে সচেতন করব।' মঙ্গলবার প্রায় পর্যটকশূন্য ছিল মিরিক। দোকানিদের আয় কার্যত কিছুই হয়নি। তবে এদিন নিশার শপথই ছিল মিরিকের পরম পাওয়া।

রিলে ঢাকা পড়ে কান্না

অতিষ্ঠ সহায়সম্বলহীন বন্যাকবলিত মানুষ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৭ অক্টোবর : একদিকে কৌতূহল অন্যদিকে ক্যামেরা। দুইয়ের গেরোয় যেন দুর্ভোগ আরও কয়েক মাত্রা ওপরে। চারদিকে জল আর জল, সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের অসহায় মুখ কিংবা হাহাকার। তবে ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীতীরের বন্যাকবলিত এলাকার মানুষ অনবরত কয়েকটা হাত দেখতে পাচ্ছেন বটে। তবে তাতে ধরা মোবাইল। পাল্লা দিয়ে চলছে ছবি তোলা আর রিল, বানানোর হিড়িক। অন্যদিকে, কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন বন্যাদুর্গত এলাকা দেখতে। আর এতেই অতিষ্ঠ এলাকার প্রায় কয়েক হাজার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, এমন বিপর্যয়ের মুহূর্তেও কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নয় বরং ছবি তুলতে তাঁদের এলাকায় ছুটে আসছেন। এলাকাবাসীর কাতর অনুরোধ, 'আমাদের পাশে দাঁড়ান তবে তা না পারলেও অন্তত এলাকায় অযথা ভিড় করবেন না।' এদিকে, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ এই দুঃসময়ে রিল না বানিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে মন্তব্য করেন।

বন্যাকবলিত এলাকা দেখতে উৎসাহী জনতার ভিড়।

গত রবিবার সকাল থেকেই ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি ও চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া, চারেরবাড়ি, রথেরহাট, জলদানের বাড়ি, ভাঙ্গারহাট সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ছবিটাই যেন বদলে গিয়েছে। জলঢাকার বাঁধ ভেঙে সহায়সম্বল হারিয়ে গৃহহীন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। চারদিকে কেবল ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যে জল কমার পরে গ্রামবাসীরা যখন নিজেদের ভিটেমাটি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তখনই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে রিল বানাতে আসা কিংবা বন্যা দেখতে আসা উৎসাহী জনতার ভিড়। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগুনতি মানুষ এলাকায় আসছেন। এমনকি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকেও ওই কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মঙ্গলবার তারারবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় দেখা যায় বাঁশের ব্যারিকেড করে এলাকা আটকে দিয়েছে প্রশাসন।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মোবাইল হাতে রিল বানাতে আসা তরুণ-তরুণীরা নানা প্রশ্ন করে বা ছবি, ভিডিও তুলে বিরক্ত করছেন। এ নিয়ে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়ার তারারবাড়ির বাসিন্দা হরিপদ রায় বললেন, 'বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়েছি। আমরা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। রবিবার বাড়ি ফিরে দেখি একমাত্র থাকার ঘর নেই। আসবাবপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সেসব দেখতেই প্রচুর মানুষ আসছেন।'

এদিকে, ধূপগুড়ির ডাউকিমারি থেকে আমগুড়িতে রিল বানাতে এসেছিলেন এক তরুণ দিলীপ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'বন্যা নিয়ে আমার পরিবার ও এলাকার মানুষের কৌতূহল রয়েছে। তাই ভিডিও তুলে ও রিল বানিয়ে সকলকে দেখাব।'

ফের হলুদ সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : শিয়রে কী ফের দুর্যোগ, উত্তরের আকাশে নতুন করে মেঘ জমতে শুরু করায় এই প্রশ্ন উঠছে। বুধবার যে বিক্ষিপ্তভাবে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। যে কারণে বুধবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের ক্ষেত্রে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই তিনটি জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়ার সতর্কবার্তাও জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে। দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানান আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। মঙ্গলবার দার্জিলিং পাহাড় সহ কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। ধস নামায় পাঙ্খাবাড়ি রাস্তায় সাময়িক যান চলাচল বন্ধ থাকে এদিন। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের তরফে ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে নজরদারি রাখা হচ্ছে।

ফিরব কোথায়

প্রথম পাতার পর

ফলে বিপাকে পড়েন নদীর ওপর টানাটানি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ভেসে যাওয়ার কারণে ওপারের বামনডাঙ্গা-টন্ডু ও খেরকাটা গ্রামের বাসিন্দারা। অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে নদী ডিঙিয়ে বা ট্র্যাক্টরে চেপে দিনভর যাতায়াত করেন। এদিকে, ভাঙা অ্যাপ্রোচ রোড থেকে বাঁশের সিঁড়ি তৈরি করে সেতুতে ওঠার একটি ব্যবস্থাও স্থানীয়রা করেছেন।

ময়নাগুড়ির আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটোরবাড়ি, তারারবাড়ি সহ একাধিক গ্রামের অবস্থা এমন বিপর্যস্ত যে ওই এলাকার বাসিন্দারা তাঁদের বাড়ির সামনে এখনও পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। বহু এলাকায় পলির মোটা আস্তরণ জমে থাকায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। আমগুড়ি, চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের সব এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি। ব্লকে এখনও পর্যন্ত ১৬টি ত্রাণশিবির খোলা রয়েছে। জলঢাকা বাঁধের ওপর ও রেললাইনের পাশে ত্রিপল দিয়ে তাঁবু খাটিয়ে আশ্রয় নিয়ে আছেন হাজারেরও বেশি মানুষ। এছাড়াও সরকারি স্কুলগুলিতেও বানভাসি এলাকার অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন। কবে তাঁরা গ্রামে ফিরবেন, ফিরলেও কোথায় আশ্রয় নেবেন, তা স্পষ্ট নয়। আমগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিবিরে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে আশ্রয় নেওয়া সৌমেন রায় বলেন, 'বন্যায় বাড়িঘর পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। গ্রামে ফিরে কবে, কোথায় ঘর তৈরি করব, তা জানা নেই। অসহায় অবস্থায় রয়েছি।'

এলাকায় জলের মধ্যে বহু গবাদিপশুর দেহ ভেসে রয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে খাবার বিলি করা হচ্ছে এলাকায়। বামনডাঙ্গাতেও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছে একাধিক সংগঠন। সুলকাপাড়া অঞ্চল আঞ্জুমান সমিতির সম্পাদক মমিতুল হক বলেন, 'ত্রাণশিবিরের কমিউনিটি কিচেনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী দিয়ে এসেছি। পাটোয়ারিপাড়া, খয়েরবাড়ি, ছাড়টন্ডু বিস্তর মতো আরও একাধিক এলাকাতেও ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।' টন্ডুবিস্তিতে গিয়ে ত্রাণ দিয়ে আসে এবিপিটিএ। বামনডাঙ্গার ফ্যাক্টরির ত্রাণশিবিরে হাজার তিনেক লোক আশ্রয় নিয়েছেন। পরিবারগুলির হাতে ত্রিপল সহ নানা ধরনের সামগ্রী তুলে দেন জেলা শাসক।

ক্রান্তির চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুসুবায় বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। প্রায় এক হাজার গ্রামবাসীদের শুকনো খাবার জামাকাপড় বিতরণ করা হয়। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের থেকেও একাধিক জায়গায় কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(তথ্য : শুভজিৎ দত্ত, অভিরূপ দে ও শুভদীপ শর্মা)

আক্রান্ত মনোজ

কুমারগ্রাম, ৭ অক্টোবর : দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনির পর এবারে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ ফের আক্রান্ত হলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা ত্রাণ বিতরণে বাধা দিলে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে বলে অভিযোগ। একটা সময় উভয়পক্ষ মেজাজ হারালে সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয় দলের কর্মী-সমর্থকরা জখম হন। বিধায়কের দেহরক্ষী দুই সিআইএসএফ জওয়ানও আহত হন। জবাবে সিআইএসএফ জওয়ানরা পালটা লাঠিচার্জ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেখে বিধায়ক এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ত্রাণসামগ্রী রেখে গ্রাম ছাড়েন। তখন বিধায়ককে উদ্দেশ্য করে গালমন্দ করার পাশাপাশি তৃণমূলের নেতা সহ কর্মী-সমর্থকদের একাংশ গো ব্যাক স্লোগান দেন বলে অভিযোগ। ফেরার সময় পাথর ছুড়ে বিজেপি নেতাদের গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। ঘাসফুল শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি।

মনোজ বলেন, 'যেখানে যেখানে বন্যার জল ঢুকছে, সেখানে গিয়ে আমরা দলের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ত্রাণ বিলি করছিলাম। সোমবার মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগরে ত্রাণ বিতরণে বাধা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভেবেছিলাম। এদিন বিত্তিবাড়িতে ফের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ত্রাণসামগ্রী বিতরণে বাধা দেন। অতর্কিতে আক্রমণ হেনে দলের মহিলা কর্মী সহ অনেককে জখম করা হয়েছে। গাড়ি ভাঙচুর করেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও ছাড়েনি। তাঁদেরও আঘাত করা হয়েছে। তৃণমূলের হার্মাদবাহিনীর আক্রমণ এবং বাধার মুখে পড়ে ত্রাণ বিতরণ করতে পারিনি। গোটা বিষয়টি দলের ওপরমহলকে জানিয়েছি।'

তাঁদের দিকে তোলা অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম উত্তর অঞ্চল সভাপতি তনুময় দাস মানতে চাননি। তনুময়ের কথায়, 'গ্রামবাসীরাই ত্রাণ বিতরণে বাধা দিয়েছেন। দুই-তিনদিন আগে।'

তারকাদের ড্যামেজ কন্ট্রোল

শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ দুর্যোগের বিকেলে 'তাঁরা' ব্যস্ত ছিলেন কলকাতার কার্নিভালে। রেড রোডের মঞ্চে কোমর দুলিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে গানের তালে তালে পা মিলিয়েছেন। অথচ মনে পড়েনি উত্তরবঙ্গের কথা! এই সেলেবরাই সিনেমার প্রচারে গঙ্গার এপারে এসে উত্তরের সমর্থন চান। কিন্তু এমন দুর্যোগের পর প্রিয় সেলেবদের পাশে পাননি উত্তরের এই দুর্গতরা। নেট মাধ্যমে যা নিয়ে বিস্তর কটাক্ষ, ট্রোলের শিকার হয়েছেন রুপোলি পর্দার তারকারা। অবশেষে, চাপে পড়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের পথে দেব-বুম্বারা। মঙ্গলবার প্রসেনজিৎ থেকে দেব-'উত্তরবঙ্গের পাশে' থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। একজোট টলিউড। ত্রাণের সেই টাকা উত্তরের বিপদগ্রস্ত মানুষগুলির জন্য পাঠানোর কথা জানিয়েছেন তাঁরা। এদিনও সমাজমাধ্যমে ধেয়ে এসেছে একের পর এক তীক্ষ্ণ বাক্য।

রবিবার বেলা গড়াতেই দিকে দিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। একের পর এক মৃত্যুর খবর পৌঁছেছে কলকাতাতেও। সেগুলি কি কানে যায়নি 'উত্তরের পাশের মানুষ' বলে বারবার দাবি করা টলিউডের সেলেবদের? মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকায় সেলেবদের তুলোধোনা করতে ছাড়েনি বাঙালি। অথচ, দেব থেকে প্রসেনজিৎ, যিশু সহ খ্যাতনামারা নিজেদের 'স্বার্থের' বেলা বেছে নিতেন উত্তরের শহরগুলিকেই। সিনেমার প্রচারে বারবার এসেছেন মালদা থেকে কোচবিহারে। শিলিগুড়িতে তো হামেশাই আনাগোনা এই বঙ্গ সেলেবদের। তাঁদের টানে দলবেঁধে সিনেমা হল ভরিয়েছেন। পুজোয় রঘু ডাকাত থেকে দেবী চৌধুরানিতে মন ভরিয়েছে উত্তরও।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বুম্বা- উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। সেই পোস্টে তাঁর সংযোজন, আমরা উত্তরবঙ্গের তীব্র কান্না অনুভব করতে পারি। এই সময়ে আমরা হাতে হাত ধরে আপনাদের যুদ্ধের অংশীদার হওয়ার তাগিদ অনুভব করছি। কারণ, উত্তরবঙ্গের মানুষদের ছাড়া আমাদের সিনেমা, আমাদের অস্তিত্ব অসম্পূর্ণ। বুম্বার সেই পোস্টেও অবশ্য হাসির রিঅ্যাক্ট পড়েছে কয়েক হাজার। দেবের উদ্যোগে এদিন থেকে ডুয়ার্সের বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ বিলি চলে। সেই ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, উত্তরবঙ্গের এই কঠিন সময়ে আমি পাশে আছি। প্রার্থনা করি, সবাই সুস্থ থাকুক।

জীবনের গান

প্রথম পাতার পর

সামনে ভয়ংকর নদী পেরোতে হবে, এটা জানতেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। পাড়ে পৌঁছানোর পর সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা জানালেন, নদী পেরিয়ে জঙ্গলঘেরা গ্রামে যাওয়ার পথে হাতিদের থাকা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আর খেরকাটার জঙ্গলে এখন হাতিরা রয়েছে বলেই তাঁদের কাছে খবর আছে। সেসব বিপদ মাথায় নিয়েই তাঁরা বোটে এগিয়ে চলেন। নদী পেরিয়ে অর্ধেক পথ যাওয়ার পর একটি ভাঙা কালভার্টের সামনে পৌঁছে দেখেন শিলাকে নিয়ে তাঁর পরিবারের লোকজনও আসছেন নদীর দিকে। দ্রুত স্ট্রেচারে তুলে শিলাকে নিয়ে আসা হয় নদীর ধারে। বোটে চাপিয়ে নদী পার করেই তোলা হয় অ্যাম্বুল্যান্সে। ভোর রাতেই শিলাকে নিয়ে আসা হয় সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। তাঁর শারীরিক অবস্থা তেমন ভালো না থাকায় অপারেশন করা সম্ভব হয়নি। দ্রুত শিলাকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই অবজার্ভেশনে রয়েছেন শিলা।

বিএমওএইচ অবশ্য তাঁদের এই কাজকে বিশেষ কিছু বলে ভাবছেন না। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের কর্তব্য। তাছাড়া এখন এলাকায় দুর্যোগ চলছে। আশা করছি দ্রুত ওই অন্তঃসত্ত্বা সুস্থ শিশুর জন্ম দেবেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর খোঁজ রাখা হচ্ছে।'

৪ অক্টোবর রাতে টানাটানি সেতু বসে যাওয়ার পর বিপর্যস্ত বামনডাঙ্গা চা বাগানে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে এনডিআরএফ-এর তৈরি করে দেওয়া জিপ লাইনে ঝুলে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিএমওএইচ। তখনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন আশা প্রকল্পের ব্লক কোঅর্ডিনেটর ছাড়াও প্রভাত বর্মন, পলাশ ইসলামের মতো সমাজসেবীরা। স্বাস্থ্যকর্তা অবশ্য বলছেন, 'মানুষের বিপদে মানুষই যদি পাশে না দাঁড়ায় তবে কে দাঁড়াবে?' নাগরাকাটাজুড়ে এখন ধ্বংসের ছবি। ইতিমধ্যেই ১০ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। বিধ্বস্ত জেলায় এখন জীবনের গান শোনাচ্ছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তা-কর্মীরা।

ধসে চাপা, মৃত ১৮

নিউজ ব্যুরো

৭ অক্টোবর : মঙ্গলবার হিমাচলপ্রদেশে এক ভয়াবহ ভূমিধসে কমপক্ষে ১৮ জন বাসযাত্রী প্রাণ হারান। এদিন সন্ধ্যায় বিলাসপুর জেলার ভারথির কাছে বাল্লু সেতুর কাছে হঠাৎ পাহাড় থেকে পাথর ও মাটি রাস্তার ওপর ভেঙে পড়তে থাকে। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে মারোটান-কালাউল রুটের একটি যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস যাচ্ছিল। আচমকা পাহাড় থেকে নেমে আসা পাথর ও মাটিতে বাসটি চাপা পড়ে যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আথর্মুভার নিয়ে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। রক্তাক্ত যাত্রীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দুধিয়ায় মমতা

প্রথম পাতার পর

বিধায়কদের ওপর যে হামলা হয়েছে সেটার রিপোর্ট রাজ্যের কাছে চাওয়া হয়েছে। দ্রুত রিপোর্ট না দিলে আমরা পদক্ষেপ করব।' দিনের শেষে অবশ্য প্রশ্ন থেকেই গেল, মিরিক আশ্বস্ত হল কি?

বিরোধী দলনেতা মিরিকে আহত এবং নিহতদের পরিজনের সঙ্গে কথা বলেন। ফেরার পথে মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চৈতন্যপুরে রাধারঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। আটটি পরিবারকে ত্রাণসামগ্রী দেন। আর্থিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

পাহাড়ের দুর্যোগে মৃতের সংখ্যা মঙ্গলবার আরও বেড়েছে। বিজনবাড়ির বাসিন্দা সমীর ছেত্রীর (৪০) দেহ মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার হয়েছে। যদিও তিনি দুর্যোগের বলি বলে মানতে নারাজ প্রশাসন। দার্জিলিংয়ের সদর মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচার বক্তব্য, 'বিজনবাড়ির ওই লোকটি মানসিক রোগী ছিলেন। তিনি এদিন সকালে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ দাবি করছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

শাসক ও প্রধান বিরোধী দলের শীর্ষ নেতারা ছাড়াও মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দুধিয়ায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে। রিজিজু মঙ্গলবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষের সঙ্গে দেখা করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে মিরিকে যান। কিছুক্ষণ বাদে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু বাগডোগরায় নেমে সোজা মিরিক পৌঁছান।

রক্ষণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় কার্যত ছ্যা ছ্যা পর্যায়ে চলে গিয়েছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের লাগাতার পরিস্থিতি ঘোরানোর চেষ্টা তেমন কাজে আসেনি। একে ৩৬ জনের মৃত্যুর পরেও কার্নিভালে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নাচ ও একদিন পর উত্তরবঙ্গে পৌঁছানোয় কার্যত ফুঁসছে উত্তরবঙ্গ।

পাহাড়ের ধসের মতো জনমানসে তৃণমূল সম্পর্কে প্রবল বিরূপ মনোভাব। সোমবার আসার পরের ২৪ ঘণ্টায় সেই সত্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি মমতার। বিজেপি সাংসদের ওপর হামলাকে প্রাথমিকভাবে জনরোষ বলে চালানোর চেষ্টা কাজে আসেনি। বরং বিজেপি বিরোধী বাম-কংগ্রেস, এমনকি সাধারণ মানুষ ওই ঘটনার নিন্দায় সোচ্চার।

শুধু দুর্যোগে মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক বিলি করে আর চাকরির আশ্বাস দিয়ে যে চিঁড়ে ভিজবে না, তা ইতিমধ্যে টের পেয়ে গিয়েছেন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা। যে কারণে এবার তাঁর উত্তরবঙ্গ সফর শেষ হতে চলল রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে, মঙ্গলবার বিকেলে উত্তরকন্যার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি নিজেই পাহাড়ে দুর্যোগের পরদিন কলকাতায় কার্নিভালের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

তাঁর কথায়, 'কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, আমরা কেন ২৪ ঘণ্টা পরে এলাম? মনে রাখতে হবে, কার্নিভাল বাংলার গর্ব। এতগুলো ক্লাব আশা করে বসে থাকে। ইউনিসেফ থেকে শুরু করে প্রচুর বিদেশি পর্যটক কলকাতায় এসেছিলেন। হট করে এই কর্মসূচি বন্ধ করা কি সম্ভব?' তারপর মুখ্যমন্ত্রী সাফাই দেন, 'আর আমি সেদিন এসেই বা কী করতাম? প্রশাসন আমাকে দেখবে না দুর্যোগ কবলিত মানুষকে উদ্ধার করবে? আমি এলে তো প্রশাসন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেত।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভিআইপিরা এলে উদ্ধারকাজে প্রভাব পড়ে। সেজন্য আমি ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার পর পৌঁছেছি। তবে কলকাতা থেকেই আমলাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছি। জেলা প্রশাসনকে সবরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

দুর্যোগের পাশাপাশি খগেন ও শংকর ঘোষের ওপর হামলা চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল ও সরকারের ওপর। খোদ প্রধানমন্ত্রী নিন্দা করেছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন। রিপোর্ট দিতে দেরি করলে কড়া পদক্ষেপ করার হুমকি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিজেপি ইতিমধ্যে এনআইএ তদন্ত দাবি করেছে।

হামলায় পুলিশের ভূমিকা জানতে চেয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবের কাছে পৃথকভাবে রিপোর্ট চেয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতি কমিশন। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন। তিনি বালুরঘাটে বলেন, 'কাল জলপাইগুড়ি গিয়ে হামলাকারীদের ছবি ও মোবাইল নম্বর দিয়ে পোস্টার সেঁটে দিতে বলব স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে। এরপর দেখি, ওঁরা কোথায় পালিয়ে থাকেন? পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আমরাই ব্যবস্থা নেব। এই ঘটনা যাঁরা ঘটিয়েছেন, তাঁদের নাম সকলেই জানেন। ওঁরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুন, আমরা খুঁজে বের করবই।'

নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ এবং বিধায়কের ওপরে হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে তিনি কার্যত সাংবাদিক বৈঠকে সাফাই দেন, 'দুর্যোগের পর মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। সেখানে কোনও ভিআইপিরই ৭০টি গাড়ির কনভয় নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। এতে রাস্তাঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেউ কেউ এই পরিস্থিতির মধ্যে রাজনীতি করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন।' বুধবারই তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

মনে করা হচ্ছে, পাবলিক সেন্টিমেন্ট অনুকূলে নেই এবং 'ইমোশনাল মিসক্যালকুলেশন' সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকারক- এই উপলব্ধি থেকে প্রশাসনিক কর্মসূচির বদলে 'ফুল স্কেল ড্যামেজ কন্ট্রোল' শুরু করেছেন মমতা। জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে তিনি ফের উত্তরবঙ্গে আসবেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর পোস্ট এবং কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে অবশ্য কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়েছেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচিত রাজ্য সরকারে কাছে প্রধানমন্ত্রীর খবর নেওয়া উচিত ছিল। তিনি সেটা না করে পার্টির লোকের কথামতো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। প্রথমে তো প্রধানমন্ত্রী সেতু ভেঙে মৃত্যু বলে পোস্ট করেছিলেন। এই সংকটের সময় এভাবে রাজনীতি করা উচিত নয়।' তাঁর অভিযোগ, গত বাজেটে এরাজ্যে বন্যা সহ অন্য বিপর্যয় মোকাবিলায় কোনও আর্থিক বরাদ্দ দেয়নি কেন্দ্র।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট ইতিমধ্যে এই দুর্যোগকে রাজ্য বিপর্যয় ঘোষণার দাবি করেছেন। কিন্তু মমতার বক্তব্য, 'মহাকুম্ভে বহু মানুষ মারা গেলেও বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়নি। মণিপুর, অসম, উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ মারা গেলেও সেগুলিকে কেন্দ্র জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করেনি।'

(তথ্য সহায়তা : রণজিৎ ঘোষ, রাহুল মজুমদার ও সুবীর মহন্ত)

সাক্ষী দেবতা আর তাজা ফুল

প্রথম পাতার পর

পাশে রাখা ছোট্ট ঘটে লাল রংয়া পাহাড়ি ফুলটা তখনও সতেজ। হয়তো বা আকাশ ফুঁড়ে আসা জলে নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু সেই ফুলের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায় হাহাকার আর কান্নায়।

বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে কমিউনিটি হল। সেটাই এখন অস্থায়ী আস্তানা গৃহকর্তা রজিন ছেত্রী, স্ত্রী মুন্না আর মেয়ে সুবর্ণার। মেরেকেটে ৪০০ স্কোয়ার ফুটের কমিউনিটি হলটায় এখন গাদাগাদি করে থাকছে ২৪টি পরিবার। সবমিলিয়ে ৬৪ জন। মেঝেতে ঢালা বিছানায় শুয়ে-বসে সকলে। অধিকাংশেরই মুখে রা নেই। নেতাদের পা পড়লে মাঝেমাঝে গমগম করে উঠছে ঠিকই। কিন্তু বাকি সময় একেবারে পিন পড়ার নীরবতা। সেই নীরবতা ভাঙল সুবর্ণার কান্নায়।

'নেতা-মন্ত্রীরা আসছেন। ছবি তুলছেন। চলে যাচ্ছেন। আমরা কী পাচ্ছি বলুন তো! সব তো হারিয়েছি। প্রিয়জনদের লাশ চাপা পড়ে থাকতে দেখেছি চোখের সামনে। সেই দৃশ্য কি ভোলা যায়!', গলা ভারী হয়ে আসে তরুণীর। চোখের জল কোনওমতে সামলে বলেই চলেন, 'কিচ্ছু বাঁচাতে পারিনি। টাকাপয়সা, নথিপত্র, জামাকাপড়- কিচ্ছু না। এই একটা জামা পরে ছিলাম। এটাই এখন সম্বল। প্রকৃতি আমাদের সব কেড়ে নিল।'

প্রকৃতির কাছে সুবর্ণাদের মতোই অসহায় রামপ্রসাদ ছেত্রীর মতো প্রতিবেশীরা। ওই তল্লাটে আর কারও প্রাণহানি না হলেও কারও ঘর পুরোটা ধুয়েমুছে সাফ, কারও আবার ঘরে হাঁটুভর্তি কাদা। ভেঙেছে কাঠের দেওয়াল। দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে টিনের বেড়া। রামপ্রসাদ নিজেই এলাকায় নিয়ে গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সেই রাতে ঠিক কী হয়েছিল।

সুবর্ণার মাসি অনীতা প্রধান, মেসোমশাই অনুজ প্রধান ও তাঁদের মেয়ে স্নেহা বেড়াতে এসেছিল দশেরায়। অনীতাদের বাড়ি শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন শালবাড়িতে। আনন্দ-অনুষ্ঠানে একত্রিত হবে বলে হাজির হয়েছিল সুবর্ণার পিসতুতো বোন বছর সাতের আরুশী ছেত্রীও। আরুশীও শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফাঁপড়ির বাসিন্দা। সেদিন রাতে তুমুল বৃষ্টি নেমেছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুটি ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিল পরিবারের সকলে। রাত আড়াইটে নাগাদ বিশাল আকারের একটি পাথর পাহাড়ের গা গড়িয়ে নেমে সোজা ধাক্কা মারে সুবর্ণাদের পাকা ঘরে। সেই ঘরেই ঘুমোচ্ছিল অনীতা, অনুজ, স্নেহা আর আরুশী। চাপা পড়ে প্রত্যেকে। লাশ সরাতে কালঘাম ছুটেছিল সকলের।

ঘরটার ঠিক নীচেই মাথা তুলছে একটি বহুতল। পাথরটি গিয়ে ধাক্কা খায় সেই নির্মীয়মাণ বহুতলে। ফলে আর এগোতে পারেনি। দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন রামপ্রসাদ। বলে ওঠেন, 'ভাগ্যিস, পাথরটা আটকে গিয়েছিল। নইলে আরও যে কত প্রাণ যেত!'

চলতে চলতে বেড়াল যেমন এসে রাস্তা কাটে, ঠিক তেমনভাবেই কথার তাল কাটল সাদা রংয়ের একটি হুলো। ডানহাতে একটু ওপরদিকে থাকা বন্ধ বাড়ির বারান্দায় কিছু একটা খুঁজছিল সে। সব ঠিক থাকলে হয়তো এই সময়ই সেটিকে পাত পেড়ে খাওয়াতেন গৃহকর্তা। অবোলা কি আর বোঝে, গৃহকর্তাই যে এখন গৃহছাড়া! সুবর্ণাদেরই আরেক আত্মীয় রিধিমা ছেত্রী। ক্লাস নাইনে পড়া রিধিমাদের বাড়ি একটু দূরে। বরাতজোরে তাদের ঘরবাড়ির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পড়শি একজনের সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে কিছু একটা খুঁজতে এসেছিল কিশোরী। চোখেমুখে তারও আতঙ্ক স্পষ্ট। চোখের সামনে সেও যে লাশ পড়ে থাকতে দেখেছিল।

দুর্যোগের মেঘ কাটিয়ে রোদ উঠেছে পাহাড়ে। পাইন গাছ ভেদ করে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। সেই রোদে টান ধরছে কাদামাটিতে। কিন্তু কিছুতেই পায়ের তলার মাটি শক্ত হচ্ছে না রজিন, সুবর্ণা কিংবা রামপ্রসাদদের। এখন তাঁরা শুধুই চাইছেন, একটা নতুন ঘর। যে ঘরে আবার স্বপ্ন বুনবেন তাঁরা। একটা যন্ত্রণামাখা ভোরের কথা ভুলে।

রোহিতদের নিয়ে ‘প্রশ্ন’ তুললেন বেঙ্গসরকার

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া সফরে ওডিআই সিরিজে দুইজনেই আছেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ‘ফেয়ারওয়েল সিরিজ’ হতে চলেছে বলে মনে করছেন। এরমধ্যে রোকোর নির্বাচন নিয়ে অন্যরকম প্রশ্ন তুলে দিলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। প্রাক্তনের যুক্তি, দুইজনেই দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের যুক্তি, টেস্ট ও টি২০ ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়ে শুধু ওডিআই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাটরা।

লাল বলে ‘ছুটি’, শ্রেয়সকে বিঁধলেন

ফলে সেভাবে ম্যাচও পাবে না। আইপিএলের পর বাকি দল যখন দেশের হয়ে খেলতে ব্যস্ত, তখন লম্বা ছুটিতে দুই তারকা। ফলে বিরাট, রোহিতরা কতটা ম্যাচ ফিট, দুইজনের ফিটনেস কী জায়গায় আছে, পরিষ্কার ধারণা পাওয়া মুশকিল। সেক্ষেত্রে কীসের ভিত্তিতে, কীভাবেই বা দুইজনকে দলে রাখা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে দোষ দেওয়া যাবে না।

এক সাক্ষাৎকারে দিলীপ বেঙ্গসরকার বলেন, ‘রোহিত, বিরাট দুইজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফরম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়। জানি না, নির্বাচকরা কীভাবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।’

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতিতে মনোযোগী রোহিত শর্মা।

লাল বলের ফরম্যাট থেকে শ্রেয়স আইয়ারের সাময়িক ছুটি নেওয়া না-পসন্দ বেঙ্গসরকারের। বলেছেন, ‘আমার কাছে বিষয়টি হজম হয়নি। লাল বলে আনফিট, সাদা বলে ফিট! এই পার্থক্যটা আমার বোধগম্য নয়। যে সাদা বলের জন্য ফিট, তার পক্ষে লাল বলে খেলাও সম্ভব।’ স্বাস্থ্যজনিত কারণে লাল বলের ফরম্যাট থেকে মাস ছয়েকের ছুটি চেয়েছিলেন শ্রেয়স। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও এই ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছেন ভারতীয় ওডিআই দলের সহ অধিনায়ককে।

> রোহিত, বিরাট দুইজনে গ্রেট ক্রিকেটার। কিন্তু শুধু একটা ফরম্যাটে খেলার ফলে দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে। ফলে নির্বাচকদের পক্ষে ওদের ফর্ম, ফিটনেস বোঝা সহজ নয়। হয়তো রোহিত, বিরাটকে নেওয়া হয়েছে ওদের দুরন্ত রেকর্ডের কারণেই। কিন্তু সমস্যা হল, ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা কম। ফলে লম্বা সময় মাঠের বাইরে কাটানোর পর নিজেদের ফিট রাখা সহজ নয়।
>
> **দিলীপ বেঙ্গসরকার**

গম্ভীর-মন্ত্রেই সফল বরুণ

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : উৎসাহ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। সেই উৎসাহ পেয়ে নিজেকে বদলে ফেলেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

বদলে গিয়েছে তাঁর ক্রিকেট দর্শন। বদলে গিয়েছে ফিটনেস নিয়ে তাঁর মানসিকতাও। রহস্য স্পিনার বরুণ এখন স্বপ্ন দেখেন, দেশের জার্সিতে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই খেলার। যদিও বাস্তবে এমন স্বপ্নপূরণ যে সম্ভব নয়, সেটাও জানেন তিনি।

আজ সন্ধ্যায় মুম্বইয়ে বসেছিল চাঁদের হাট। এক বহুজাতিক সংস্থার তরফে ভারতীয় ক্রিকেটে পারফরমেন্স ও অবদানের জন্য পুরস্কৃত করা হল বহু ক্রিকেটারকে। ছিলেন রোহিত শর্মাও। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই বরুণ তুলে ধরেছেন তাঁর ক্রিকেটীয় দর্শনের কথা। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান কোচ গম্ভীরকে তাঁর সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। বরুণ বলেছেন, ‘ক্রিকেটার হিসেবে আমার সাফল্যের মূলে কোচ গম্ভীর। ওঁনার থেকে পাওয়া পরামর্শ আমার ক্রিকেট দর্শনই বদলে দিয়েছে।’

বছর কয়েক আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্বে ছিলেন গম্ভীর। সেই সময় থেকেই বরুণের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা। সেবার কেকেআর আইপিএল চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিল। আর তারপরও কেকেআর ছেড়ে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হয়ে যান গম্ভীর। বরুণও হয়ে ওঠেন টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের ক্রিকেটে নিয়মিত সদস্য। রহস্য স্পিনার বরুণের কথায়, ‘গতিভাই সবসময় আমার পরামর্শ দেওয়ার পাশে অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। আগে নিজেকে শুধু টি২০ ক্রিকেটের বোলার বলেই মনে হত। এখন আমার ভাবনা বদলেছে। একদিনের ক্রিকেটেও আমি নিয়মিত হয়েছি। কোচ গম্ভীরের পরামর্শ মেনে এখন নেটে ব্যাটিংয়েও সময় দিচ্ছি।’

ওডিআই, টি২০ অজি দল ঘোষণা

রোকো-র চ্যালেঞ্জে ফিরছেন স্টার্ক

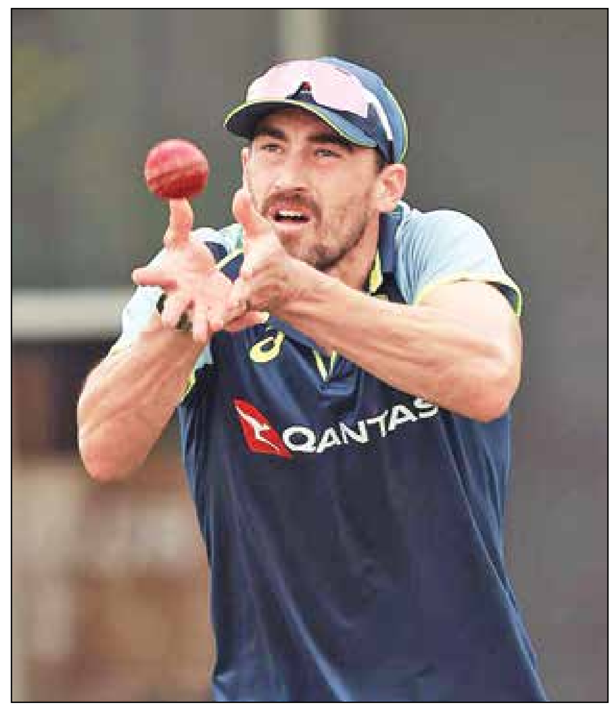
প্রায় এক বছর পর অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই দলে মিচেল স্টার্ক।

সিডনি, ৭ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। ওডিআই ও টি২০ সিরিজের জন্য প্রত্যাশামাফিক শক্তিশালী টিম বেছে নিল ক্যাঙারু ব্রিগেড। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের পরীক্ষা নিতে পঞ্চাশের ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে মিচেল স্টার্কের। অতীতে স্টার্কের বাঁহাতি পেস বোলিং চাপে ফেলেছে। বিরাটদের সম্ভাব্য শেষ অজি সফরেও থাকছে যা সামলানোর চ্যালেঞ্জ।

স্টার্ক শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন ২০২৪ সালের নভেম্বরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত হোম সিরিজেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। লম্বা বিশ্রাম কাটিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ফিরছেন। আছেন জোশ হ্যাজেলউড। হ্যাজেলউড-স্টার্ক বনাম বিরাট-রোহিত, সিরিজের পারদ আরও চড়িয়ে দিল।

স্টার্ক ছাড়াও ১৯ অক্টোবর শুরু ওডিআই সিরিজের ১৫ জনের দলে ফিরেছেন মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট। কুইন্সল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার রেনশ প্রায় তিন বছর পর ওডিআই দলে ডাক পেলেন। অ্যালেক্স ক্যারি দলে থাকলেও ১৯ অক্টোবর পারথে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ থাকায়। তবে অ্যাডিলেড (২৩ অক্টোবর) ও সিডনি (২৫ অক্টোবর) শেষ দুই ম্যাচে খেলবেন ক্যারি।

কাফ মাসলের চোট কাটিয়ে ২৯ অক্টোবর শুরু প্রথম দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন জোশ ইনগ্লিস। প্রথম সন্তানের জন্মের ‘ছুটি’-তে থাকা নাথান এলিসও ফিরছেন। তবে ভারতীয় দলের অন্যতম ‘গাঁট’ গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে কবজির চোটের জন্য আসন্ন সিরিজে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের (চোট রয়েছে) অনুপস্থিতিতে টি২০-র পাশাপাশি ওডিআই দ্বৈরথেও অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। সামলাবেন ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ওপেনিংয়ের দায়িত্বও।

ওডিআই দল

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাট রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা।

টি২০ দল
(প্রথম দুই ম্যাচ)

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), সিন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, ম্যাথু কুহনেম্যান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোয়িনিস, অ্যাডাম জাম্পা।

অস্ট্রেলিয়া নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি বলেছেন, ‘ওডিআই সিরিজ এবং প্রথম দুটি টি২০ ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে। প্রস্তুতির নিরিখে আসন্ন ভারত সিরিজ তাই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশাপাশি পরবর্তী অ্যাসেজের কথাও মাথায় রেখে গুরুত্ব পাচ্ছে শেফিল্ড শিল্ডের প্রস্তুতিও।’

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের দৈন্যদশায় ‘হতাশ’ সানি

‘নেট বোলার মনে হচ্ছিল ওদের’

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : এ কোন ওয়েস্ট ইন্ডিজ!

আহমেদাবাদে সিরিজের প্রথম টেস্টে ক্যারিবিয়ান ব্রিগেডের শিশুসুলভ আত্মসমর্পণ এখনও হজম হচ্ছে না সুনীল গাভাসকারের। ১৯৭১ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ লিটল মাস্টারের। বাকিটা ইতিহাস। হেলমেট ছাড়া ম্যালকম মার্শাল, অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিংদের সামলানো ভারতীয় ক্রিকেটে মিথ।

প্রিয় প্রতিপক্ষের আজকের দৈন্যদশা তাই বেশি করে যন্ত্রণা দিচ্ছে ভারতীয় কিংবদন্তিকে। গাভাসকারকে সবচেয়ে অবাক করছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি পেস ব্রিগেডের বর্তমান হাল। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রানের মালিক মালগাড়ির সঙ্গে তুলনা করছেন ক্যারিবিয়ান পেসারদের। দাবি, নেটবোলারদের চেয়েও খারাপ অবস্থা।

প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১৪০ রানে জেতে ভারত। লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজার সেঞ্চুরির সুবাদে রানের পাহাড় (৪৪৮/৫) তৈরি করে। বিক্ষিপ্ত কিছু বল বাদ দিলে একেবারে নির্বিষ বোলিং। মার্শাল-হোল্ডিং-রবার্টসদের দেশের বর্তমান পেস আক্রমণের যে চেহারা, মানতে পারছেন না সানি।

গাভাসকার লিখেছেন, ‘আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুইজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ? মানছি গরম ছিল। বাউন্সার দিতে বাড়তি পরিশ্রম লাগে। কিন্তু তারপরও পেসাররা তাঁদের অন্যতম অস্ত্রকে ব্যবহার করবে না? ফ্রন্টফুট থেকে ব্যাটারদের ব্যাকফুটে খেলানোর চেষ্টা করবে না?’

ব্যাটিংও তথৈবচ। গাভাসকারের কথায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং একদা সামলেছেন থ্রি ডব্লিউ (ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, এভার্টন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট), রোহন কানহাই, সিমোর নার্স, ক্লাইভ লয়েড, গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেনসরা। বর্তমান দলের একজনকেও দেখে মনে হয়নি, পূর্বসূরিতে হাজার মাইলের মধ্যে কেউ রয়েছেন। সানির আরও খোঁচা, অতুলনীয় গারফিল্ড সোবার্স, ভিভ রিচার্ডস, ‘প্রিন্স অফ ত্রিনিদাদ’ ব্রায়ান লারাকে বাদ দিচ্ছি। কারণ ওরা শতাব্দীতে একবারই জন্মায়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বর্তমান হাল নিয়ে গতকাল সাফাই দিতে দেখা গিয়েছে অধিনায়ক রোস্টন চেজকে। এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, পরিকাঠামোর অভাব, আর্থিক সমস্যার কারণে ক্রমশ পথ হারাচ্ছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। উঠতি তারকাদের সামনের দিকে এগিয়ে দিতে যা যা দরকার, তা আদৌ মিলছে না।

> আহমেদাবাদে জেডন সিলস ছাড়া বাকি দুইজনকে নেট বোলার মনে হচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অসম্মান করছি না। কিন্তু হাফ ডজন ওভার বল করার পর প্রথম বাউন্সার! প্রশ্ন উঁকি মারছিল, এটা কি ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস আক্রমণ?
>
> **সুনীল গাভাসকার**

ভারতীয় ব্যাটারদের বিরুদ্ধে প্রভাব ফেলতে পারেননি জাস্টিন গ্রিভসরা।

এশিয়া কাপ জিতে নতুন হেয়ারস্টাইল করতে আলিম হাকিমের কাছে সূর্যকুমার যাদব।

দিল্লি ক্রিকেটে নয়া কেলেঙ্কারি

দলে ঢোকাতে ব্যাটার রাতারাতি উইকেটকিপার!

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : কেরিয়ারে কখনও উইকেটকিপিং করেননি।

বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে বরাবর খেলেছেন। সেই ব্যাটারকেই দলে ঢোকাতে রাতারাতি উইকেটকিপার বানিয়ে দেওয়া হল! দেওয়া হল দ্বিতীয় উইকেটকিপারের দায়িত্বও! ওপরমহলের চাপ। নির্বাচক কমিটি বাধ্য হয় সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তার পছন্দের ক্রিকেটারকে দলে নিতে। অভিযুক্ত ক্রিকেটার ব্যাটার হলেও দলে ঢোকাতে তাকে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এমনই কাণ্ড ঘটেছে দিল্লি ক্রিকেটে। ভিনু মানকড় ট্রফির জন্য ২৩ জনের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করা হয়। এরপরই নির্বাচন-দুর্নীতির বিষয়টি সবার সামনে চলে আসে। পত্রপাঠ হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সভাপতি রোহন জেটলি। বাদ দেওয়া হয় বিতর্কিত খেলোয়াড়কে। বদলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটারকে।

নির্বাচনি বৈঠকে প্রভাব খাটাতে অবৈধভাবে তিনজন ডিরেক্টরের উপস্থিতির খবরও সামনে এসেছে। স্বয়ং ডিডিসিএ-র সদস্য সুরেশকুমার শর্মা লিখিতভাবে বিষয়টি সভাপতি রোহন জেটলিকে জানান। তিনজনকে নির্বাচনি বৈঠক থেকে চলে যেতে বলা হলেও তাঁরা রাজি হননি। বৈঠকে থেকে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালান।

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পৃথ্বীর ১৮১

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : পুরোনো দলকে প্রথমবার সামনে পেয়ে জ্বলে উঠল পৃথ্বী শ-র ব্যাট। মহারাষ্ট্রের হয়ে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ফিরলেন বড় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে। মুম্বইয়ের হয়েই ক্রিকেট উত্থান পৃথ্বীর। যদিও টানা ব্যর্থতা, বিতর্কে জড়িয়ে সম্ভাবনা দেখিয়েও খেই হারান। বাদ পড়েন মুম্বই রনজি ট্রফির দল থেকেও। নতুন শুরুর জন্য বেছে নেন মহারাষ্ট্রকে।

জড়ালেন ঝামেলাতেও

এদিন প্রস্তুতি ম্যাচে প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি পৃথ্বী। এমসিএ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচের প্রথম দিনেই পৃথ্বী ১৮১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন। ২১৯ বলের ইনিংসে ২৩টি চার ও ৩টি ছক্কা হাঁকান। শার্দূল ঠাকুরদের বোলিংয়ের সামনে প্রথম উইকেটে অর্শিন কুলকার্নিকে নিয়ে ৩০৫ রান যোগ করেন। কুলকার্নিও ১৮৬ রানের ইনিংস খেলেন। মুশির খানের বলে আউট হয়ে ফেরার সময় ঝামেলায়ও জড়ান প্রাক্তন সতীর্থদের সঙ্গে। পৃথ্বীকে লক্ষ্য করে কটুক্তি ছুড়ে দেন মুম্বইয়ের ক্রিকেটাররা। যার পালটা দিতে মুশিরের দিকে তেড়ে যান পৃথ্বী।

আইপিএলের শুরু থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের মুখ মহেন্দ্র সিং ধোনি। সেই তিনিই বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলতে নেমে পরে ফেললেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লোগো লাগানো হাতকাটা ট্যাঙ্ক টপ। সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর সেই ছবি মুহূর্তে ভাইরাল। যা দেখে কারও প্রশ্ন, ‘এটা কি শেষের ইঙ্গিত?’

গম্ভীরের বাড়িতে আজ নৈশভোজে শুভমানরা

দিল্লি টেস্টের প্রস্তুতি শুরু

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : আহমেদাবাদ টেস্ট এখন অতীত। মাত্র আড়াই দিনের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিয়ে দিন তিনেকের ছুটি কাটিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন দিল্লিতে।

শুক্রবার থেকে রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট শুরু। তার আগে শুভমান গিল, লোকেশ রাহুলরা আজই দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন। জনাকয়েক ভারতীয় ক্রিকেটার আজ বিকেলের দিকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হাজির হয়ে হালকা অনুশীলনও করেন।

বুধবার থেকে রোস্টন চেজদের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু হতে চলেছে। আর আগামীকাল রাতেই কোচ গৌতম গম্ভীরের বাড়িতে পুরো দলকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতীয় দলের কোচ। জানা গিয়েছে, আসন্ন দীর্ঘ মরশুমের আগে পুরো দলকে আরও তাজা ও ফুরফুরে করে তোলার জন্য কোচ গম্ভীর শুভমানদের তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ভারতীয় ক্রিকেটে বহুদিনের রীতি হল, যে শহরে খেলা হবে, দলে সেখানকার কোনও সদস্য থাকলে সতীর্থদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো। কোচ গম্ভীর সেই পথেই পা বাড়িয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ শুধু তাঁর দলের ক্রিকেটারদেরই বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এমন নয়। বরং সীতাংশু কোটাক থেকে শুরু করে তাঁর সব সাপোর্ট স্টাফদেরও আমন্ত্রণ করেছেন গম্ভীর। উদ্দেশ্য, মন খুলে আড্ডা দেওয়া। যদি পরস্পরের প্রতি কারও কোনও বিদ্বেষ থাকে, তাহলে সেটাও মিটিয়ে নেওয়া। টিম বন্ডিংয়ের নয়া দিশা দেখানো। কোচ গম্ভীরের এমন ভাবনা, পরিকল্পনা শুভমানদের কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে টিম ইন্ডিয়ার সামনে এখন টানা ক্রিকেট। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ইতিমধ্যেই চলছে। সিরিজ শেষে টিম ইন্ডিয়া যাবে অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের সিরিজ খেলতে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে ফেরার পরই ঘরের মাঠে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। সেই সিরিজের পর ভারতীয় দলের নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা।

এদিকে, শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং সহায়ক পিচ হতে চলেছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, রাজধানীর মাঠে এমন পিচ তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে আড়াই দিনে খেলা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সাধারণত, দিল্লিতে কালো মাটির পিচ হয়। যেখানে টেস্টের তিন নম্বর দিন থেকে বল ঘুরলেও শুরুর দুইদিন ব্যাটারদের জন্য সহায়ক পিচ হয়। এবারও তেমনই পিচ হচ্ছে বলে খবর।

‘জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে’

বাংলা দলকে পেপটক সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : তোমাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেব আমরা। মাঠে দলকে সফল করার দায়িত্ব তোমাদের।

জিমের চেয়ে বেশি সময় কাটাও নেটে। কারণ, জিম তোমাদের ফিটনেস বাড়াবে ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেটীয় স্কিল বাড়বে নেটে ব্যাটিং-বোলিং চর্চা করেই। রনজি ট্রফিতে যা খুব প্রয়োজন।

যে কোনও সময় সবরকমের পরামর্শের জন্য আমি তো রয়েইছি। সঙ্গে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, বোলিং কোচ শিবশংকর পালরাও রয়েছেন। সবার থেকে পরামর্শ নিয়ে সামনে তাকাও। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেল। মনে রাখবে, ক্রিকেট মাঠে সফল হওয়ার অন্যতম মন্ত্র হল সঠিক মানসিকতাও।

বক্তার নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছয় বছর পর গত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেটের মসনদে ফিরেছেন মহারাজ। আর ফেরার পরই বাংলা ক্রিকেটে সুদিন ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। আসন্ন রনজি ট্রফির প্রস্তুতিতে ডুবে থাকা সিনিয়ার বাংলা দলকে উৎসাহ দিতে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে হাজির হয়েছিলেন মহারাজ। ছিলেন অন্তত ঘণ্টা দুয়েক। তার মধ্যে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন ও তাঁর সহকারীদের সঙ্গে দল নিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন। তেমনই হাতে কলমে বাংলার ব্যাটার, বোলারদেরও পর্যবেক্ষণ করেছেন। সন্ধ্যার দিকে বাংলা দলের এক সাপোর্ট স্টাফ বলছিলেন, ‘সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কিংবদন্তি। বাংলা ক্রিকেটের অনুপ্রেরণা। তিনি আজ সকালে অনুশীলনে হাজির হয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। দিয়েছেন পরামর্শ। যা আমাদের আসন্ন মরশুমে কাজে লাগবে।’

সিএবি সভাপতির পরামর্শ বাংলা ক্রিকেটকে রনজিতে কতটা এগিয়ে দেবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ মাঠে হাজির হয়ে পুরো দলের সঙ্গে পরিচয় পর্ব সেরে নিয়ে হাতেকলমে কাজ করেছেন মহারাজ। অভিষেক পোড়েল সহ অনেকেরই সমস্যার কথা শুনেছেন। ব্যাটিং, বোলিং নিয়ে দিয়েছেন পরামর্শও। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও তাঁকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।’ আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন মরশুমের রনজি অভিযান শুরু করতে চলেছে বাংলা। তার আগে সম্ভবত আগামীকাল বাংলার দল ঘোষণা হওয়ার কথা। অধিনায়ক হিসেবে অনুষ্টুপ মজুমদার ও অভিমন্যু ঈশ্বরণের নাম ঘুরছে। শেষ পর্যন্ত কে বাংলার অধিনায়ক হবেন, হয়তো আগামীকালই জানা যাবে। তবে সূত্রের খবর, অনুষ্টুপের সম্ভাবনা বেশি।

> সিএবি সভাপতি আজ আমাদের অনুশীলনে এসেছিলেন। পুরো দলকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আগামীদিনেও তাঁকে বাংলা দলের অনুশীলনে দেখা যাবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বাংলার ক্রিকেটারদের শেখাতে ব্যাট হাতে তুলে নিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে কামিন্স-জেমিরা

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার কারণে ফুটবলারদের কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন মোহনবাগানের সমর্থকরা। মঙ্গলবার।

সমর্থকদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স।

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : দফায় দফায় বিক্ষোভ। খেলোয়াড়দের সঙ্গে সমর্থকদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার উত্তাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন।

ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়া নিয়ে বাগান সমর্থকদের মনে ক্ষোভের রেশ জমেছিল। মঙ্গলবার তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন বাগান সমর্থকরা। আগাম বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে বাগান ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে অনুশীলনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। ফলে স্টেডিয়ামে না ঢুকে গেটের সামনে অনুশীলনে যোগ দিতে আসা বাগান ফুটবলারদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্সদের লক্ষ্য করে কটূক্তিও করেন তাঁরা।

কিন্তু এখানেই বিষয়টা শেষ হয়নি। অনুশীলনের শেষে তিন অজি তারকা দিমি, কামিন্স ও ম্যাকলারেনের গাড়িকে ঘিরে ফের বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। সেসময় গাড়ি থেকে তিন ফুটবলারই নেমে আসেন। তাঁদের সঙ্গে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সমর্থকদের। তাঁরা সরাসরি কামিন্সদের কাছে ইরানে না যাওয়ার কারণ জানতে চান। জবাবে কামিন্সরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নিরাপত্তার জন্যই যেতে চাননি তাঁরা। তখন সমর্থকরা ভারতীয় ফুটবলারদের না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে কামিন্সরা জানিয়ে দেন, এই বিষয়টা ম্যানেজমেন্ট জানে। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বিক্ষুব্ধ বাগান সমর্থকদের দাবি, কেন মোহনবাগান ইরান গেল না সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ম্যানেজমেন্টকে। পাশাপাশি আগামী মরশুম থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে বাড়তি গুরুত্ব ও সব প্রতিযোগিতায় সবুজ-মেরুনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে, আবার কয়েকজন সমর্থক এসে শিল্ডের আগে দিমিদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন। তাঁরা আবার ইরানে খেলতে না যাওয়া নিয়ে ফুটবলারদের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন।

মাঠের বাইরে যাই হোক না কেন, অনুশীলনে প্রচণ্ড সিরিয়াস মোহনবাগান ফুটবলাররা। বিশেষ করে দিমি ও কামিন্স। ফর্ম ফিরে পেতে মঙ্গলবার বাড়তি অনুশীলনে মগ্ন থাকতে দেখা গেল তাদের। তবে মাঠের বাইরের চাপ সামলে দিমিরা আইএফএ শিল্ডে কীভাবে নিজেদের সেরাটা দেন, সেটাই এখন দেখার।

ধারাবাহিক সাফল্য পাওয়ায় এতদিন বাগান ফুটবলাররা সমর্থকদের ভালোবাসাটা দেখেছেন। এবার মুদ্রার উলটোও দেখলেন তাঁরা।

এদিকে, দিমির সঙ্গেই মূলত সমর্থকদের তর্কাতর্কি হয়। রাতের দিকে নিজের সুর নরম করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন অজি তারকা। সেখানে ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসার কথা লিখেছেন তিনি।

পূর্ণশক্তির দল নিয়েই আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : সুপার কাপের মহড়া। একইসঙ্গে মর্যাদারক্ষা। এই দুই লক্ষ্য নিয়েই আইএফএ শিল্ডে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

লাল-হলুদ বাহিনী শেষবার শিল্ড খেলেছিল ২০১৮ সালে। সেবার চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। বুধবার ১২৫তম আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ শ্রীনিধি ডেকান এফসি। যুব দল নিয়ে কলকাতায় এসেছে আই লিগের ক্লাব শ্রীনিধি। তবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামছে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই।

শক্তির বিচারে শ্রীনিধির সঙ্গে অস্কার ব্রুজোঁর দলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবুও প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভাবতে নারাজ লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। আসলে ডুরান্ড কাপে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কাছে হার থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার আরও বেশি সতর্ক তারা। যদিও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার মহম্মদ রশিদ বলছেন, 'ডায়মন্ড হারবারের কাছে হার অতীত। ওই ম্যাচটা থেকে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এখন আমাদের সব ফোকাস আইএফএ শিল্ডে। আমরা আত্মবিশ্বাসী। আশা করছি সমর্থকদের হতাশ করব না।' ব্রুজোঁর সহকারী বিনোর মন্তব্য, 'শিল্ডের সফলতম দল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ বারের চ্যাম্পিয়ন। সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব আমাদের কাঁধে।' অস্কারও সেই সুরেই গলা মেলালেন।

আইএফএ শিল্ডে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম **শ্রীনিধি ডেকান এফসি**

সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী স্টেডিয়াম
সম্প্রচার : এসএসইএন অ্যাপ

স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'আইএফএ শিল্ডকে আমরা একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। সুপার কাপের আগে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার প্রয়োজন ছিল। এখানে সেটাও হবে।'

পাঁচ বিদেশি ও সিনিয়ারদের পাশাপাশি কলকাতা লিগে খেলা বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলারকেও শিল্ডের জন্য নথিভুক্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। শ্রীনিধির বিরুদ্ধে দল নিয়ে হয়তো খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটবেন না ব্রুজোঁ। ঝুঁকি না নিয়ে চার বিদেশি রেখে দল সাজানোর সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে মাঝমাঠে শুরু থেকে তিন বিদেশি খেলিয়ে ভারতীয় স্ট্রাইকারের ওপর আস্থা রাখবেন, না কি মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরোর সঙ্গে শুরু থেকেই হামিদ আহদাদকে খেলাবেন সেটাই দেখার। ষষ্ঠ বিদেশি হিরোশি ইবুসুকি এখনও কলকাতায় পা না রাখলেও শিল্ডে তাঁকে খেলানোর ব্যাপারে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১৪ অক্টোবর গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচের আগেই চলে আসবেন লাল-হলুদের জাপানি স্ট্রাইকার।

এদিকে, মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে শিল্ডে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বাদে বাকি পাঁচ ক্লাবের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন। শিল্ডে অংশগ্রহণকারী বাংলার আরেক ক্লাব ইউনাইটেড স্পোর্টসের কোচ লালকমল ভৌমিক সেখানে বলেছেন, 'জানি আমরা কঠিন গ্রুপে রয়েছি। তবে ফুটবলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কলকাতা লিগের খেতাব অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। শিল্ডে সেটাই আমাদের আরও উজ্জীবিত করছে।'

আইএফএ শিল্ডের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গল এফসি-র কেভিন সিবলে (বাঁয়ে) ও সৌভিক চক্রবর্তী। মঙ্গলবার।

অভিষেককে টেস্ট দলেও দেখছেন লারা

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : ২৪টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন দেশের হয়ে। যদিও চব্বিশ ম্যাচের কেরিয়ারে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ইতিমধ্যেই সমর্থকদের মনে জায়গা করে নিয়েছেন অভিষেক শর্মা। টি২০ ক্রিকেটে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর জায়গাও তাঁর দখলে। আইসিসি-র সেপ্টেম্বর মাসের 'সেরা ক্রিকেটার'-এর দৌড়েও রয়েছেন (বাকি দুইজন কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট)। ব্রায়ান লারার বিশ্বাস, শুধু সাদা বল নয়, আগামী দিনে ভারতীয় টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবেন অভিষেক।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মেন্টর, ব্যাটিং কোচ থাকাকালীন 'ছাত্র' হিসেবে পেয়েছেন অভিষেককে। সাফল্যে লারার অবদান, পরামর্শের কথাও বলতে শোনা যায় তরুণ বাঁহাতি ওপেনারকে। মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক বহুজাতিক সংস্থার ক্রিকেট পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিতি লারাও উচ্ছ্বসিত তাঁর 'ছাত্র'-কে নিয়ে। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি বলেছেন, 'সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সুবাদে ওকে ভালোভাবে জানি। দুর্দান্ত প্রতিভা। ভারতীয় দলে একঝাঁক প্রতিভা রয়েছে। অভিষেক যার মধ্যে স্পেশাল। ওর কেরিয়ারে যুবরাজের প্রভাব অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, শুধু টি২০, ওডিআই নয়, টেস্ট দলেও জায়গা করে নেবে অভিষেক।'

৩০ বছর পর মুখোমুখি আনন্দ-কাসপারভ

সেন্ট লুইস, ৭ অক্টোবর : ১৯৯৫ সালেই শেষবার চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ এবং গ্যারি কাসপারভ। ৩০ বছর পর ফের সম্মুখ সমরে নামছেন দুই প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতের আনন্দ এবং কিংবদন্তি রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার কাসপারভ মুখোমুখি হবেন 'ক্লাচ চেস দ্য লেজেন্ডস' টুর্নামেন্টে। সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে বুধবার থেকে সেই লড়াই শুরু হচ্ছে।

১২ ম্যাচের এই টুর্নামেন্টে মোট পুরস্কারমূল্য রাখা হয়েছে ১,৪৪,০০০ ডলার। বিজয়ী পাবেন ৭০,০০০ ডলার। প্রতিদিন চারটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি র‍্যাপিড এবং দুটি ব্লিৎজ। প্রথম দিনে প্রতিটি জয়ে ১ পয়েন্ট, দ্বিতীয় দিনে ২ পয়েন্ট এবং তৃতীয় দিনে ৩ পয়েন্ট অর্জন করবে। এই স্কোরিং সিস্টেম শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিযোগিতাকে উত্তেজনাপূর্ণ রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোয়াকে শাস্তি এএফসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : স্মোক গানের ব্যবহারের জন্য ১০ হাজার ডলার (প্রায় ৮.৮ লক্ষ টাকা) জরিমানা হল এফসি গোয়ার। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের বাছাই পর্বে ওমানের আল সিবের বিপক্ষে ম্যাচের সময়ে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এই ঘটনা ঘটে। যার জেরে গোয়াকে এই জরিমানা করল এএফসি-র শৃঙ্খলারক্ষা ও এথিকস কমিটি।

এই কমিটির হাতেই এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ভাগ্য। ইতিমধ্যেই তুর্কমেনিস্তানের আহল এফসি জানিয়ে দিয়েছে, তারা হোম ও অ্যাওয়ে দুই ম্যাচ ইরানে গিয়ে খেলতে চায়। ফলে ইরানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মোহনবাগানের দাবি সম্ভবত কোনওভাবেই ধোপে টিকবে না। তাছাড়া এর আগে মুম্বই সিটি এফসি ইরানে এএফসি-র ম্যাচ খেলে এসেছে, সেটাও নিশ্চিতভাবেই দেখানো হবে। এখন দেখার গোয়ার পরে মোহনবাগানের শাস্তির ব্যাপারে এএফসি কতটা কঠোর হয়।

সাহায্য চেয়ে করলেন ফেসবুক পোস্ট

বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ চান মেয়ে

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

কলকাতা, ৭ অক্টোবর : জীবনে আমরা কমবেশি সকলেই কারোর না কারোর ফ্যান। কিন্তু কেউই হয়তো ইছাপুরের শিবশংকর পাত্রর মতো ফ্যান নই। পেশায় চা বিক্রেতা এই মানুষটির জীবন জুড়ে লিওনেল আন্দ্রেস মেসি। বছর ছাপান্নর শিবশংকর প্রতিবছর মেসির জন্মদিনে তাঁর যত বয়স হয়, এলাকার মানুষের সঙ্গে তত পাউন্ডের কেক কাটেন।

লিওনেল মেসির এক জন্মদিনে তাঁর মূর্তিকে কেক খাওয়াচ্ছেন শিবশংকর পাত্র।

যেমন চলতি বছরের ২৪ জুন ৩৮ পাউন্ডের কেক কেটেছেন। সেইসঙ্গে প্রতিবছর ওইদিনে নিজেকে নানানরকম সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গেও যুক্ত রাখেন।

শিবশংকরের কথায়, '২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি। খুব ইচ্ছে ছিল ২০২২ সালে কাতারে গিয়ে বিশ্বকাপ দেখার। কিন্তু আর্থিক কারণে সেই স্বপ্নপূরণ না হওয়ায় বাড়িতে মেসির উচ্চতার সমান একটি মূর্তি বসিয়েছি।' তাঁর এই প্রেমের কথা পৌঁছে গিয়েছে আর্জেন্টিনাতেও। তারপরও আজ অবধি ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়নি শিবশংকরের, যা নিয়ে আক্ষেপ আছে তাঁর।

এই আক্ষেপ মেটাতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁর মেয়ে নেহা। ডিসেম্বরে মেসি কলকাতায় আসছেন। সেই সময় বাবার সঙ্গে মেসির সাক্ষাৎ করাতে চান তিনি। সম্প্রতি ফেসবুকে এজন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন কিনা সেটা জানতে চেয়ে পোস্ট করেন। নেহার কথায়, 'বাবার জীবনে ফুটবল আর মেসি ছাড়া কিছু নেই। আমাদের মধ্যেও সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, এমনকি আমার ছেলের নামও লিও। বাবার জন্য এইটুকু করা আমার কর্তব্য।'

> ২০১১ সালে মেসি ভারতে এসেছিলেন। সেইসময় পুরো বাড়ির রং নীল-সাদা করে ফেলি। এলাকার মানুষের কাছে আমার বাসস্থান আর্জেন্টিনা বাড়ি।
>
> **শিবশংকর পাত্র**

কিন্তু নেহা চাইলেও আদৌ তাঁর কিংবা তাঁর বাবার স্বপ্নপূরণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মেসিকে কলকাতায় নিয়ে আসার মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এই বিষয়টি তাঁর হাতে নেই। তবে তিনি চেষ্টা করবেন, আপাতত টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

গম্ভীরের বাড়িতে আজ নৈশভোজে শুভমানরা

রোহিতদের নিয়ে 'প্রশ্ন' তুললেন বেঙ্গসরকার

-খবর এগারোর পাতায়

Lucky Coupon Draw-2025
Organised By :-
Patkata Colony Cultural Club 'O' Pathagar
Draw Date-06/10/2025
1st Prize - 07750, 2nd Prize - 06194, 3rd Prize - 30178, 4th Prize - 21883, 5th Prize- 21570, 6th Prize - 04423, 7th Prize - 09783, 8th Prize- 20069, 9th Prize- 27497, 10th Prize - 15620.
Consolation Prize - 063

আই লিগ সম্ভবত ডিসেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : ডিসেম্বরে সম্ভবত শুরু হতে চলেছে আই লিগ। সেক্ষেত্রে তা আইএসএলের আগে হবে নাকি পরে তা এখনও পরিষ্কার নয়। আই লিগের জন্য আলাদা করে দরপত্র চাওয়া হবে। যা আইএসএলের দরপত্রের বিষয়টি মিটে গেলেই হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির জরুরি সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করা হয়। এছাড়া দরপত্র পরিচালনকারী কোম্পানি কেপিএমজি তাদের প্রেজেন্টেশন পেশ করে। আগামী ১২ অক্টোবরের বিশেষ সাধারণ সভায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে দেওয়া নতুন সংবিধান গ্রহণ করবে এআইএফএফ। সেই নিয়েও এদিন ফেডারেশন কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

ব্যর্থ বৈভব, এগিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত

ম্যাকে, ৭ অক্টোবর : একদিনে ১৭ উইকেট। ভারত-অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ গত ম্যাচে শতরান করা বৈভব সূর্যবংশীও।

দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যায় অজি ব্রিগেড। অ্যালেক্স লি ইয়ংয়ের ৬৬ রানে ভর করে কোনওমতে ১০০ রান পার করে তারা। ১৩৫ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। ভারতের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল।

ভারতীয় ব্যাটাররাও অবশ্য উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেননি। অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করেন ৪ রান। অপর ওপেনার বিহান মলহোত্র করেন ১১। দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করলেও ১৪ বলে ২০ রান করে ফিরতে হয় বৈভবকে। দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৭ উইকেটে ১৪৪। ৯ রান এগিয়ে ভারত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা স্বরূপ বাউরি - কে 10.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80H 48982 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এখন প্রায় সব জায়গাতেই কোটিপতি তৈরি করছে, আর মানুষ এখন মেগা পুরস্কার জেতার ব্যাপারে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষকে তাদের জীবন উন্নত করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরই এখন দুশ্চিন্তা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সিঙ্গাপুর পৌঁছে এদিন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল।

গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেন খালিদ। গার্ডেন সিটিকে বেছে নেওয়ার কারণই ছিল, আবহাওয়ার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের অনেকটাই মিল থাকা। তবু দিনদুয়েক ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে সড়োগড়ো করতে গতকাল বিকেলেই সুনীল ছেত্রীদের নিয়ে ওখানে পৌঁছে গেলেন জাতীয় দলের হেড কোচ। আপাতত গ্রুপের শীর্ষস্থানে থাকা সিঙ্গাপুরকে হারানোই প্রথম এবং একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের। এই ম্যাচ জিততে পারলে তবেই গোয়ার ফতোরদায় হোম ম্যাচের গুরুত্ব থাকবে। আর যদি সিঙ্গাপুর এই ম্যাচ জিতে যায় তাহলে তারা পৌঁছে যাবে ৭ পয়েন্টে। যা তাদের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেকটাই সাহায্য করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফিফা ক্রমতালিকার বিচারে গ্রুপের বাকিদের মতো সিঙ্গাপুরও (১৫৮) ভারতের থেকে পিছিয়ে। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে মানোলো মার্কুয়েজের কোচিংয়ে ভারতের বিশ্রী পারফরমেন্সই এখন তাদের খাদের কিনারে এসে দাঁড় করিয়েছে।

সিঙ্গাপুর জাতীয় দল মূলত আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম সেরা দল। চারবার আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা দলটাকে নিয়ে তাই চিন্তায় থাকতেই হচ্ছে জাতীয় দলের হেড কোচকে। শুধু তাই নয়, এই সিঙ্গাপুর এর আগে একবারই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলে। সেবার গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায় নিলেও একটা জয় ছিল তাদের। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ছবি : মুরতুজ আলম

খেতাব বুধিয়া স্পোর্টসের

সামসী, ৭ অক্টোবর : চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া কল্কিমোড় যুব কমিটির একদিনের কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বুধিয়া স্পোর্টস ক্লাব। ফাইনালে তারা ২-১ গেমে হারিয়েছে মহারাজপুরকে। চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছে ট্রফি সহ ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে ৯ হাজার টাকা পুরস্কার। পুরস্কার তুলে দেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, প্রধান ছবি সরকার প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন কোয়ালিটি

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ অক্টোবর : ভাই ভাই সংঘ ও পাঠাগারের ভাই ভাই কাপ নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটেলিয়ান। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির নিউ প্লেয়ার ইউনিটকে। চ্যাংরাবান্ধা লাল স্কুল ময়দানে কোয়ালিটির গোল করেন হেমরাজ ভুজেল ও ফাইনালের সেরা পঙ্কজ থাপা। প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন হেমরাজ। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফির সঙ্গে ৪০ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে এবং রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফির সঙ্গে ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

খেতাব নিয়ে নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটেলিয়ান। ছবি : শতাব্দী সাহা

জোড়া জয় সব্যসাচীর

শীতলকুচি, ৭ অক্টোবর : মাল্লিরহাট ইয়ং এমপাওয়ারমেন্ট এসডিএস ফুটবল প্রতিযোগিতায় মঙ্গলবার গ্রুপ সি-র ম্যাচে চামটা নিউ সব্যসাচী সংঘ ৩-১ গোলে মাল্লিরহাট ইয়ং এমপাওয়ারমেন্ট ক্লাবকে হারিয়েছে। সব্যসাচীর শাকিল হোসেন, মাধব দাস ও তসলীম আরিফ গোল করেন। মাল্লিরহাটের একমাত্র গোল রেজাউল মিঞাঁর। দ্বিতীয় ম্যাচে খোড়ারপাড় নর্থবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে জয় পেয়েছে গোলেনাওহাটি জিপির বিরুদ্ধে। খোড়ারপাড়ের সালাম মিঞাঁ ও জয়রাজ বর্মন গোল করেন। শেষ ম্যাচে চামটা নিউ সব্যসাচী সঙ্ঘ ৪-০ গোলে হারায় খোড়ারপাড় নর্থ বেঙ্গল ক্লাবকে। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সব্যসাচীর তসলিম আরিফ। তাদের বাকি গোল তানসেন মিঞাঁ ও শাকিল হোসেনের।